নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী
৭ এর পাতায়

৬০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

আত্মলিঙ্গ দর্শন
৬ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৬০ বর্ষ, ০৭ সংখ্যা, ১৯ অগ্রহায়ণ – ২৫ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ ঃ ০৬ ডিসেম্বর – ১২ ডিসেম্বর, ২০২৫

Kolkata : 60 year : Vol No.: 60, Issue No. 07, 06 December - 12 December, 2025 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : আদালতের নিষেধ ছিল, তবু অযোগ্য হয়েও স্কুল

সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা দিয়েছে এবং পাশ করেছে, এমন ২৬৯ জন পরীক্ষার্থীকে চিহ্নিত করল এসএসসি। এদের বিস্তারিত তথ্য না দিলেও তালিকা প্রকাশ করা হবে বলে জানিয়েছে এসএসসি।

রবিবার : স্বাধীনতার ৭৮ বছর পর পাল্টে গেল কলকাতাস্থিত

রাজভবনের নাম। আরও জনমুখী করতে রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস নিজেই রাজভবনের ফলক খুলে লাগালেন লোক ভবনের ফলক। এর আগে তিনি রাজভবনের নাম দিয়েছিলেন জন রাজভবন।

সোমবার : বাড়লো এসআইআর ২০২৫–এর মেয়াদ। ৪ ডিসেম্বরের

বদলে এনুমারেশনের নতুন শেষ তারিখ ১১ ডিসেম্বর। খসড়া প্রকাশ হবে ১৬ ডিসেম্বর। চূড়ান্ত তালিকা এক সপ্তাহ পিছিয়ে প্রকাশিত হবে ১৪ ফেব্রুয়ারী।

মঙ্গলবার : শিক্ষক নিয়োগের পর এবার পুলিশ কনস্টেবলের

পরীক্ষাতেও হৈ চৈ শুরু হয়েছে প্রশ্নপত্র বিক্রির অভিযোগে। পূর্ব যাদবপুর ট্রাফিক গার্ডে কর্মরত বীরভূমের এক যুবককে গ্রেফতার করেছে কাঁথি থানার পুলিশ।

বুধবার : সংসদের শীতকালীন অধিবেশন লাটে উঠেছে এসআইআর

নিয়ে আলোচনা চেয়ে বিরোধীদের হট্টগোলে। দাবী মেনে সংসদীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু জানিয়েছেন, সোমবার বন্দে মাতরম নিয়ে আলোচনার পর মঙ্গলবার আলোচনা হবে এসআইআর নিয়ে।

বৃহস্পতিবার: সিঙ্গল বেঞ্চের রায় খারিজ করে ৩২ হাজার প্রাথমিক

শিক্ষকের চাকরি বহাল রাখলো কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। বিচারকরা বলেছেন পরিকল্পিত দুর্নীতি এখনও প্রমাণ করতে পারে নি তদন্ত। তদন্ত চলছে বলে চাকরি খেয়ে বিপদে ফেলা যায় না।

শুক্রবার: চার বছর পর ফের দিল্লির পালাম বিমানবন্দরে পা

রাখলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। প্রথা ভেঙে তাঁকে স্বাগত জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই সফর তাৎপর্যপূর্ণ কারণ এর মধ্যে ঘটে গিয়েছে আমেরিকার শুল্কযুদ্ধ, পুলয়ামা হামলা ও অপারেশন সিঁদুর।

সবজান্তা খবরওয়ালা

সব সমস্যাকে পিছনে ফেলে প্রকট ধর্মীয় মাতামাতি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০১১ সালে যখন পশ্চিমবঙ্গের দীর্ঘ ৩৪ বছরের বাম অপশাসনের পরিবর্তন করে তৃণমূল কংগ্রেসের নতুন সরকার গঠিত হয়েছিল তখন মানুষ আশায় বুক বেঁধেছিল যে, রাজ্যে সামগ্রিক উন্নয়ন তথা কর্মসংস্থানের নতুন দিগন্ত খুলতে চলেছে। বাম অপশাসনের পূর্বে সারা বাংলা জুড়ে নৈরাজ্য, পুলিশি অত্যাচার, বেকারত্ব, শিল্প কলকারখানা স্থাপন না হওয়া, অপসংস্কৃতির কারণে বাংলার মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে ৩৪

বছরের বাম শাসনকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে নতুন সরকার গঠন করেছিল। ১৫ বছর হতে চলল পরিবর্তনের সেই তৃণমূল কংগ্রেস সরকার চালাচ্ছে। কিন্তু রাজ্যে সে অর্থে কোন নতুন করে কলকারখানা–শিল্প গড়ে ওঠেনি। কর্মসংস্থানের কোন দিশা নেই। শিক্ষক নিয়োগ দূরের কথা যে সমস্ত শিক্ষক চাকরি পেয়েছিল তারা যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও অযোগ্যদের যোগদানের কারণে সুপ্রিম আদালতের বিচারে পুনরায় বেকার হয়েছে। শিক্ষিত বেকাররা দীর্ঘদিন ধরে চাকরির আশায় রাস্তায় দিন গুনছে। কয়লা, বালি, গরু, শিক্ষা, রেশন সহ সব ক্ষেত্রেই অসাধু পন্থার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। শাসকদলের নেতা, মন্ত্রী, বিধায়করা বারবার বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছেন। অথচ আদালত কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে দায়িত্ব দিলেও তারা তদন্ত করে বাংলার কলঙ্ক মোচনে আগ্রহ দেখাচ্ছে না। ক্রমশঃ দমবন্ধ করা পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে রাজ্যজুড়ে। বেকারত্বের কোন স্থায়ী সমাধান আজও খুঁজে পাওয়া যায়নি। এখনও পর্যন্ত কোনো অভিযুক্তই সাজা পায়নি। সাধারণ ঘরের যুবক–যুবতিরা রাস্তায় নেমে পড়েছে। অর্থসংকটে ভুগতে শুরু করেছে বাংলা। রাস্তাঘাট সহ পরিকাঠামো দিনের পর দিন ভেঙে পড়ছে। অবনতি ঘটছে আইন শৃঙ্খলের। শাসক বিরোধী দুপক্ষই রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে ব্যস্ত। যেন ফিরে আসছে বাম আমলের শেষসময়।

এর মধ্যে ৪ মাস পরে আসছে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে যখন মানুষের সমস্যার ইস্যুগুলোই প্রধান হওয়ার কথা ছিল তখন কর্মসংস্থান ও রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নের দাবিকে ছাপিয়ে ধর্মীয় মাতামাতি প্রকট হয়ে উঠেছে। মুখ্যমন্ত্রী কয়েকদিন আগে ১৫ বছরের কাজের খতিয়ান প্রকাশ করেছেন, কিন্তু সেসব চলে গিয়েছে আড়ালে। এখন শুধুই ধর্মীয় ভাবাবেগ জাগিয়ে তোলার উন্মাদনা। শাসক দল ভাবছে সংখ্যালঘু ভোট যেন হাত থেকে বেরিয়ে না যায় আর বিরোধী দল সংখ্যাগুরু ভোটকে এক করতে মরিয়া। এইভাবে যদি ধর্ম নিয়ে মাতামাতি চলতে থাকে এবং রাজ্যের মানুষরা ধর্মীয় মেরুকরণের শিকার হয়ে পড়েন তাহলে বিধানসভা নির্বাচনের সন্ত্রাস নিয়ে রাজ্যের মানুষ চিন্তিত। ৭ ডিসেম্বর হিন্দু সনাতনীরা ব্রিগেডে আয়োজন করেছে ৫ লক্ষ কণ্ঠের গীতাপাঠ। যা নিয়ে সারা রাজ্যে যথেষ্ট উন্মাদনা তৈরি হয়েছে। বিভিন্ন আশ্রম, মঠ ও মিশনের সাধু সন্ন্যাসীরা এই গীতা পাঠের উদ্যোগে সামিল। অন্যদিকে, ঠিক বিধানসভা নির্বাচনের আগে মুর্শিদাবাদের ভরতপুরের শাসকদলের বিধায়ক হুমায়ুন কবির উঠে পড়ে লেগেছেন বাবরি মসজিদ তৈরি করতে। ভোট বড় বালাই। হুমায়ুনের এই উদ্যোগে সংখ্যাগুরু ভোট হারাবার ভূত দেখছে শাসকদল। শাসক দল ইতিমধ্যেই হুমায়ুনকে দল থেকে বহিষ্কার করে দিয়েছে। এনিয়ে রাজ্য রাজনীতি এখন উত্তাল। ঠিক ভোটের প্রাক্কালে হুমায়ুন কবিরের এই বিতর্কিত বাবরি মসজিদ স্থাপনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতিতে একটা ধর্মীয় মেরুকরণ তীব্র হতে চলেছে। হুমায়ুন কবীর বলেই দিয়েছেন, তিনি ১৩৫ টা আসনে পৃথক দল করে লড়বেন। অনেকের মতে, তার এই নতুন দল গঠনে তাঁকে পেছন থেকে সহযোগিতা করছে বেশ কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। অন্যদিকে যত দিন যাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের সংখ্যালঘু ভোট ব্যাঙ্ক দুর্বল হচ্ছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। অনেক সংখ্যালঘু ধর্মীয় নেতারাই শাসকদলের থেকে মুখ ফেরাচ্ছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

এসআইআর–এ প্রাণপণ চেষ্টা কমিশনের

কলকাতায় বাদ প্রায় ৬ লক্ষ ভোটার

বরুণ মণ্ডল : শেষ প্রকাশিত ভোটার তালিকার তুলনায় দক্ষিণ ও উত্তর কলকাতা মিলিয়ে ৫,৯১,২২০ জন ভোটারের নাম আগামী খসড়া তালিকায় বাদ যেতে চলেছে বলে নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর। এ রাজ্যের ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের ১৬ ডিসেম্বরের খসড়া ভোটার তালিকায় ২৩ কলকাতা দক্ষিণ লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত ৭ বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার তালিকা থেকে এখনই মোট ২,৭৫,৪৭৫ জন ভোটারের নাম বাদ যাচ্ছে বলে কমিশন সূত্রে খবর। গত তালিকার নিরিখে ১৪৯ কসবা বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার তালিকা থেকে ৩৩,৯০৫ জন, ১৫৩ বেহালা পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বাদ যাচ্ছে ২৩,৮৯৭ জন, ১৫৪ বেহালা পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্র থেকে ৩১,২৮০ জন ভোটারের নাম বাদ যেতে চলেছে বলে খবর। আবার ১৫৮ কলকাতা বন্দর কলকাতা থেকে ৫২,৪৫২ জন, ১৫৯ ভবানীপুর(মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিধানসভা কেন্দ্র) থেকে খসড়া ভোটার তালিকায় বাদ যাচ্ছে ৪১,৪৯৫ জন ভোটারের নাম। ১৬০ রাসবিহারী ও ১৬১ বালিগঞ্জ থেকে বাদ যাচ্ছে যথাক্রমে ৩৮,৩১৮ ও ৫৪,১২৮ জন ভোটার। এর মধ্যে রয়েছে ৬.১০% মৃত, স্থায়ীভাবে চলে যাওয়া, খুঁজে না পাওয়া, ডুপ্লিকেট এবং ফর্ম পেয়েও জমা না দেওয়া ভোটারের নাম। অন্যদিকে, ২৪ কলকাতা উত্তর লোকসভা কেন্দ্রের বর্তমান ভোটার তালিকা থেকে ৩,১৫,৭৪৫ জন ভোটারের নাম ভোটার তালিকায় থাকবে না বলে জানা গিয়েছে। তবে আগামী ৩–৪ দিনে উপরিউক্ত সংখ্যাগুলি কিছুটা বাড়বে বলে জানিয়েছে কমিশন।

তবু বঙ্গে সাফল্য নিয়ে ধন্দ চরমে

শক্তি ধর

২০২৩ সালের জুলাই মাসে 'গণতন্ত্রের অশ্রুপাত' ধারাবাহিকের প্রথম কিস্তিতে জানিয়েছিলাম গণতন্ত্রের প্রথম সিঁড়ি ভোটার লিস্টটাই শ্যাওলা পড়ে কেমন পিচ্ছিল হয়ে আছে। এমন সিঁড়িতে উঠতে গিয়ে গণতন্ত্রের হড়কে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। তখন অবশ্য এসআইআর–এর নাম গন্ধও ছিল না। দীর্ঘদিন বাংলার নির্বাচনের গতি প্রকৃতি দেখে অহেতুক বাগযুদ্ধে গরম করে তুললো হাওয়া। দমবন্ধ পরিস্থিতি সৃষ্টি করল গুজব, অপপ্রচার। একটা নিরীহ সরকারি কাজ পর্যবসিত হল মিটিং, মিছিল, বিক্ষোভ, ধর্ণা, পুলিশি ধরপাকড়ে। ভয়ে পালাতে লাগলো অনুপ্রবেশকারীরা, অসুস্থ হতে লাগলেন বিএলও–রা। মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিতে হল কমিশনকে। এসবের মাঝে বাংলার বিএলওরা কমিশনের হাতে যেসব তথ্য তুলে দিল তার অভিঘাত যে সুদূরপ্রসারি তার প্রমাণ দিতে শুরু করেছে কমিশন।

হাতে গরম অভিজ্ঞতা তুলে ধরার চেষ্টা ছিল ওই ধারাবাহিকে। তবে মাত্র দুবছরের মধ্যে এসআইআর করে নির্বাচন কমিশন সেইসব অভিজ্ঞতা খাতায় কলমে যে প্রমাণ করে দেবে তা সত্যিই আন্দাজ করতে পারি নি।

বিহার ধরলে এই পর্বে ১৩ টি রাজ্যে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় পরিমার্জন বা স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিশন চলছে। কিন্তু এ নিয়ে বাংলা যা করে দেখাচ্ছে তার কোনো তুলনা নেই। কথা ছিল সাংবিধানিক প্রথা মেনে নির্বাচন কমিশন, রাজ্য প্রশাসন ও রাজনৈতিক দলগুলি মিলে জনগণকে স্বচ্ছ ভোটার তালিকা উপহার দেবে, অথচ যতদিন গেল এসআইআর বাংলায় এক নৈরাজ্যের জন্ম দিল। রাজনৈতিক দলগুলো রাজনৈতিক চাপের মুখে বাংলার বিএলওরা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল এ রাজ্যে আরও অনেক সক্রিয় হতে হবে কমিশনকে।

এই বার্তা পেয়েই নির্বাচন কমিশন খোঁচা খাওয়া বাঘের মত বাংলায় নেমে পড়েছে অবৈধ ভোটার শিকারে। প্রাণপণ চেষ্টা করছে বাংলার ভোটের দুর্বল স্পটগুলোকে চিহ্নিত করতে। নিয়োজিত হলেন পর্যবেক্ষকদল। একের পর এক নির্দেশের খাঁড়া নেমে এল নির্বাচন কর্মীদের উপর। রাজনৈতিক আক্রমণের হাত থেকে বাঁচতে সিইও অফিসকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত পাকা হয়ে গিয়েছে যেখান থেকে নির্বিঘ্নে পরিচালিত হবে আগামী ভোট।

এরপর পাঁচের পাতায়

উদ্বেগ বাড়ছে মতুয়াদের

কল্যাণ রায়চৌধুরী : মতুয়া সম্প্রদায়ের একাংশের অভিযোগ, সিএএ–র মাধ্যমে নতুন নাগরিকত্বের জন্য আবেদন জানিয়েছেন অনেকেই। কিন্তু বছরের পর বছর ধরে ঝুলে রয়েছে সেই আবেদন। এরই মধ্যে এসআইআর প্রক্রিয়ার সূচনা হয় পশ্চিমবঙ্গে। এর ফলে তাদের মধ্যে বাড়ছে ভোটাধিকার থেকে বাদ পড়ার আশঙ্কা। এর পরিপ্রেক্ষিতে সর্বভারতীয় মতুয়া মহাসঙ্ঘের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক তথা শিক্ষক মহীতোষ বৈদ্য তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'এস আই আর–এর বর্তমান যে পরিস্থিতি, তাতে মতুয়া সহ বাঙালি যেসব হিন্দু উদ্বাস্তু আছেন, বিশেষ করে যাদের ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে নাম নেই বা বাবা–মায়ের নাম নেই, তাদের ক্ষেত্রে এসআইআর পর্বে শুনানির পর ক'জনের নাম থাকবে এটা নিয়ে অনেক সংশয় আছে। যে পরিপ্রেক্ষিতে বহু মানুষ নাগরিকত্বের আবেদন করেছেন বা শংসাপত্র পেয়েছেন, তারাও অনেকটা ধন্ধে রয়েছেন। কারণ এই এসআইআর পর্বে তাদের আবেদন কতটা কার্যকর হবে বা কার্যকর হওয়ার পরে তাদের নাম থাকবে ভোটার লিস্টে, তাও নিশ্চিত নয়। এই পরিস্থিতিতে একটি সংগঠন উচ্চ আদালতে একটি মামলা করে এবং তাদের হয়ে সংগঠনটি আদালতে এসআইআর পর্বে এইসব মানুষের নামগুলো ভোটার তালিকায় তুলে দেওয়ার জন্যে আবেদনও করে। এক্ষেত্রে হাইকোর্ট জানায় যে তারা হিন্দু–মুসলিম–খ্রীস্টান–বৌদ্ধ–জৈন কোনও ধর্মের ভিত্তিতে পৃথকীকরণ করতে পারেন না। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার সরাসরি বিবৃতি দিক। এবং সিএএ–র মাধ্যমে যে সমস্ত নাগরিকত্ব প্রদানের আবেদন করা হয়েছে সেগুলো যাচাই, বাছাই করার কথা বলেছেন উচ্চআদালত। আদালতের পরামর্শ।

এরপর পাঁচের পাতায়

মুখ্যমন্ত্রীর বন্যাতত্ত্ব উড়িয়ে পর্যটনে ডিভিসি

সুকন্যা পাল : 'যে রাঁধে, সে চুলও বাঁধে।' চিরায়ত এই বাংলা প্রবাদটি কখনও কখনও কতই না প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে ডিভিসির অঙ্গে কলেবরে।

এবার হোক তবে একটা বিগ ব্রেকিং অ্যানাউন্সমেন্ট। তাহলে শুনুন মহাশয়–মহাশয়া, দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন অর্থাৎ ডিভিসি এবার থেকে পর্যটন শিল্পেও পুঁজি নিবেশ করতে চলেছে এবং তা খুব শীঘ্রই।

সারা ভারতবর্ষ এতদিন শুনে এসেছে, দামোদর নদের বুকে বৃহৎ বৃহৎ জলাধার নির্মাণ করেছে ডিভিসি। এখানেই থেমে থাকেনি ডিভিসির পদযাত্রা। কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন এই সংস্থাটি জলবিদ্যুৎ এবং তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রেও দেশের পূর্বাঞ্চলে এক অন্যতম পথিকৃৎ। ১৯৪৮ সালের ৭ জুলাই ভারতীয়

গণপরিষদের একটি আইন বলে (ধারা নং XIV ১৯৪৮) ডিভিসি গঠিত হয়েছিল। আমেরিকার টেনেসি ভ্যালি অথরিটির আদলে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন গড়ে ওঠে। দেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু, পশ্চিমবঙ্গের সমসাময়িক মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় ও বিহারের সেই সময়কার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিনহার ত্রয়ী উদ্যোগে এই প্রকল্প গড়ে উঠেছিল। প্রথম দিকে ডিভিসির মূল উদ্দেশ্য ছিল বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ, পরিবেশ সংরক্ষণ, বনসৃজন এবং ডিভিসি প্রকল্পের পরিচালনাধীন এলাকার বসবাসকারী মানুষদের আর্থ–সামাজিক উন্নতি। বিগত কয়েক দশক যাবৎ বিদ্যুৎ উৎপাদনে ডিভিসি অত্যধিক মনোনিবেশ করলেও বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং সেচ ব্যবস্থায় এই সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথা সমগ্র দেশ এক কথায় মেনে নিয়েছে। ডিভিসির নির্মিত তিলাইয়া, মাইথন ও পাঞ্চেতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র রয়েছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

সমস্যায় জর্জরিত শুশুনিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি : শুশুনিয়া পাহাড় নামটি ভারতবর্ষের পর্যটন মানচিত্রে একটি উজ্জ্বল পর্যটন কেন্দ্র। এই শুশুনিয়া পাহাড়ের মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশের টানে সারা বছর ধরে ভিড় জমিয়ে থাকেন দেশ–বিদেশের পর্যটকরা। আর এই শুশুনিয়া পাহাড়ের পাদদেশে ছোট্ট গ্রাম আগয়া। এই গ্রামের শেষ প্রান্তে রয়েছে গন্ধেশ্বরী নদী। আগয়া গ্রামটি একটি শুশুনিয়ার গুরুত্বপূর্ণ স্থান। এই গ্রামের শেষ প্রান্তে যে সেতু আছে, এই সেতু গঙ্গাজলঘাটি এবং ছাতনা ব্লকের মানুষজনকে পৌঁছে দেয় দুই প্রান্তে। এই সেতুটি প্রায় ভগ্নপ্রায় অবস্থায়, ব্রিজের ওপর

দিয়ে নিত্যদিন যাতায়াত করতে হয়। দীর্ঘদিনের পুরানো ব্রিজের উপরিভাগ সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়েছে। প্রতি বছরেই বর্ষায় ব্রীজের ওপর দিয়ে জল বয়ে চলে তখন সম্পূর্ণভাবে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে পার্শ্ববর্তী গ্রাম বা অঞ্চলগুলি। ব্রিজের বিভিন্ন অংশে ফাটল ধরেছে কিন্তু প্রশাসনের তরফে কোন সতর্কতা জারি বা নির্দেশিকা জারিও করেননি।

এরপর পাঁচের পাতায়

সকলের সহযোগিতায় দ্রুত পূর্ণতা পাক গুপ্ত বৃন্দাবন

কুনাল মালিক

বাওয়ালি। মুঘল আমলের সুবে বাংলার সরকার সাতগাঁ–র অধীনস্থ বালিয়া–পরগনার একটি সমৃদ্ধ মৌজা গ্রাম। আজ থেকে প্রায় ৪০০ বছর আগে তদানীন্তন দক্ষিণবঙ্গের 'নব বৃন্দাবন' বা 'গুপ্ত বৃন্দাবন' নামে খ্যাত বাওয়ালি ছিল আভিজাত্যের আরেক নাম। বর্তমানে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ ২ নম্বর ব্লকের বাওয়ালিকে বাংলা তথা ভারতের মধ্যে এক বিখ্যাত প্রায় তীর্থ নগরে রূপায়িত করার রূপকারগণ সেই বাওয়ালির জমিদার বর্গ ছিলেন তৎকালীন সময়ে শৌর্য বীর্য প্রথা প্রতিপত্তি ও আভিজাতীয় গৌরবে গৌরবান্বিত মণ্ডল পদবিধারী এক মাহিষ্য পরিবার। মণ্ডল জমিদারদের দোর্দন্ডপ্রতাপ প্রতিপত্তির বহিঃপ্রকাশের মধ্যেও তাদের হৃদয় অন্তরের ধর্মীয় ভাবনার প্রতিফলনে বাওয়ালি অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল বিশাল বিশাল আকাশচুম্বি কারুকার্য ও সৌন্দর্যমণ্ডিত মন্দিররাজি যা সারা ভারতের মানুষকে আকর্ষণ করে আনতো। তৎকালীন সময়ে বাওয়ালিতে এক স্থানে স্থাপিত রাধাকান্ত জিউ, লক্ষ্মীনারায়ণ জিউ, লক্ষ্মী জনার্দন জিউ, রাধা বল্লভ জিউ, গোপাল জিউ, গিরিধারী জিউ, রাধা শ্যামসুন্দর জিউ, রাধা মদন মোহন জিউ, শ্রী রাজরাজেশ্বর জিউ ও শিব মন্দির,

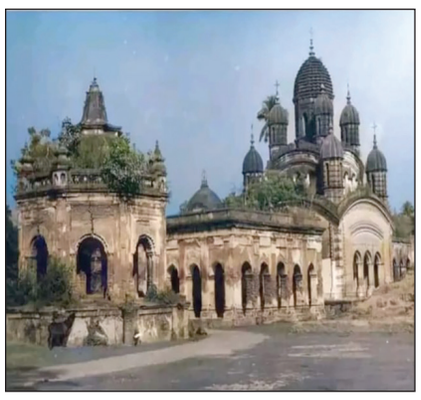

মা চণ্ডীমাতার মন্দির, জগন্নাথ জিউ, বলরাম জিউ আরো শালগ্রামশীলা মূর্তি প্রভৃতির মন্দিরসমূহ এবং বৃন্দাবন ধামে আয়োজিত উৎসবের মত বাওয়ালিতে সারা বছরব্যাপী অনুষ্ঠিত হত বনগোষ্ঠ, রাস, জন্মাষ্টমী, ঝুলন, হোলি প্রভৃতি নানাবিধ উৎসবমুখর বাওয়ালিকে নব বৃন্দাবন বা গুপ্ত বৃন্দাবন নামে আখ্যায়িত করেছিল। কিন্তু কালের গহবরে এই সমস্ত প্রাচীন মন্দিরগুলি রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কারের অভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে পড়েছিল। জমিদার প্রথা বিলুপ্ত হবার পর অনেকেই বাওয়ালি থেকে অন্যত্র চলে যান। ঠিক মতো এই সমস্ত প্রাচীন মন্দিরগুলির দেখাশোনা হচ্ছিল না। অধিকাংশ মন্দিরগুলি ক্রমে ক্রমে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল এবং জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে পড়েছিল। ২০০৯–১০ সালে এই বাওয়ালি গুপ্ত বৃন্দাবন ধামে নজর পড়ে এক শিল্পপতির। স্থানীয় গ্রামবাসীরা জানাচ্ছেন, যে ওই স্থানকে ব্যবসায়িকভাবে পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন ওই শিল্পপতি। তখন বাওয়ালি মন্দির উন্নয়ন কমিটি নামে একটি সংগঠন গড়ে সংগঠনের বর্তমান সম্পাদক এবং অন্যতম কর্ণধার সুমন পাড়ুই গ্রামের মানুষদের সহযোগিতায় এই বিষয়টিতে বাধা দেন। সুমন পাড়ুই জানান, আমরা চেয়েছিলাম যে বাওয়ালির যে প্রাচীন ঐতিহ্য এবং গুপ্ত বৃন্দাবন ধামকে সংস্কার করে একটা তীর্থক্ষেত্র হিসেবে গড়ে তুলতে। এ ব্যাপারে গ্রামের মানুষজন সম্পূর্ণভাবে আমাদের সহযোগিতা করেন। পরবর্তী সময়ে যে গোপীনাথ জিউর মন্দিরে সমস্ত বিগ্রহগুলির নিত্য পূজা হত সেই মন্দির সংস্কারের জন্য যখন প্রায় ৩ লক্ষ ৭০ হাজার টাকার প্রয়োজন হয়, মণ্ডল জমিদারার সেই অর্থ সম্পূর্ণভাবে ব্যয় করতে না পারায় এক শিল্পপতি এগিয়ে আসেন মহেশতলা এলাকার, যিনি প্রায় ১ লক্ষ টাকা সহযোগিতা করেছেন। পরবর্তী সময়ে ওই শিল্পপতি যখন আর সহযোগিতা করতে পারছিলেন না এবং জমিদাররাও হাত তুলে নিয়েছিলেন তখন গ্রামের মানুষরা ঝাঁপিয়ে পড়েন এই মন্দিরকে এবং প্রাচীন গুপ্ত বৃন্দাবনকে সংস্কার করার কাজে। সেই সময় অর্থাৎ ২০১৯ সাল থেকে নতুন উদ্যমে বাওয়ালি মন্দির উন্নয়ন কমিটি মন্দির সংস্কারের কাজ শুরু করে নতুন ভাবে। সেই সময় থেকে গত ৭ বছর ধরে ধুমধাম করে গুপ্ত বৃন্দাবন ধামে দোলযাত্রা উৎসব পালিত হচ্ছে। যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ অংশগ্রহণ করেন। ইতিমধ্যেই ৪টি প্রাচীন মন্দির সংস্কার করা হয়ে গেছে। বাওয়ালি উচ্চ বিদ্যালয়ের পিছনের মাঠে যে রাস মন্দির বা রাসমঞ্চ ছিল সেটা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল তার ও সংস্কার শুরু হয়েছে তৎপরতার সঙ্গে। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর পদধূলি ধন্য পূর্বের বাওয়ালি গুপ্ত বৃন্দাবন ধামের সঙ্গে বর্তমান গুপ্ত বৃন্দাবন ধামের আমূল পরিবর্তন হয়েছে। গোপীনাথ জিউর মন্দিরে যেখানে প্রাচীন বিভিন্ন বিগ্রহগুলি সংগৃহীত আছে। সেখানে সকাল সন্ধ্যায় নিত্যপূজা ভোগ নিবেদন সন্ধ্যা আরতির ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং প্রতি রবিবার সন্ধ্যায় গীতা পাঠের আসর বসছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

কাজের খবর

অর্থনীতি

সাহেবরা কি যাবে ছুটিতে?

সঞ্জয় দত্ত
শেয়ার বাজার বিশেষজ্ঞ ও
মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটর

শেয়ার বাজারের ইতিহাসে প্রত্যেক বছর কম বেশি যেটা দেখা যায় যে সাহেবরা ছুটিতে যাওয়ার জন্য ডিসেম্বর মাসে যা পজিশন থাকে সেগুলো হালকা করে নেয় এবং প্রফিট বুক করে। এই বছরেও যে তা অন্যরকম হবে না সেই ইঙ্গিত শুরু হয়ে গিয়েছে। এখন বিষয়টা হচ্ছে বাজার এখন উপরে যাবে না কিংবা ধীরে ধীরে নিচের দিকে আসবে কিংবা একটা রেঞ্জ তৈরি করে তার মধ্যে থাকবে তখন সেটাকে কার্যকরী করে তোলার জন্য অনেকগুলো ফ্যাক্টর একসাথে জড়ো হয়। এই মুহূর্তে যেমন রয়েছে আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তির অনিশ্চয়তা, রুশ তেলের আমদানি কমার প্রবণতা, টাকা নতুন ভাবে তলানিতে এবং ডলার ৯০ স্পর্শ করল, রিজার্ভ ব্যাংকের সুদের হার কমানো নিয়ে সংশয়ের সাথে বিদেশি লগ্নী সংস্থার শেয়ার বিক্রি তো আছেই। এই মুহূর্তে যখন লিখছি অর্থাৎ বুধবার তখন ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ সূচক নিফটি ২৫,৯০০ এর কাছাকাছি এবং আজকেই ২৬ হাজার ব্রেক করেছে এরকম পরিস্থিতিতে ২৫,৮০০ একটা ভালো সাইকোলজিক্যাল লেবেল যার নিচে ২৫,৫০০ যেটা এই মাসে ব্রেক করা কঠিন বলেই আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে। উপরের দিকে গেলে বারেবারে সেলিং আসার সম্ভাবনা এবং যতক্ষণ না ২৬ হাজারের উপর বন্ধ হচ্ছে এবং আরো ভালোভাবে বলতে গেলে ২৬,২০০ এর উপর বন্ধ হচ্ছে ততক্ষণ বারবার এই ঘটনা ঘটবে। এখন দেখা যাক, বাজার ডিসেম্বর মাসের যে ঐতিহাসিক ট্রেন্ড থাকে সেটাকে উপেক্ষা করে উপরে যেতে পারে কিনা।

মার্চেন্টস চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি–এর পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিত হল বাংলাদেশ সরকারের ভারতের হাই কমিশনার হি.ই.মি.এম রিয়াজ হামিদুল্লাহ–এর সঙ্গে এক বিশেষ সভার আয়োজন করা হয়। তিনি বলেন, বিগত ১০ মাসে ভারত–বাংলাদেশ বাণিজ্য ১২% বৃদ্ধি পেয়েছে এমনটাই উঠে এসেছে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তথ্য থেকে।

রেলে ৪,১১৬ অ্যাপ্রেন্টিস

নিজস্ব প্রতিনিধি, নয়াদিল্লি : উত্তর রেলের বিভিন্ন ডিভিশনে অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে ৪,১১৬ জন লোক নেওয়া হচ্ছে।

কোনো স্বীকৃত পর্ষদ বা, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মোট অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক পাশ ছেলেরা এ এন.সি.ভি.টি.র অনুমোদিত আই.টি.আই. থেকে সংশ্লিষ্ট ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে সংশ্লিষ্ট ট্রেডের জন্য আবেদন করতে পারেন। সংশ্লিষ্ট ট্রেডে আই.টি.আই. কোর্স পাশ না হলে আবেদন করবেন না। বয়স হতে হবে ২৪–১২–২০২৫–এর হিসাবে ১৫ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.রা ৩ বছর, শারীরিক প্রতিবন্ধীরা ১০ (তপশিলী হলে ১৫, ও.বি.সি. হলে১৩) বছর আর প্রাক্তন সমরকর্মীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। সব ট্রেডই, ১ বছরের। কোন ট্রেডে ক'টি শূন্যপদ তা মূল বিজ্ঞপ্তিতে পাবেন। শূন্যপদ: ক্লাস্টার লখনৌ ডিভিশনে: ১,৩৯৭টি। ক্লাস্টার দিল্লিতে –১,১৩৭টি। ক্লাস্টার ফিরোজপুরে ৬৩২টি। ক্লাস্টার আম্বালাতে ৯৩৪টি।

ক্লাস্টার মোরাদাবাদে ১৬টি। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: RRC/NR/05/2025/ Act Apprentice, Dated 18.11.2025.

১৯৬১ সালের অ্যাপ্রেন্টিস আইন ও ১৯৬২ সালের অ্যাপ্রেন্টিস, নিয়মানুযায়ী ট্রেনিং। তখন স্টাইপেন্ড পাবেন। হস্টেল নেই। ট্রেনিং শেষে চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

মাধ্যমিকে পাওয়া নম্বর দেখে ও আই.টি.আই. কোর্স পাশের সার্টিফিকেট ও অন্যান্য প্রমাণপত্র দেখে প্রাথমিকভাবে বাছাই প্রার্থীদের শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে। কোনো লিখিত পরীক্ষা বা ইন্টারভিউ হবে না। উচচ শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকলে বাড়তি কোনো সুযোগ পাবেন না। মোট শূন্যপদের ১.২৫ গুণ প্রার্থীকে ডাকা হবে। মেধা তালিকা বেরোবে ফেব্রুয়ারিতে। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে: www.rrcnr.org এজন্য বৈধ একটিই–মেল আইডি থাকতে হবে। প্রথমে পাশপোর্ট মাপের ফটো, সিগনেচার ও লেফট থাম্ব ইমপ্রেশন জে.পি.ই.জি. – ফর্ম্যাটে স্ক্যান করে নেবেন। এছাড়াও বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, কাস্ট সার্টিফিকেট স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। এবার ফটো, সিগনেচার ও অন্যান্য স্ক্যান করা প্রমাণপত্র আপলোড করবেন। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ১০০ টাকা অনলাইনে জমা দেবেন। টাকা ডেবিট – কার্ড, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং বা, ক্রেডিট কার্ডে জমা দেবেন। তপশিলী, প্রতিবন্ধী ও মহিলাদের ফী লাগবে না।

টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

জেনে রাখা দরকার

ভারতীয় চিত্রকলা

দেশের ইতিহাস সম্পর্কে আমরা বহুলাংশে অজ্ঞ। ইতিহাসের ধারাবাহিকতা এদেশে অনেকাংশেই উদ্ধার করা যায়নি। এসত্বেও ভারতীয় চিত্রকলার শুরু আদিম মানুষের গুহাচিত্র থেকেই। হোসনাবাদ, মির্জাপুর বা ভীমবেটকা প্রভৃতি স্থানের প্রস্তরচিত্রগুলি এর নিদর্শন। প্রস্তর যুগের (১৫,০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) চিত্রকলা অন্যান্য দেশে পাওয়া গিয়েছে। ভারতীয় চিত্রকলার ইতিহাস হয়তো তত পুরনো নয়। তবে হয়তই। কারণ একথা আজ সর্বজনস্বীকৃত যে আদিম মানুষের চিন্তাচেতনা বহুযুগ পরের সমাজব্যবস্থাতেও ছাপ রেখেছে। সুতরাং ভারতীয় চিত্রকলার ওপরেও এই প্রাচীন চিত্ররীতির ছাপ পড়েছে তা বলাইবাহুল্য। স্পেনের আলতামিরা বা ফ্রান্সের লাসকক্সের মতো অসাধারণ, প্রাচীন গুহাচিত্র এদেশে দেখা না গেলেও ভারতীয় চিত্ররীতি তারই উত্তরাধিকার বহন করছে। এদেশে সিন্ধু সভ্যতাই আধুনিক নগর সভ্যতার প্রাচীনতম নিদর্শন। কিন্তু এই ধ্বংসাবশেষে শিল্পকলার বিশেষ কোনো নিদর্শন পাওয়া যায়নি। প্রাচীন ক্রিট–এ, ইজিয়ান সভ্যতায়, মৃৎপাত্র ও দেওয়াল চিত্রের শিল্পরীতির মধ্যে সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা গিয়েছে। সিন্ধুসভ্যতায় মৃৎপাত্র গঠনের শিল্পরীতি যথেষ্ট উন্নত ছিল। কিন্তু দেওয়াল চিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়নি। তবে ক্রিটের অভিজ্ঞতা থেকে আন্দাজ করা যেতে পারে যে সিন্ধুসভ্যতায় দেওয়াল চিত্রের প্রচলন ছিল। সিন্ধুসভ্যতার মৃৎপাত্রগুলির শিল্পরীতিতে বিমূর্তভাব ও চেতনা এক অসাধারণ ছন্দে প্রকাশ লাভ করেছে। অজন্তার চিত্রকলার সৃষ্টি হয় খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী থেকে খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে কোনো এক সময়ে, সম্ভবত সপ্তম শতাব্দীতে ক্ষমাশীল বুদ্ধের বাণী বহন করছে এই চিত্রকলাগুলি। গৌতম বুদ্ধ পৃথিবীর সকল জীবের প্রতি মানুষের রক্ষাকর্তার ভূমিকা সম্বন্ধে অনুশাসন ব্যক্ত করেছিলেন। সমস্যা–জর্জরিত মানবজাতির উদ্ধারকল্পে তিনি নির্বাণ ত্যাগ করে জাতক হয়েছেন এবং বারে বারে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেছেন। তাঁর এই জাতক বা পুনর্জন্ম, মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। হরিণ, হাতি, রাজহাঁস প্রভৃতি পশুপাখিও এর মধ্যে স্থান পেয়েছে। অজন্তার চিত্রকরেরা এই জাতকের কাহিনিকেই সূক্ষ্ম ও বৈচিত্র্যপূর্ণ রং ও রেখায় গুহার প্রাচীরগাত্রে মূর্ত করে তুলেছেন। পরিবেশ এবং প্রকৃতি তার সবটুকু রূপরস নিয়ে যেন অজন্তার গুহাচিত্রে অবস্থান করছে। তুলি ও ছেনিতে প্রকাশিত হয়েছে শান্তির সুললিত বাণী। এশিয়ায় চিত্রকলা ও প্রাচীর–ভাস্কর্যের সূত্রপাত হিসেবে পরিগণিত হয় অজন্তা রীতি। এই রীতি তার আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। এই রীতি আমরা দেখতে পাই শ্রীলঙ্কার সিগিরিয়া, আফগানিস্তানের বামিয়ান, চীন, কোরিয়া এবং জাপানের হোরিয়ুজি–তে। ইলোরার স্তম্ভে ব্যবহৃত হয়েছে প্রাকৃতিক রং, প্রধানত লাল ও কমলার বিভিন্ন মাত্রা বা শেড। খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দী নাগাদ ভারতীয় চিত্রকলার ষড় অঙ্গ গড়ে ওঠে। বাৎসায়ন তাঁর কামসূত্র গ্রন্থে চিত্রকলার এই ৬ টি নীতি বিবৃত করেন। এগুলি হল– রূপভেদ (বহিরাকৃতি সম্পর্কে ধারণা), প্রমাণম (আকৃতিগত জ্ঞান), ভাব (অনুভূতি), লাবণ্য, সাদৃশ্য এবং বর্ণিকাভঙ্গ (তুলি ও রঙের শৈল্পিক ব্যবহার)। ষড় অঙ্গ গড়ে ওঠার পরবর্তী সময়ে বৌদ্ধ শিল্পীরা এই চিত্ররীতি মেনে চলতেন। ভারতে প্রাচীরচিত্র এবং ভাস্কর্যের রীতি আমরা উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে দেখতে পাই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, চালুক্য বাদামি (ষষ্ঠ শতাব্দী), পল্লব পানামালাই (সপ্তম শতাব্দী), পান্ড্যন সিত্তানাভাসাল (নবম শতাব্দী), চোল তাঞ্জোর (দ্বাদশ শতাব্দী), বিজয়নগরের লেপাক্ষী (ষোড়শ শতাব্দী) এবং গত শতাব্দীর মধ্যভাগে কেরালার প্রাচীন চিত্রসমূহ। ষোড়শ–অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে পশ্চিম–ভারতে আত্মপ্রকাশ করে মিনিয়েচার বা ক্ষুদ্রকায় চিত্রকলা। প্রথমে তালপাতায় এবং পরে কাগজের পাণ্ডুলিপিতে এই চিত্রকলার সন্ধান মেলে। ছোট ছোট ছবিতে পাণ্ডুলিপির বিষয় ব্যাখ্যা করাই ছিল এই চিত্রকলার উদ্দেশ্য। মিনিয়েচার ছাড়াও ভারতে আরও নানান চিত্ররীতির সন্ধান মেলে। প্রথমেই আসে মধুবনী চিত্ররীতির কথা। বিহারের মিথিলা অঞ্চলের উত্তরাদি–মঠের এই চিত্ররীতি বহু প্রাচীন। কিংবদন্তি হল, রামায়ণের আমলের এই চিত্ররীতি। রাজা জনক কন্যা সীতার সঙ্গে রামের বিবাহ উপলক্ষ্যে শিল্পীদের দিয়ে এই চিত্ররীতিতে ছবি আঁকিয়েছিলেন।

কলকাতা পুরনিগমে ১৩৯ নার্স

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: কলকাতা সিটি এন.ইউ.এইচ.এম. সোসাইটির অধীন স্বাস্থ্য দফতরে কাজের জন্য স্টাফ নার্স পদে ১৩৯ জন ছেলেমেয়ে নেওয়া হচ্ছে। ভারতীয় নার্সিং কাউন্সিল বা পশ্চিমবঙ্গ নার্সিং কাউন্সিল স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে জি.এন.এম. কোর্স পাশ হলে আবেদন করতে পারেন। বি.এসসি. নার্সিং কোর্স পাশরাও যোগ্য।

পশ্চিমবঙ্গ নার্সিং কাউন্সিলে নাম নথিভুক্ত থাকতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। বয়স হতে হবে ১–১–২০২৫–এর হিসাবে ৪০ বছরের মধ্যে। পারিশ্রমিক মাসে ২৫,০০০ টাকা। শূন্যপদ: ১৩৯টি (জেনাঃ ৩২, তঃজাঃ ৩৪, তঃউঃজাঃ ১০, ও.বি.সি.–এ ক্যাটেগরি ১৬, ও.বি.সি.–বি ক্যাটেগরি ৬, জেনাঃ প্রতিবন্ধী ১৮, জেনাঃ মেধাবী খেলোয়াড় ১৩)। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: 03/Kolkata City NUHM Society/2025-26. Dated: 17-11-2025.

প্রার্থী বাছাই হবে শিক্ষাগত যোগ্যতায় পাওয়া নম্বর দেখে। তারপর ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাকা হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতার জন্য থাকবে ৮৫ (উচ্চমাধ্যমিক ২০, নার্সিং যোগ্যতা ৫০, অভিজ্ঞতা ১৫) নম্বর আর ইন্টারভিউয়ের জন্য থাকবে ১৫ নম্বর। ইন্টারভিউয়ের সময় যাবতীয় প্রমাণপত্রের মূল ও প্রত্যয়িত নকল নিয়ে যাবেন। এরপর মেধা তালিকা তৈরি হবে। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ১২ ডিসেম্বরের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে :www.kmcgov.in আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

উত্তর দিনাজপুর জেলায় ১৩১ আশাকর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর দিনাজপুর: জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশনের অধীন উত্তর দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন ব্লকের উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে কাজের জন্য আশা কর্মী পদে ১৩১ জন তরুণী নেওয়া হচ্ছে।

মাধ্যমিক পাশ, মাধ্যমিক অনুত্তীর্ণ বিবাহিতা, বিধবা বা বিবাহবিচ্ছিন্না মহিলারা আবেদন করতে পারেন। উচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতার মহিলারা মাধ্যমিকের সার্টিফিকেট দিয়ে দরখাস্ত করতে পারবেন। বয়স হতে হবে সাধারণ প্রার্থীদের বেলায় ৩০ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। তপশিলীদের বেলায় বয়স হতে হবে ২২ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। সব ক্ষেত্রে বয়স গুণতে হবে ১–১–২০২৫–এর হিসাবে। প্রার্থীকে সংশ্লিষ্ট ব্লকের গ্রাম ও উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। গ্রেড (।) ১ ও গ্রেড–(।।) ২ স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যা, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধাই অথবা লিঙ্ক ওয়ার্কারগণ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় শংসাপত্র থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন। কোন ব্লকে ক'টি শূন্যপদ তা ওয়েবসাইটে পাবেন কিংবা সংশ্লিষ্ট ব্লক অফিস, গ্রাম পঞ্চায়েত বা, ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অফিসে পাবেন।

প্রার্থী বাছাই হবে ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। কবে কোথায় ইন্টারভিউ হবে তা ওয়েবসাইটে পাবেন। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ১১ ডিসেম্বরের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে : www.wbhealth.gov.in <http://www.wbhealth.gov.in>, www.uttardi-najpur.nic.in <http://www.uttardinajpur.nic.in> এজন্য বৈধ ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো ও সিগনেচার স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

আই.বি–তে ৩৬২ এম.টি.এস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীন ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো মাল্টি টাস্কিং স্টাফ (জেনারেল) পদে ৩৬২ জন ছেলেমেয়ে নিচ্ছে। কারা কোন পদের জন্য যোগ্য: শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। যে রাজ্যের শূন্যপদের জন্য দরখাস্ত করবেন, সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। বয়স: বয়স হতে হবে ১৪–১২–২০২৫ –এর হিসাবে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.রা ৩ বছর আর প্রাক্তন সমরকর্মীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। মূল মাইনে ১৮,০০০–৫৬,৯০০ টাকা।

শূন্যপদ: কলকাতা ১টি (ও.বি.সি.), শিলিগুড়ি ৬টি (জেনাঃ ৩, ও.বি.সি. ১, তঃজাঃ ২)। গুয়াহাটি ১০টি (জেনাঃ ৩, ও.বি.সি. ৪, তঃউঃজাঃ ২, ই.ডব্লু.এস. ১), আগরতলা ৬টি (জেনাঃ ২, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ২, ই.ডব্লু.এস. ১)। আহমেদাবাদ ৪, আইজল ১১, অমৃতসর ৭, বেঙ্গালরু ৪, ভোপাল ১১, ভুবনেশ্বর ৭, চন্ডীগড় ৭, চেন্নাই ১০, দেরাদুন ৮, দিল্লি/আই.বি. হেড কোয়ার্টার্স ১০৮, গ্যাংটক ৮, হায়দরাবাদ ৬, ইটানগর ২৫, জম্মু ৭, কালিম্পং ৩, কোহিমা ৬, লেহ ১০, লখনৌ ১২, মিরাট ২, মুম্বই ২২, নাগপুর ২, পানাজি ২, পাটনা ৬, রায়পুর ৪, রাঁচি ২, শিলং ৭, সিমলা ৫, শ্রীনগর ১৪, ত্রিবান্দ্রম ১৩, বারাণসী ৩, বিজয়ওয়াড়া ৩।

প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। ২টি টায়ারে পরীক্ষা হবে।

টায়ার–।(১)–এ ১০০ নম্বরের ১ ঘন্টার পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েস টাইপের এইসব বিষয়ে: (১) জেনারেল অ্যাওয়ারনেস–৪০টি প্রশ্ন, (২) কোয়ান্টিটেটিভঅ্যাপ্টিটিউড–২০টি প্রশ্ন, (৩) নিউমেরিক্যাল/অ্যানালিটিক্যাল/লজিক্যাল এবিলিটি অ্যান্ড রিজনিং–২০টি প্রশ্ন, (৪) ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ–২০টি প্রশ্ন। প্রতিটি প্রশ্নে থাকবে ১ নম্বর। নেগেটিভ মার্কিং আছে। ৪টি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্তনম্বর থেকে ১ নম্বর কাটা হবে। এই পার্টে কটি অফ নম্বর থাকবে: জেনারেল ৩০, ও.বি.সি. ২৮, তপশিলী ২৫, ই.ডব্লু.এস. ৩০।

টায়ার–।।(২)–এ ডেসক্রিপ্টিভ টাইপের পার্টে ৫০ নম্বরের ১ ঘন্টার পরীক্ষায় থাকবে বেসিক ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ, ভোকাবুলারি, গ্রামার, সঠিক শব্দের ব্যবহার আর –১৫০ শব্দের প্যারাগ্রাফ লেখা। চূড়ান্ত তালিকা তৈরির সময় পার্ট–। (১) ও পার্ট–।। (২) এর নম্বর দেখা হবে। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ১৪ ডিসেম্বরের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে: www.mha.gov.in, www.ncs.gov.in এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো ও সিগনেচার স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ জেনারেল, ই, ডব্লু. এস. আর ও.বি.সি. সম্প্রদায়ের ছেলেদের জন্য ৬৫০ টাকা আর অন্যান্য সব ক্যাটাগরির বেলায় ৫৫০ টাকা ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড, নেট ব্যাঙ্কিং, ইউ.পি.আই. কিংবা এস.বি.আই. চালানে জমা দেবেন। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে। নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য ওয়েবসাইটেই পাবেন।

সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন
এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

বিজ্ঞপ্তি
কম খরচে পাত্র–পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দপ্তরে। ইমেলেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

বিজ্ঞপ্তি
সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য
আপনাদের অপেক্ষায়
হিন্দ্ সংঘ
যোগাযোগ
৮৫৮২৯৫৭৩৭০

সাপ্তাহিক রাশিফল

দেবব্রত শাস্ত্রী
যোগাযোগ : ৯০০৭৩১২৫৬৩

০৬ ডিসেম্বর – ১২ ডিসেম্বর, ২০২৫

মেষ রাশি : আপনার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। ব্যবসার সময় ভালো যাবে। সপ্তাহের শুরুতেই কিছুটা মানসিক চাপ অনুভব করতে পারেন। প্রেম, পড়াশোনা এবং সন্তানদের নিয়ে উদ্বেগ বৃদ্ধি পেতে পারে। মাঝে শত্রুদের উপর আপনার দখল শক্তিশালী থাকবে এবং শেষ দিনগুলিতে, আপনি স্ত্রীর কাছ থেকে সমর্থন পাবেন এবং পরিবেশ মনোরম থাকবে।

বৃষ রাশি : শুরুতে কিছু উত্থান–পতন হবে। মায়ের এবং নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি মনোযোগ দিন। রাগ থেকে দূরে থাকুন। প্রেমে নিজের কথার প্রতি সতর্ক থাকুন। বিরোধীদের কাছ থেকে কিছু সামান্য পদক্ষেপ দেখতে পারেন, তবে আপনি তাদের উপর জয়লাভ করবেন। পুরো সপ্তাহের ফলাফল ইতিবাচক হবে। আপনার সাথে সবুজ জিনিস রাখুন।

মিথুন রাশি : পারিবারিক সুখ এবং আর্থিক সুস্থতা ভালো থাকবে। সপ্তাহের শুরুতে নাক, কান বা গলার সমস্যা হতে পারে। নতুন ব্যবসা শুরু করা এড়িয়ে চলুন। মাঝখানে পারিবারিক কলহের সম্ভাবনা রয়েছে, তবে বস্তুগত সম্পদও বৃদ্ধি পাবে। শিক্ষার্থীদের জন্য শেষ শুভ হবে। আবেগের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলুন। লাল জিনিস দান করা উপকারী হবে।

কর্কট রাশি : সপ্তাহের শুরুতে বিনিয়োগ এড়িয়ে চলুন এবং আপনার কথা নিয়ন্ত্রণ করুন। মুখের সমস্যা হতে পারে। আপনার কাজের ইতিবাচক ফলাফল আসবে। শেষের দিকে জমি, ভবন বা যানবাহন কেনার সম্ভাবনা থাকতে পারে, তবে বাড়িতে ছোটখাটো দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে। কাছাকাছি একটি লাল জিনিস রাখুন।

সিংহ রাশি : আপনার স্বাস্থ্য আগের চেয়ে ভালো থাকবে। প্রেম এবং সন্তানদের মধ্যে আপনি সুখ পাবেন। ব্যবসা মসৃণ হবে। শুরুতে আপনি নার্ভাস এবং উদ্বিগ্ন বোধ করতে পারেন। মাঝখানে, আপনি পরিবার থেকে সম্পদ এবং সুখ বৃদ্ধি পাবেন। বিনিয়োগ এড়িয়ে চলুন। সপ্তাহের শেষ দিনগুলিতে ব্যবসায়িক সাফল্যের সম্ভাবনা রয়েছে। কাছাকাছি একটি লাল জিনিস রাখুন।

কন্যা রাশি : পুরো সপ্তাহটি মিশ্র হবে। সরকার বা প্রশাসনের সাথে আপনার সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। স্বাস্থ্য, প্রেম এবং ব্যবসা স্বাভাবিক থাকবে। মাথাব্যথা বা চোখের ব্যথা হতে পারে। শুরুতে ব্যয় বেশি হবে এবং অংশীদারিত্বে অসুবিধা হতে পারে। সপ্তাহটি গড় হবে। সূর্যকে জল অর্পণ করা শুভ হবে।

তুলা রাশি : অতিরিক্ত ব্যয় উদ্বেগের কারণ হতে পারে। আয়ের নতুন উৎস আবির্ভূত হবে। প্রেম, সন্তান এবং ব্যবসা সমৃদ্ধ হবে। সপ্তাহের শুরুতে আর্থিক অবস্থা দুর্বল থাকবে এবং ভ্রমণ অপ্রতিরোধ্য হবে। মাঝখানে ঋণের পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে এবং মাথাব্যথা এবং চোখের সমস্যা হতে পারে। শেষ অত্যন্ত শুভ হবে। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে, এবং প্রেম এবং ব্যবসাও অনুকূল থাকবে। আপনি কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাবেন। দেবী কালীর কাছে প্রার্থনা করুন।

বৃশ্চিক রাশি : শুরুতেই আদালতের মামলা এড়িয়ে চলুন, কারণ আর্থিক অস্থিরতা সম্ভব। এখনই নতুন শুরু এড়িয়ে চলুন। মাঝখানে, আটকে থাকা তহবিল পুনরুদ্ধার হবে। আপনি সুসংবাদ পাবেন। ভ্রমণ লাভজনক হবে। সপ্তাহের শেষের দিকে অপ্রয়োজনীয় ব্যয় এবং মানসিক অস্থিরতা বাড়তে পারে। দেবী কালীর প্রার্থনা করা শুভ।

ধনু রাশি : প্রথমে আপনার খ্যাতি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, তাই ঝুঁকি এড়িয়ে চলুন। ভ্রমণ এড়িয়ে চলুন। মাঝখানে, আপনি ব্যবসায় সাফল্য, আদালতে জয় এবং আপনার বাবার কাছ থেকে সহায়তা পাবেন। শেষের দিকে, আপনার আর্থিক পরিস্থিতি শক্তিশালী হবে এবং আপনি সুসংবাদ পেতে পারেন। সবুজ জিনিসপত্র দান করুন।

মকর রাশি : শুরুতে পরিস্থিতি প্রতিকূল থাকবে। আঘাত বা ঝামেলার সম্ভাবনা রয়েছে। মাঝখানে শুভ দিন শুরু হবে। কর্মক্ষেত্রে বাধা দূর হবে এবং ধর্মীয় কার্যকলাপে আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। পরিণামে, ব্যবসায়িক সাফল্য। দেবী কালীর কাছে প্রার্থনা করুন এবং সূর্যকে জল অর্পণ করুন।

কুম্ভ রাশি : চাকরিজীবীদের জন্য এটি একটি ভালো সময়। মাঝামাঝি সময়টি কিছুটা প্রতিকূল থাকবে –আঘাতের সম্ভাবনা রয়েছে। অবশেষে পরিস্থিতি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে এবং উন্নতি হবে। তামার জিনিসপত্র দান করুন।

মীন রাশি : আপনার স্ত্রী বা চাকরির কাছ থেকে আপনি সুসংবাদ পেতে পারেন। শুরুতে আপনার শত্রুদের উপর আপনার সুবিধা হবে এবং বাধা সত্ত্বেও আপনার কাজ সম্পন্ন হবে। মাঝখানে আপনি আপনার স্ত্রীর কাছ থেকে সহায়তা পাবেন এবং আপনার চাকরিতে অগ্রগতি হবে। শেষটি একটু উদ্বেগজনক হবে। কোনও ঝুঁকি নেওয়া এড়িয়ে চলুন। তামার জিনিস দান করা উপকারী হবে।

শব্দবার্তা ৩৭০

১			■	■	২		৩
	■	■	৪			■	
৫	৬			■		■	
■		■	■	■	৭	৮	■
■	৯	১০	■	■	■		■
১১	■		■	১২			১৩
	■	১৪			■	■	
১৫			■	■	১৬		

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১. জবাব ৩. দৈনিক হিসাব ৪. ব্যাপার, যা ঘটে ৫. ধনী ৭। খাঁটি, প্রকৃত ৯. সূর্য পুজোর ঘট ১২. তরবারি ১৪. শোভা, সৌন্দর্য ১৫. যা থেমে থাকে না ১৬. যাচাই।

উপর–নীচ

১. মুসলমান পন্ডিত ও শাস্ত্রজ্ঞ ২. রাষ্ট্র ৩. অনুগ্রহ, দয়া ৪. কামরা ৬. যুদ্ধ, সংগ্রাম ৮. ঘুরে ঘুরে পাহারা ১০. দরজি ১১. ইঙ্গিত, সংকেত ১২. চাকার পাখি ১৩. দিনাঙ্ক।

সমাধান : ৩৬৯

পাশাপাশি : ২. অনুবেদন ৪. জনার্দন ৫. কলেরা ৭. তিলানী ৯. পাঠাগার ১০. বলদায়ক।

উপর–নীচ : ১. আনাজপাতি ২. অম্লান ৩.বেগতিক ৬. রাতের বেলা ৮. নামজাদা ৯. পাঠক।

স্বনির্ভর গোষ্ঠীর টাকা নিয়ে দুর্নীতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনারপুর : স্বনির্ভর গোষ্ঠীর টাকা তোলা ও খরচ করা নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ। সোনারপুর ব্লকের কালিকাপুর এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে– সোনারপুর কালিকাপুর ১ নম্বর অঞ্চলের প্রধান ও উপপ্রধানকে ঘিরে বিক্ষোভ এবং গোলমালের পরিবেশ তৈরি হয়। পঞ্চায়েতের দুই সদস্য ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর কয়েকজন মহিলা বিক্ষোভ দেখান। এই সংক্রান্ত একটি ভিডিও প্রকাশ্যে এসেছে। আলিপুর বার্তা সেটির সত্যতা যাচাই করেনি। ভিডিওতে দেখা গিয়েছে পঞ্চায়েত প্রধান দেবশ্রী নস্করের ঘরে ছিলেন উপপ্রধান মাধব মন্ডল এবং আরও কয়েকজন ছিলেন। তখন দুই পঞ্চায়েত সদস্য দলবল নিয়ে এসে চড়াও হন। শুরু হয় কথা কাটাকাটি এবং হুমকি দেওয়ার অভিযোগ। এই পঞ্চায়েতের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর যে সংঘ আছে তার নির্বাচন হয়ে গিয়েছে। নতুন কমিটি গঠন হয়েছে। অভিযোগ তারপরও পুরনো কমিটির সম্পাদক ব্যাংক থেকে টাকা তুলছেন। বিভিন্ন জায়গায় খরচ করছেন এবং আর্থিক লেনদেন হয়েছে। এই কাজ বন্ধ করতে ব্যাংককে চিঠিও দেয় পঞ্চায়েত। এইসব নিয়ে অশান্তির সূত্রপাত। এরপর কয়েকদিন আগে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর কয়েকজন মহিলা ও পঞ্চায়েতের দুই সদস্য দল বল নিয়ে এসে পঞ্চায়েতের ভিতরে ঢুকে বিক্ষোভ দেখায়। প্রধান বলেন, প্রায় ৫০ থেকে ৬০ জনকে নিয়ে এসে আমার অফিসে তান্ডব চালিয়েছে। পঞ্চায়েত প্রধান দেবশ্রী নস্করকে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করা হয়।

অবৈধভাবে মাটি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য

সুব্রত মণ্ডল, সোনারপুর : কালিকাপুর দু'নম্বর পঞ্চায়েত এলাকায় নির্বিচারে ফাঁকা জমিতে মাটি কেটে পাচার করার অভিযোগ উঠল। মাটি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য সন্ধ্যা সাতটা থেকে সারারাত চলে। অবৈধভাবে মাটি কাটার কাজটি চলছে সোনারপুর ও জিবনতলার সীমানায়, কালিকাপুর দু'নম্বর পঞ্চায়েতের রায়পুর মৌজায়। এইভাবে জমি খাদান করে মাটি তুলে নিলে প্রকৃতি এবং পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট হবে। এখন প্রশ্ন হল, কারা রয়েছে এই দুষ্কর্মের পিছনে? গ্রাম পঞ্চায়েত প্রশাসন কি এই সমস্ত ব্যাপারে অবহিত নয়? স্থানীয় সূত্রের

খবর প্রতিদিন প্রচুর গাড়ি এই মাটি নিয়ে চলে যাচ্ছে। কিন্তু তারা কোথায় যাচ্ছে, সেই খবর নেই কারও কাছে। কালিকাপুর দু'নম্বর পঞ্চায়েত প্রধান তাপস বিশ্বাসের দাবি, খবর পাওয়া মাত্রই কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। পঞ্চায়েত থেকেও থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। একটি অসাধুচক্র রাতারাতি এই কাজ করছে বলে দাবি স্থানীয় বাসিন্দাদের। কালিকাপুর প্রতাপনগর সহ বেশ কিছু জায়গায় এভাবে মাটি পাচার চলছে। মাটিকাটা রুখতে বাসন্তীর বিধায়ক শ্যামল মণ্ডলকে বিষয়টি জানায় কিছু মানুষ। তার পরিপ্রেক্ষিতে বুধবার জেলা শাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন শ্যামল বাবু। মাটি কাটা তদন্ত দাবি করে ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানিয়েছেন বিধায়ক। জেলা প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, সোনারপুর ব্লক ভূমি সংস্কার বিভাগ এই ঘটনার প্রাথমিক তদন্ত করে থানায় অভিযোগ করেছে। গ্রামের একাধিক অঞ্চলে ভূমি সংস্কার দপ্তরে অনুমতি ছাড়াই অবৈধভাবে জমি খুড়ে মাটি তোলা হচ্ছে।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২৫ ৫৯ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৬০ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

ডিসেম্বর মাসকে স্বপ্ন সঞ্চয় মাস ঘোষিত

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

২৪ পরগণায় চলতি ডিসেম্বর মাস ব্যাপী স্বল্প সঞ্চয় সংগ্রহের এক বিশেষ অভিযান চালান হবে বলে জেলাশাসক জানিয়েছেন। জেলা শাসক শ্রী এ, কে, চট্টোপাধ্যায় জেলার মহকুমা শাসক ব্লক উন্নয়ন আধিকারীকদের চলতি মাসে বিশেষ অভিযান চালাবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেছেন। এই মাসে নীট ৬০ লক্ষ টাকা সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। একজন সরকারী মুখপাত্র আমাদের সংবাদদাতাকে জানান এ পর্যন্ত চলতি আর্থিক বৎসরে সাড়ে চার কোটি টাকা স্বল্প সঞ্চয় মাধ্যমে সংগৃহীত হয়েছে। ৭৫ সালের আর্থিক বৎসরের সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা হলো ছয় কোটি টাকা।

১০ম বর্ষ, ০৬ ডিসেম্বর ১৯৭৫, শনিবার, ০৫ সংখ্যা

ভাতা বৃদ্ধির দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া : মানবিক ভাতা ১০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫ হাজার টাকা করার দাবি, সহ ১১ দফা দাবি নিয়ে বাঁকুড়ার জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের বিক্ষোভ ডেপুটেশন।

বাঁকুড়া শারীরিক প্রতিবন্ধী কল্যাণ সমিতি উদ্যোগে বিক্ষোভ কর্মসূচির মিছিল শুরু হয় তামলি বান্দ ময়দান থেকে। বাঁকুড়া শারীরিক প্রতিবন্ধী কল্যাণ সমিতির সভাপতি অজিত বীর জানান, সারা জেলার প্রায় ২ শতাধিক প্রতিবন্ধী ভাই–বোন এই বিক্ষোভ মিছিলে সামিল হন। প্রতিবন্ধীদের কাজের দাবি, সরকারি বেসরকারি চাকরির ক্ষেত্রে সংরক্ষণের পরিমাণ বাড়ানোর দাবি, সরকারি এবং বেসরকারি বাসে প্রতিবন্ধীদের সম্পূর্ণ ছাড়ের দাবি সহ ১১ দফা দাবি নিয়ে এই ডেপুটেশন।

বালি তোলা বন্ধের নির্দেশ মন্ত্রীর

সৌরভ নস্কর, সাগর : আসন্ন গঙ্গাসাগর মেলার উপলক্ষে ঘাটের মেরামতির জন্য খাল থেকে জোর করে বালি তোলায় গঙ্গাসাগরের বেগুয়াখালি এলাকায় তীব্র উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযোগ করেন, ঠিকাদার সংস্থা প্রভাব খাটিয়ে বেগুয়াখালি মেটের খাল থেকে যথেচ্ছভাবে বালি কেটে মেলা প্রাঙ্গণের সি–বিচে ফেলছে। এলাকাবাসীর মূল উদ্বেগ হলো, খালপাড় থেকে এভাবে বালি কাটলে পাশের আইলা বাঁধটি দুর্বল হয়ে ধ্বসে যেতে পারে, যার ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় নোনা জল ঢুকে গোটা এলাকা প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। বালি কাটা বন্ধ করার দাবিতে স্থানীয়রা বিক্ষোভ শুরু করলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বিষয়টি দ্রুত সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরার নজরে আসে। তিনি তাৎক্ষণিক হস্তক্ষেপ করে পুলিশ প্রশাসনকে ঘটনাস্থলে পাঠান এবং অবিলম্বে বালি কাটার কাজ বন্ধ করার নির্দেশ দেন।

এদিকে, এই ঘটনাকে কেন্দ্র বালি কাটছে এবং এর পিছনে শাসকদলের নেতাদের মদত রয়েছে। তাঁরা কটাক্ষ করে বলেন, বাঁধ ভাঙলে সেই মেরামতির কোটি কোটি টাকা নেতা–আমলাদের পকেটে

করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপান–উতোর। বিরোধীরা অভিযোগ করেছেন, এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট 'অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে' ঢুকবে। স্থানীয়দের পক্ষ থেকে এই বিতর্কিত বালি কাটার প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে গঙ্গাসাগর কোস্টাল থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

বিএলএদের নিয়ে বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৩০ নভেম্বর নির্বাচন কমিশনের স্পেশাল রোল অফজারভার সুব্রত গুপ্ত ও শ্রী মুর্গানের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল আসেন ফলতার বিডিও অফিসে। যেখানে উপস্থিত ছিল ডায়মন্ড হারবার মহকুমা শাসক শুভ্রজিত গুপ্তা। ফলতার বিডিও শানু বকশি সহ বিএলও ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলেরবিএলএরা। দীর্ঘক্ষণ ধরে তাদের সাথে এসআইআর– সংক্রান্ত আলাপ–আলোচনা করেন নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধিদল।

ফলতা বিধানসভা নিয়ে অভিযোগ ছিল বিরোধীদের এখানে নাকি মৃত ভোটার এর নাম তোলানোর চেষ্টা করা হচ্ছে সেই বিষয় নিয়ে নির্বাচন কমিশনের স্পেশাল রোল অবজারভার সুব্রত গুপ্ত বলেন, আমরা গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখছি। অন্যদিকে ফলতা বিধানসভা নিয়ে যে একাধিক এস আই আর সংক্রান্ত অভিযোগ উঠেছে, সেই বিষয় নিয়ে ফলতা ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক জানান সমস্ত অভিযোগ আমরা গুরুত্ব সহকারে দেখছি তবে সেই অভিযোগগুলি কতটা সত্য সেগুলিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

তারাপীঠে আংটি চুরি সন্দেহে গ্রেপ্তার ২ ব্যবসায়ী

বিশাল দাস, রামপুরহাট : তারাপীঠে ৩০ নভেম্বর রাতে মাত্র ২০ টাকার একটি আংটি চুরির সন্দেহকে কেন্দ্র করে কয়েকজন দর্শনার্থীর উপর হামলার অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় কিছু ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে। ঘটনাস্থলে তারাপীঠ মন্দির চত্বর, যেখানে সাপ্তাহিক ছুটির কারণে অন্যান্য দিনের তুলনায় অনেকটাই বেশি ভিড় ছিল।

প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, এক দর্শনার্থীর আংটি হারানোর অভিযোগ থেকে শুরু হয় বচসা। অভিযোগ, ঠিক সেই সময়েই উপস্থিত কিছু ব্যবসায়ী ওই দলের কয়েকজনকে চোর সন্দেহে ধরে ফেলেন। অভিযোগ, রড ও লোহার পাইপ প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান রেকর্ড করা হয়। তদন্তেই সামনে আসে অভিযুক্তদের পরিচয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে রঞ্জিত মেহেরা ও রাজীব মণ্ডল নামে দুই স্থানীয় ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সোমবার সকালে ধৃতদের রামপুরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হয়। আদালত তাদের পুলিশ হেফাজতে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে বলে সূত্রের খবর এবং এই ঘটনায় আর কেউ জড়িত আছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

এদিকে, বারবার এমন ঘটনা ঘটায় দর্শনার্থীদের নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

দিয়ে অন্তত তিন থেকে চারজন দর্শনার্থীর ওপর হামলা চালানো হয়। আহতদের মধ্যে মহিলাও রয়েছেন। এক ব্যক্তির মাথা ফেটে গুরুতর জখম হওয়ার খবর মিলেছে।

ঘটনার জেরে এলাকায় ছড়ায় ব্যাপক উত্তেজনা। আতঙ্কিত দর্শনার্থীরা রাতেই তারাপীঠ থানায় লিখিত অভিযোগ জমা দেন। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ দ্রুত তদন্ত শুরু করে। সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করা হয় এবং মন্দির চত্বরে উপস্থিত স্থানীয় বাসিন্দা এবং ভক্তদের অভিযোগ, ভিড়ের দিনগুলোয় এলাকায় পুলিশের নজরদারি যথেষ্ট নয়।তারাপীঠের মতো গুরুত্বপূর্ণ ধর্মস্থান–যেখানে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ ভিড় করেন–সেখানে নিরাপত্তার ঘাটতি মন্দির চত্বরের ভাবমূর্তিকেও ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে, তাই বাড়তি নিরাপত্তা ব্যবস্থা চালু করা জরুরি। তাই প্রশাসনের নিকট এই বিষয়ে নজরদারি বাড়ানোর অনুরোধ করা হয়েছে।

তৃণমূল করলে মিলবে 'রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট'

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুলপি : তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট না দিলে 'রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট ও আবাসের ঘর' পাবে না প্রকাশ্যে তৃণমূল কর্মীর এমন হুমকির ভাইরাল ভিডিওতে সরগরম দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপির গাজীপুরের এনায়েতপুর এলাকা।

জানা যায়, দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপি বিধানসভার গাজীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এনায়েতপুরে একটি খেলার অনুষ্ঠানে প্রকাশ্যে কুলপি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি আব্দুর রহিম মোল্লার উপস্থিতিতে এলাকার তৃণমূল কর্মী কুতুবউদ্দিন পাইক প্রকাশ্যে মাইক ধরে এমন হুমকি দেন বলে অভিযোগ।

তৃণমূল করলে তবেই মিলবে আবাস যোজনার বাড়ি, তবেই মিলবে রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট তৃণমূল নেতার ভাইটাল অডিও ঘিরে সরগরম কুলপি।

যা নিয়ে সরব হয়েছে বিরোধীরা। অবশ্য এই ঘটনায় সংখ্যালঘুদের সভাপতি আব্দুর রহিম মোল্লা বলেন, তৃণমূল সরকারের সমস্ত প্রকল্প সাধারণ মানুষ পায় তাহলে তারা অন্য কোন দলকে কেন ভোট দেবে। তবে তার উপস্থিতিতে তৃণমূল কর্মীর ভাইরাল ভিডিও সম্পর্কে তিনি বলেন এমন কোনো ঘটনা তার জানা নেই ভিডিওতে কারসাজি করে ছড়ানো হচ্ছে বলেও তিনি অভিযোগ করেন।

অন্যদিকে ভাইরাল ভিডিও নিয়ে এলাকার মানুষদেরকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন বিরোধীরা।

বালির চড়া দাম, পথে রাজমিস্ত্রিরা

সৌরভ নস্কর, সাগর : চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে বালি, ফলে সাধারণ মানুষ কিনতে পারছে না। তাই কাজ পাচ্ছে না রাজমিস্ত্রিরা। এই দাবি তুলে এবার পথে নামলো রাজনগর রাজমিস্ত্রি কল্যাণ সমিতি। দীর্ঘদিন ধরে বালির চড়া দামের কারণে বাড়ি ঘর তৈরি করতে পারছে না সাধারণ মানুষজন ফলে কাজ বন্ধ থাকায় চরম সমস্যায় পড়েছে রাজমিস্ত্রিরা। রাজনগর এলাকায় বালি ট্রাক্টর প্রতি ৪০০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে বলে অভিযোগ রাজমিস্ত্রি কল্যাণ সমিতির। রাজনগর রাজমিস্ত্রি কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে একটি প্রতিবাদ মিছিল রাজনগর বাজার পরিক্রমা করে রাজনগরের বিডিও অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখায়। রাজনগর রাজমিস্ত্রি কল্যাণ সমিতির সভাপতি সেখ ইসলাম, সদস্য ষষ্ঠীপদ মাল, শেখ মুদ্দিন, মতি মহম্মদ, বাপি দাসরা অভিযোগ করে বলে, 'রাজনগর এলাকায় ৪০০০ টাকা প্রতি ট্রাক্টর বালি বিক্রি হচ্ছে ফলে সাধারণ মানুষজন তা কিনতে পারছে না। রাজমিস্ত্রিরা কাজ পাচ্ছে না। ফলে বাধ্য হয়ে অনেকে ভিন্ন রাজ্যে চলে যাচ্ছে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য যুগ্ম বিডিও–র সঙ্গে দেখা করে সমস্যার কথা তুলে ধরা হয়। উনি বিষয়টি খতিয়ে দেখে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানোর আশ্বাস দিয়েছেন।'

কাশিপুরে বাজেয়াপ্ত অবৈধ বালি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বোলপুর : বীরভূম জেলায় অবৈধ বালি পাচারের রমরমা ঠেকাতে ফের কড়া পদক্ষেপ নিল পুলিশ। ৪ ডিসেম্বর সকালে বোলপুর থানার বিশেষ অভিযানে কাশিপুর মোড়ের কাছে বাজেয়াপ্ত করা হল ৩টি বালি ভর্তি ট্রাক্টর। অভিযোগ, দেউলী নদীর ঘাট থেকে কোনও বৈধ ছাড়পত্র ছাড়াই বালি তুলে শহরের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল ট্রাক্টরগুলি। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গোপন সূত্রে খবর পেয়েই আগেভাগে ওঁত পেতে ছিল বোলপুর থানার পুলিশ এবং পি.সি. টিম। ট্রাক্টরগুলি কাশিপুর মোড়ের কাছে পৌঁছতেই পুলিশ সেগুলি থামানোর সঙ্কেত দেয়। পরিস্থিতি বুঝে ট্রাক্টর চালকেরা গাড়ি ফেলে পালিয়ে যায় বলে দাবি পুলিশের। পরে তিনটি ট্রাক্টর বাজেয়াপ্ত করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। জেলা পুলিশ প্রশাসন সম্প্রতি অজয় ও দেউলী নদীর বিভিন্ন ঘাটে নজরদারি আরও জোরদার করেছে। অবৈধ বালি উত্তোলন ও পাচার রোধে নিয়মিত অভিযান চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবুও এই অবৈধ ব্যবসা অব্যাহত থাকায় উদ্বেগ বাড়ছে প্রশাসনের অন্দরমহলে।

এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, 'পলাতক চালকদের শনাক্ত করার প্রক্রিয়া চলছে। খুব শীঘ্রই তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। পাশাপাশি, এই বালি পাচার চক্রের মূল পান্ডাদেরও খুঁজে বের করা হবে। কোনও অবস্থাতেই অবৈধ বালিকারবার চলতে দেওয়া হবে না।' এদিকে, স্থানীয় বাসিন্দা ও পরিবেশকর্মীদের অভিযোগ, নদীর বালি লাগাতার লুটের ফলে দেউলী নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে, বাড়ছে নদী ভাঙন ও পরিবেশের বিপর্যয়। জমি ধস, কৃষিজমি ক্ষতি ও জলাধার সংকটের মতো সমস্যাও প্রকট হচ্ছে এলাকাজুড়ে। তাদের দাবি, কঠোর নজরদারি এবং দোষীদের কঠোর শাস্তির মাধ্যমেই এই অনিয়ম রোখা সম্ভব। পরিবেশবিদদের বক্তব্য, 'নদী ও নদীর তলদেশ প্রকৃতির অমূল্য সম্পদ। এমন নির্দয়ভাবে বালি লুট চলতে থাকলে ভবিষ্যতে তার ভয়াবহ ফল ভোগ করতে হবে আমাদেরই।'

অবৈধ বালিকারবার প্রতিরোধে পুলিশের এই তৎপরতাকে স্বাগত জানিয়েছেন সাধারণ মানুষ। তারা আশা প্রকাশ করেছেন, কঠোর পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে অবশেষে লাগাম পড়বে বালিমাফিয়াদের বেআইনি কারবারে।

আশা কর্মীদের বিক্ষোভ ডেপুটেশন

সুকান্ত কর্মকার, বাঁকুড়া : সম্প্রতি প্রায় তিন শতাধিক আশা কর্মী সারা জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বাঁকুড়া শহরে জড়ো হয়ে তাদের দাবি নিয়ে মিছিল পরিক্রমণ করে বাঁকুড়া শহর জুড়ে। ওয়েস্ট বেঙ্গল অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার্স এন্ড হেল্পারস ইউনিয়নের উদ্যোগে এই বিক্ষোভ মিছিলে শামিল হন সারা জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা প্রায় তিন শতাধিক আশা কর্মী। তাদের দাবি কাজের প্রয়োজনে প্রতিটি কেন্দ্রে সিম কার্ড সহ স্মার্টফোন দিতে হবে এবং ফোন রিচার্জ থেকে ফোন সারানোর খরচ সরকারকে

যোগাতে হবে। কর্মী সহায়িকাদের সাম্মানিক বৃদ্ধির দাবি। কর্মী সহায়িকা কর্মরত অবস্থায় মৃত্যু হলে ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের দাবি, সহ আরো বিভিন্ন দাবি রয়েছে।

আইএসএফ–তৃণমূল তরজা চরমে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভাঙড়ের রাজনৈতিক অঙ্গনে ফের উত্তাপ। ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক ও ভাঙড়ের তৃণমূল পর্যবেক্ষক শওকাত মোল্লা মঙ্গলবার সরাসরি হুঁশিয়ারি ছুঁড়ে বলেন, "আগুন নিয়ে ছিনিমিনি খেলবেন না। চাইলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই চারগাছা থেকে আইএসএফকে শিকড় সমেত উপড়ে ফেলতে পারি।" শওকাত আরও হুঁশিয়ারি দেন, 'শিকড় সমেত উপড়ে ফেলা হবে'। খড়গাছি চাঁদপুরে এসআইআর–এর বিরুদ্ধে তৃণমূলের এক প্রতিবাদ সভা থেকেই এই মন্তব্য করেন তিনি।

সভামঞ্চে শওকাতের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের কৃষি কর্মাধ্যক্ষ বাহারুল ইসলাম, ভাঙড় –১ নং ব্লকের সভাপতি শাজাহান মোল্লা, বোদরা অঞ্চল সভাপতি সাদিকুল দপ্তরি সহ তৃণমূল নেতৃত্বরা। বক্তব্য রাখতে গিয়ে শওকাত মোল্লা পুলিশের একাংশের ভূমিকা নিয়েও অভিযোগ তোলেন। তাঁর দাবি, "গত রাতেই আইএসএফের কয়েকজন এখানে বোমা বাঁধছিল। আমরা প্রশাসনকে জানালে সেই খবরই আবার আইএসএফের কাছে পৌঁছে যায়। ২০১১–র পর এই এলাকায় বোমা–গুলি বন্ধ হয়েছে। আমরা সেই পরিবেশ নষ্ট হতে দিতে চাই না।"

এই সভা থেকেই সাদিকুল দপ্তরির হাত ধরে আইএসএফের শতাধিক কর্মী তৃণমূলে যোগ দেন বলে দাবি শাসক দলের। আইএসএফ নেতা আব্দুল্লা মোল্লা–সহ ওই কর্মীদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন শওকাত। আব্দুল্লামোল্লার বক্তব্য, "মানুষের জন্য কাজ করতেই আইএসএফ ছেড়ে তৃণমূলে এলাম। সেখানে কাজ করার সুযোগ ছিল না।" শওকাতের দাবি, মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়নের সঙ্গী হতেই তাঁদের এই যোগদান।

ইতিমধ্যেই ভাঙড়ের বিভিন্ন এলাকায় রক্তদান শিবির করে নজর কেড়েছে আইএসএফ। বুধবার বোদরার মধ্য খড়গাছিতে আয়োজিত শিবিরে রক্ত দেন প্রায় ৮০০ জন। সেই প্রসঙ্গ টেনে শওকাতের কটাক্ষ, "প্রাইভেট কোম্পানির কাছে ৫৬০–৫৭০ টাকা নিয়ে গরিব মানুষকে ৩০০ টাকার কম্বল ধরিয়ে রক্ত চুষছে আইএসএফ।" অভিযোগ উড়িয়ে আইএসএফের জেলা সভাপতি আব্দুল মালেক বলেন, "মানুষের রক্তের চাহিদা মেটাতে পারলে তাতে খারাপ কী? বিনা পয়সায় যত রক্ত লাগে জানালেই দেব। তৃণমূলের সামর্থ্য থাকলে এত বড় রক্তদান শিবির করে দেখাক।" তিনি আরও দাবি করেন, আব্দুল্লা মোল্লা নামে দলের কোনও নেতা নেই। তাঁর কথায়, "নিজেদের লোককে আইএসএফ সাজিয়ে তৃণমূল নিজেদের দলে ভিড়িয়েছে। গণতান্ত্রিক দেশে মত প্রকাশ করা অধিকার। সেই অধিকার কেড়ে নিতে গিয়ে এইসব মন্তব্য করা হচ্ছে।"

'সেবাশ্রয়– ২' এর সূচনা

অরিজিৎ মণ্ডল, ডায়মণ্ড হারবার: ডায়মণ্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের মহেশতলার নিউল্যান্ড মাঠে সেবাশ্রয়–২–এর উদ্বোধন করলেন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। উদ্বোধনী বক্তব্যে তিনি জানান, লোকসভা এলাকার প্রতিটি বিধানসভায় সাত দিন ধরে ডেডিকেটেড মডেল ক্যাম্পের মাধ্যমে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হবে। ব্লাড টেস্টের রিপোর্ট দুই দিনের মধ্যে সরাসরি রোগীর ফোনে পাঠিয়ে দেওয়া হবে এবং চিকিৎসকদের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ করা হবে।

'সেবাশ্রয়–২' ক্যাম্পে অর্থোপেডিক, কার্ডিয়োলজি, নিউরোসহ একাধিক বিভাগে চিকিৎসার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ইউএসজি, ইসিজি সহ বিভিন্ন টেস্টও করা হবে। অভিষেক জানান, শুধু রাজ্যের মধ্যেই নয়, রোগীর প্রয়োজন হলে ভিন রাজ্যে পাঠিয়েও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। গত বছর সেবাশ্রয় ক্যাম্পের মাধ্যমে ডায়মণ্ড হারবার সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে ১২ লক্ষ মানুষ পরিষেবা পেয়েছিলেন। ২.৫ হাজার ছানি অপারেশন, ৭ হাজার রেফারেল কেস এবং ৪০ হাজার মানুষের বাড়িতে বিনামূল্যে চশমা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে –এটাকেই তিনি "ডায়মণ্ড হারবার মডেল" বলে উল্লেখ করেন।

মহেশতলা থেকে সেবাশ্রয়–২ শুরু হওয়ার পর পর্যায়ক্রমে মেটিয়াব্রুজ, বিষ্ণুপুর, বজবজ, সাতগাছিয়া, ফলতা এবং ডায়মণ্ড হারবার বিধানসভায় ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হবে। ২২ ডিসেম্বর ক্যাম্প পর্ব শেষ হবে। এরপর ২৪ থেকে ২৮ ডিসেম্বর প্রতিটি মডেল ক্যাম্প সক্রিয় থাকবে এবং ২৮ জানুয়ারি পর্যন্ত সেবাশ্রয়–২ চলবে। প্রতিটি ক্যাম্পে ১০–১২ জন ডেডিকেটেড চিকিৎসক রাখা হয়েছে। অভিষেক বলেন, "১০০ শতাংশ মানুষের কাছে পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছি।"

বাংলার নতুন খেজুরের গুড় পাড়ি দিচ্ছে বিদেশে

মলয় সুর : বাংলার নতুন খেজুরের গুড় বা পাটালির জনপ্রিয়তা দেশের গন্ডি ছাড়িয়ে বিদেশে পাড়ি দিচ্ছে। এশিয়া ছাড়া ইউরোপের দেশগুলি এবং দুবাইতেও খেজুরের গুড় বা পাটালির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক বিমানে ঝোলা গুড় নিয়ে যাওয়ার অনুমতি না থাকায় মাথায় হাত গুড় ব্যবসায়ীদের। শুধু পাটালিকে প্লেনে ওঠার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

বাংলার নদীয়া জেলার মাজদিয়া ও তার আশেপাশের এলাকায় খেজুরের গুড় বিখ্যাত।কেনারাম দাসের ১৫০ টি খেজুর গাছ রয়েছে। নবদ্বীপ থেকে কৃষ্ণনগর যাতায়তের পথে এবং তাঁর নাতি সূর্য দাস গুড় তৈরি থেকে বিক্রি পুরো ব্যাপারটা দেখভাল করেন। সে মাজদিয়া সুধীর রঞ্জন লাহিড়ী কলেজে বিএ প্রথম বর্ষের ছাত্র। সে জানায়, দেশীয় বাজারে যে পরিমাণ চাহিদা রয়েছে তার তুলনায় যোগান কম, তাই দাম গত বছরের তুলনায় একটু বেশি। যেমন নলেন ৩০০ টাকা কেজি, পাটালি ৩৫০ টাকা, দানা গুড় ৩০০ টাকা কেজি। শীত এখনো পর্যন্ত কম। সেটাই হয়তো এর কারণ। বেশিরভাগ গুড় বিক্রেতার কাছ থেকে আড়তদাররা পাইকারি দরে নিয়ে যান। এখানকার গুড়ের মান সবথেকে ভালো।

'ক্ষুদিরামের স্বপ্ন' স্মরণে বিনামূল্যের শীতবস্ত্র হাট

সুব্রত মণ্ডল, জিরাট : বলাগড় বিজয়কৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের ন্যাশনাল সার্ভিস স্কিমের উদ্যোগে প্রতি বছর শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর জন্মদিন উদযাপন করা হয়। চলতি বছরের হাটে ইতিমধ্যেই চার বছর পূর্ণ হলো। এর প্রেক্ষাপটও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ– শহীদ ক্ষুদিরাম যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, শোষণমুক্ত ভারত, সেই স্বপ্নের আলোকে আজও শীতের কষ্টে থাকা পরিযায়ী শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ানো।

প্রতিবছরই স্থানীয় ইটভাটায় ক্ষুদিরামের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন অধ্যক্ষ ও বিশেষ অতিথিরা। এরপর শুরু হয় "ক্ষুদিরাম স্মৃতি হাট"–একটি শীতবস্ত্র হাট, যেখানে

স্বেচ্ছাসেবীরা বিনা পয়সায় কম্বল, সোয়েটার ও গরমজামা বিতরণ করেন। হাটের আয়োজন সারা বছরই বিভিন্ন পর্যায়ে চলে। মানুষের অব্যবহৃত পোশাক সংগ্রহ করা হয় মানবিক হৃদয়সম্পন্ন দাতাদের কাছ থেকে।

হাটের বিশেষত্ব হলো এটি দানের প্রথার বাইরে; এখানে দেওয়া হয় উপহার, যা শ্রমিকরা মর্যাদার সঙ্গে গ্রহণ করেন। দোকান সাজিয়ে বসে স্বেচ্ছাসেবীরা, আর পরিযায়ী শ্রমিকরা একে একে আসে, নিজের প্রয়োজনমতো পোশাক গ্রহণ করে। এ বছরের হাটের মূল বার্তাই হলো– শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পোশাকের উন্নয়নের মাধ্যমে শ্রমিকদের জীবনমান উন্নত করা। কলেজের এই মানবিক উদ্যোগই ক্ষুদিরামের স্বপ্নের প্রতিচ্ছবি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৩ ডিসেম্বর এই হাটে বলাগড় বিজয়কৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছাড়াও বহু বিশিষ্ট জন উপস্থিত ছিলেন। ন্যাশনাল সার্ভিস স্কিমের স্বেচ্ছাসেবীরা এই অনুষ্ঠানটিকে সুন্দরভাবে পরিচালনা করে।

যৌন নির্যাতন, আজীবন কারাদণ্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, সুন্দরবন : ২০১৮ সালের ডিসেম্বর মাসের এক সন্ধে বেলা এক ১৪ বছর বয়সী নাবালিকা তার মা কে খাবার দিতে যাচ্ছিল। সেই সময় তাকে একা পেয়ে তেজেন মণ্ডল নামক এলাকার এক বাসিন্দা তার উপর জোর পূর্বক চড়াও হয়ে যৌন নির্যাতন করে এবং হুমকি দেয়। এরপর ভয় দেখিয়ে একাধিকবার অভিযুক্ত এই ঘৃণ্য কাজ করে। নাবালিকার মায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে সাব– ইন্সপেক্টর সুকুমার রুইদাস দ্রুত তদন্ত শুরু করে তেজেন মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করে এবং তদন্ত সমাপ্ত করে নিখুঁত চার্জশিট জমা করেন। এরপর বিচার প্রক্রিয়া শেষে ৩ ডিসেম্বর আলিপুর কোর্টের বিচারক রিম্পা রায় সমস্ত ঘটনা এবং পরিস্থিতি যথাযথভাবে পর্যালোচনা করে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আজীবন কারাদণ্ড এবং ১ লক্ষ টাকা জরিমানার নির্দেশ দেয়। জরিমানা অনাদায়ে আরও ৬ মাস কারাদন্ডের নির্দেশ দেওয়া হয়। পাশাপাশি নির্যাতিতাকে ৪ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দেন বিচারক।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৬০ বর্ষ, ০৭ সংখ্যা, ০৬ ডিসেম্বর – ১২ ডিসেম্বর, ২০২৫

শ্যামাপ্রসাদ–নজরুলকে ভারতরত্ন নয় কেন?

দেশভাগের ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দুটি রাজ্য পাঞ্জাব ও বাংলা। পাঞ্জাবের ক্ষেত্রে অকালী দলের নেতৃত্বের বদান্যতায় জনবিন্যাসের কিছুটা ক্ষতি কম হলেও বাংলার ক্ষেত্রে বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছে সমাজ, সংসার, সম্পত্তি এবং পরিবার।

সেই সময় কিছু বামপন্থী দল ব্রিটিশের সুরে সুর মেলানোয় বাঙালির ভাগ্যাকাশ দুর্ভোগ ও দুর্যোগের কালো মেঘে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে দিয়েছিল। পরবর্তীকালে হিন্দু বাঙালি সম্প্রদায়ের এক তরফা বাস্তুহারা হওয়ার ঘটনা আজও ইতিহাস। গঙ্গা–পদ্মা দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গিয়েছে। বর্তমান প্রজন্মের অধিকাংশ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব দেশভাগের সেই মানুষের তৈরি মহা দুর্ভোগের অভিজ্ঞতা কিংবা স্মৃতিকে ধরে রাখতে চান না। কিন্তু ইতিহাসের শিক্ষা না নেওয়ার ফলে আজও বিভিন্ন প্রান্তে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা মাঝেমধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়। রাজনৈতিকরা সাম্প্রদায়িকতাকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করেন এমনটা নয়। অজস্র ছোটখাটো বড় দাঙ্গা হাঙ্গামার খবর দেশের গণমাধ্যমে কখনো উঠে আসে কখনো বৃহত্তর স্বার্থে উল্লেখ করা থেকে বিরত থাকা হয়।

সাম্প্রদায়িক ঐক্যের বোধ সঠিকভাবে জাগিয়ে তোলার জন্য এবং জাগিয়ে রাখার জন্য যা যা আন্তরিকভাবে পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি ছিল বিভিন্ন স্তরে তা হয়েছে অত্যন্ত যান্ত্রিকভাবে। রাজনৈতিক দলের কর্মীদের মধ্যে দেশপ্রেম থেকে দলপ্রেমকে অনেক উর্ধ্বে রাখা হয়েছে। ইতিহাস চেতনার তীব্র অভাব বোধ আজও তাই কাজী নজরুল ইসলাম কিংবা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে, তাঁদের অবদান সম্পর্কে তীব্রভাবে উদাসীন শুধু নয় মাঝে মধ্যে সমাজ মাধ্যমে এনাদের সম্পর্কে কুরুচিকর উক্তি–মন্তব্য করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা গ্রস্থ হয়না। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পূর্ব পাকিস্তানকে টুকরো করে ভারতের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। যা আজ পশ্চিমবঙ্গ নামে পরিচিত লাভ করেছে। কাশ্মীরে তাঁর মৃত্যুর রহস্য উন্মোচনের জন্য আন্তরিক প্রয়াস নেয়নি কোনও রাজনৈতিক দল বা সরকার। অন্যদিকে, কাজী নজরুল ইসলামের অসামান্য অবদান, তাঁর দারিদ্রতা ও অসুস্থতায় রাষ্ট্রের উদাসীনতা এবং প্রবাসে জীবন অবসান সংগ্রাম নয় জীবন গাঁথা তুলে আনা হয়নি ইতিহাসচর্চা কিংবা শিক্ষার অঙ্গনে।

নেতাজি–বিবেকানন্দ–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ ব্যক্তিত্বের সারা ভারতব্যাপী পরিচিত থাকায় ভারতরত্নের প্রয়োজন হয় না ঠিকই কিন্তু শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও কাজী নজরুল ইসলামের অবদানকে সারা ভারতবাসীর কাছে তুলে ধরার সঠিক প্রয়াস সেভাবে আজও হয়নি। ভারতরত্নের খেতাব বঙ্গবাসীকে নয় ভারতবাসীকে ধন্য করবে। আগামী প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে বাংলার মাটি থেকে দাবি উঠুক শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও কাজী নজরুল ইসলামকে মরণোত্তর ভারত রত্ন প্রদানের দাবি।

কয়েকটি যাত্রার আজকাল

নরেন্দ্রনাথ কুলে

সারা ভারতবর্ষ জুড়ে ভারত জোড়ো যাত্রা যা ন্যায় যাত্রা নামে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী মণিপুর থেকে মুম্বই অভিযান করেছিলেন গত লোকসভা ভোটের আগে। তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা ও সাধারণ সম্পাদক গত বিধানসভা ভোটের আগে জনসংযোগ যাত্রা করেছিলেন উত্তর বাংলা থেকে দক্ষিণ বাংলা। কংগ্রেস ও তৃণমূলের এই যাত্রার লক্ষ্য অবশ্যই ভোট। ভোট যত আসে তত ন্যায়ের কথা আসে, জনসংযোগের কথা আসে। জনসংযোগে একেবারে মাটির মানুষ হয়ে যান নেতারা। মিডিয়ায় প্রচারিত ছবি সেই প্রমাণ দেয়।

তবে আর একটি মহাযাত্রা স্বাধীনোত্তর এই দেশে ঘটেছে। ধর্মের নামে এক রাজনৈতিক যাত্রা। ১৯৯০ সালে বিজেপির নেতা আদবানীর রাম রথযাত্রা। যে যাত্রায় বিজেপির ভোটযাত্রা অত্যন্ত সফল হয়েছে এবং এখনও তার প্রতিফলন ভোটের ঘরে দেখা যাচ্ছে বলে রাজনীতি বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। তবে প্রতি ভোটে তাঁদের সংকল্পপত্রে ভগবান রাম নামের প্রকল্পসূচী থেকে তা পরিষ্কার করে দিয়ে এসেছে এতদিন, যা বোঝার জন্য রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ না হলেও চলে।

এখন সিপিএম বাংলা বাঁচাও যাত্রা শুরু করেছে উত্তর বাংলা থেকে যা শেষ হবে দক্ষিণ বাংলায় আগামী ১৭ ডিসেম্বর। সিপিএম–এর এই যাত্রাও আগামী বিধানসভা ভোটের লক্ষ্যে। বাংলায় বিধানসভা ভোট আগামী ছয় মাসের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে, যদি সব ঠিকঠাক থাকে। তার আগে ভোটের ঘন্টা অন্যান্য রাজনৈতিক দল তাদের কর্মসূচিতে যেমন বাজিয়ে দিয়েছে, তেমনই সিপিএমও এই যাত্রা দিয়ে বাজিয়ে দিল। কিন্তু বাংলা বাঁচাও কেমনভাবে হবে। সিপিএম–এর সম্পাদকের কথায় ভয়মুক্ত, সংকটমুক্ত ও সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত বাংলা গড়ার লক্ষ্যে তাঁদের এই যাত্রা। এই বাংলায় তাঁরা একটানা চৌত্রিশ বছর শাসন করেছেন। তখন কি এই তিনটি শব্দের অর্থ একশো শতাংশ বাংলার পাহাড় থেকে সাগর পর্যন্ত তার মর্যাদায় ছিল? ভয়মুক্ত শব্দটির কথা বললে তখন আর এখনের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে বলা যায় কি? তখন কারা ভয়মুক্ত ছিল, আর এখন কারা ভয়মুক্ত আছে? এ প্রশ্নের উত্তর আজ দেওয়ার আর প্রয়োজন আছে কি? কংগ্রেস আমলের পুলিশ, সিপিএম আমলের পুলিশ আর এই তৃণমূল আমলের পুলিশ আগেও কি নিরপেক্ষতায় কাজ করে এসেছে, এখনও করছে তা কি বলা যেতে পারে? যে দলের যখন সরকার, পুলিশ কিন্তু তার। এর অন্যথা এখনও হয়েছে কি? আর চৌত্রিশ বছরে বাংলা সংকটমুক্ত হলে আজকে কোন সংকটের কথা নতুন করে বলতে হচ্ছে। তাদের আমলে বাংলায় শিক্ষা সংকটের পথ ত্বরান্বিত হয়নি কি? পড়ুয়াদের কথা ভেবে পাশ–ফেল প্রথা থেকে ইংরেজি তুলে দিয়ে কি সেই ভাবনার সত্যতা আজ কি প্রমাণ করে? এ রাজ্যের কলকারখানা থেকে অফিসকাছারির কর্মসংস্কৃতি

তাদের আমলে কি উন্নততর হয়েছিল? কোন কোন স্থানে তাদের নোংরা দলীয় হস্তক্ষেপ ছিল না তারা কি আজ ভুলে গেছে? সাম্প্রদায়িকতামুক্ত শব্দটির অর্থ তাদের কাছে কেমন ছিল? তার একটি উদাহরণ দিলে পরিষ্কার হবে। তাদের সেই সাম্প্রদায়িকতামুক্ত ভাবনায় সংস্কৃতির শহর কলকাতায় বাংলাদেশের লেখিকা তসলিমা নাসরিন আশ্রয় পান নি। এর ইংগিত কি মুক্ত ভাবনার? তাহলে আজকে তাদের বাংলা বাঁচাও যাত্রা কোন মুক্তি দেবে? তবে এই যাত্রা তাদের ভোটযাত্রার কর্মসূচী ছাড়া আর কি? আর এমন ভোটযাত্রায় দেশ সংকটমুক্ত, ন্যায়ের পথ যে হতে পারে না তা স্বাধীনোত্তর এত সময় পরেও বলে দিচ্ছে। শুধু ভোট বাংলা বা দেশকে সংকটমুক্ত করতে পারে তা এই যাত্রার সারমর্ম হতে পারে না। উন্নত সংস্কৃতির চর্চা ছাড়া ভোট সংকটমুক্ত সমাজ দিতে পারে, তা কি নিশ্চিত? সেই সংস্কৃতি নিয়ে বিজেপি, কংগ্রেস, তৃণমূল, সিপিএম গর্ব করতে পারে, তা কি বলা যায়?

এই বাংলা জুড়ে আর একটি যাত্রা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। সিপিএম–এর বাংলা বাঁচাও যাত্রা র পাশাপাশি এই যাত্রার নাম অঙ্গীকার যাত্রা। কোচবিহার থেকে আগামী ৯ ডিসেম্বর যাত্রা শুরু আর পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, কাকদ্বীপ থেকে এমনভাবে যাত্রা শুরু হবে যাতে সব যাত্রা একই সময়ে কলেজস্ট্রীটে বিদ্যাসাগর মূর্তির পাদদেশে মিলিত হবে ১৬ ডিসেম্বর। সমাজ মাধ্যমে এই যাত্রার প্রচার থেকে এইটুকু বোঝা যাচ্ছে যে এ যাত্রা কোন ভোটে জেতার অঙ্গীকার নয়, কোনও ন্যায় বাঁচানোর অঙ্গীকার নয়। আবার বাংলা বাঁচানোর জন্যও যাত্রা নয়। এই যাত্রা নারীর মর্যাদা বাঁচানোর যাত্রা। রাজ্য জুড়ে তথা দেশ জুড়ে নারীর মর্যাদা যেভাবে লুণ্ঠিত হচ্ছে, সেখানে লুণ্ঠনকারী নিরাপদে বিরাজ করার সুবিধাভোগ করতে পারছে কেবল প্রশাসনিক বদান্যতায়, আজ তা আর অস্বচ্ছ নয়। এর বিরুদ্ধে নারীর নিরাপত্তা ও মর্যাদা রক্ষার দাবিতে জাগো নারী জাগো বহ্নিশিখা নামে নারীদের এই অঙ্গীকার যাত্রা এক অভিনব যাত্রা বটে। কারণ এই অঙ্গীকার যাত্রার যাত্রী কেবল নারীরাই। বিশিষ্ট নারীদের (শিক্ষাবিদ, আইনজীবী, চিকিৎসক ও ক্রিড়াবিদ) আহ্বানে এই যাত্রা অরাজনৈতিক হলেও তার রাজনৈতিক ব্যাখ্যা তৈরি হতে পারে, তবে তা কোনো দলীয় ভোটযাত্রা র সমর্থনে, কিংবা কোন দলীয় সমর্থনে নয়। এমনকি এ কথা চর্চিতও হয়নি। তবে রাজ্যজুড়ে নারীদের এমন যাত্রা শুধু অভিনবত্বের দাবি রাখবে তা নয়, রাজ্যজুড়ে নারীদের যাত্রা এই প্রথম বলে দাবি করেছেন উদ্যোক্তারা। উদ্যোক্তাদের কথায়, নারীর মর্যাদা রক্ষায় নিরলসভাবে আজীবন কাজ করে গেছেন মহীয়সী বেগম রোকেয়া, তাঁরই জন্ম ও মৃত্যুদিন স্মরণে ৯ ডিসেম্বর এই যাত্রা শুরু হচ্ছে আর নির্ভয়া দিবস স্মরণে ১৬ ডিসেম্বর শেষ হচ্ছে কলেজস্ট্রীটে বিদ্যাসাগর মূর্তির পাদদেশে। নারীদের সমাজে মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার অন্যতম এবং বাংলায় প্রথম কারিগর বিদ্যাসাগর। তাঁরই পাদদেশে এই যাত্রার সমাপ্তি নারীদের মর্যাদা রক্ষায় কাজ করতে নারীদের অঙ্গীকার নেবার অবশ্যই সঠিক স্থান। তবে সময় বলবে এই নারীরা আগামীদিনে কিভাবে এগিয়ে যাবে।

দেশ দেশান্তরে

স্বদেশীর অর্থ হল মেড ইন ইন্ডিয়া পণ্য

স্বদেশীর অর্থ হচ্ছে, দেশে তৈরি পণ্য। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর স্বদেশী আহ্বানের প্রতি জোর দেন এবং আগামী প্রজন্মের জন্য প্রতিশ্রুতি রেখে যেতে বর্তমান প্রজন্মের কাছে আবেদন জানান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বন্ধুগণ আমি আমার যে কোনও কিছুর জন্য আপনাকে বলছি, আমি দেশের জন্য আপনাকে বলছি, আমি আপনার সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য আপনাকে বলছি। আমি আপনার কাছে আমাকে প্রতিশ্রুতি দিতে বলছি যে, আপনি এখন যা কিছুই কিনুন, সেগুলি হবে দেশীয়। আমরা দেশীয় পণ্য কিনবো। আমরা ভারতে তৈরি পণ্য কিনবো। আমার স্বদেশীর সংজ্ঞা অত্যন্ত সহজ। কোন দেশ থেকে কোম্পানি আসবে, তা কোনও বিষয় নয়, এতে কোন দেশের নাম রয়েছে, তা কোনও বিষয় নয়, এটি অবশ্যই ভারতে তৈরি হতে হবে। বিশ্বের কোন দেশ টাকা বিনিয়োগ করছে, তা কোনও বিষয় নয়, কিন্তু আমার দেশের তরুণদের ঘাম থাকতে হবে। ভারতে যা কিছু তৈরি হবে, তাতে অবশ্যই ভারতীয় মাটির গন্ধ থাকতে হবে। আপনার গ্রামের প্রতিটি দোকানে একটি সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দেন এবং গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করুন যে, এটি হল স্বদেশী। স্বদেশী জিনিসপত্র বিক্রির অঙ্গীকার দেশের প্রকৃত সেবা হয়ে উঠেছে। আজ প্রতিটি ভারতীয় ভোকাল ফর লোকাল–এর ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডার হয়ে উঠছেন, স্বদেশী পণ্য নিয়ে গর্ববোধ করছেন। স্বদেশী কেনা এবং স্বদেশী বিক্রি একটি গর্বের বিষয়। কারণ, নাগরিকদের প্রয়াসের মাধ্যমে এই প্রচারাভিযানে যত বেশি গতি আসবে, বিকশিত ভারতের স্বপ্ন তত দ্রুত বাস্তবায়িত হবে।' এর জন্য উৎপাদনকারীরাও দায়ী। প্রধানমন্ত্রী মোদী পণ্যের গুণগত মান এবং ন্যায্য দাম সুনিশ্চিত করতে আবেদন জানিয়েছেন, যাতে মানুষ আরও বেশি করে ভারতীয় পণ্য কিনতে উৎসাহিত হন এবং অন্যদেরও উৎসাহিত করেন।

ভারতের স্বাধীনতার এক প্রধান অধ্যায় হল স্বদেশী আন্দোলন। ৭ আগষ্ট, ১৯০৫–এ বঙ্গভঙ্গ ঘোষণার পর এর সূচনা হয়েছিল। ভারতীয়রা সরকারি পরিষেবা, বিদ্যালয়, আদালত ও বিদেশি পণ্য বয়কট এবং দেশীয় পনণ্ডকে তুলে ধরার অঙ্গীকার করেন। এই আন্দোলন রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক, উভয় দিক থেকেই ব্রিটিশদের কাছে ছিল এক বড় ধাক্কা।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'স্থিতি প্রকরণ'

তুমি পঙ্কিল মনকে বিবেক–জলে বিধৌত ক"রে নিজে জ্যোতিস্মান্ হয়ে যাও। বিবেক–তরীর আশ্রয় লাভ ক"রে জ্ঞানের আলোয় সত্যস্বরূপ আত্মাকে দর্শন ক"রে সংসারসমুদ্র উত্তীর্ণ হও। বশিষ্ঠ বললেন, হে রাঘব! তুমি সুধী, শম–দম ইত্যাদি সাধনে উদ্যোগী হয়েছ। তোমার যেন কখনও দামব্যলকট দোষ না হয়, বরং তোমার যেন ভীমভাসদৃঢ়ের মত অশোকভাব লাভ হয়। হে রাঘব। এক দামব্যলকট ও ভীমভাসদৃঢ় শব্দ দুটির অর্থ বলছি, শোন। পাতাল প্রদেশে শম্বর নামে এক দৈত্যরাজ নিজ মায়াশক্তিতে বহু অসুর সৃষ্টি ক"রে, বিশাল দৈত্যসেনানী সুগঠিত রাখে। একসময়ে শম্বর প্রবল বিক্রমে দেবরাজ ইন্দ্রকেও যুদ্ধে পরাজিত করে। যুদ্ধক্লান্ত দৈত্যসেনাগণ নিদ্রায় মগ্ন হলে, দেবসেনাবৃন্দ সুযোগ বুঝে তাদের নিরস্ত্র অবস্থায় হত্যা করে। শম্বর অবিলম্বে মায়াকল্পনায় পুনরায় প্রচুর অসুরসেনার আবির্ভাব ঘটায়। কিন্তু দেবসেনার অতর্কিত হানায় সমস্ত দৈত্যসেনার নাশ হতে থাকল। অবশেষে শঙ্কিত শম্বর মায়াশক্তিবলে তিনজন অসুর সৃষ্টি করল, তাদের নাম দম, ব্যাল ও কট। এই ত্রয়ীর কোন বাসনা ছিল না, তাই তারা অজেয়। ঐ সেনাত্রয় যুদ্ধ, জয় বা পরাজয় কিছুই বুঝত না, শুধু কর্তব্যবোধে দেবসেনাদের পরাভূত করাই তাদের একমাত্র কাজ ছিল। নির্বিকার হওয়ায় সেই কাজে তারা সফল হত। বার বার তাদের হাতে দেবসেনাদের পর্য্যুদস্ত হতে হত। দাম, ব্যাল ও কটের এই সাফল্যে শম্বর নিজেকে এবং নিজের অসুররাজ্যকে সুরক্ষিত ভাবতে লাগল। বার বার পরাজিত, লাঞ্ছিত, হৃতবল হয়ে অবিন্যস্ত দেবলোকের অধিবাসীগণ বাধ্য হয়ে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলে বহ্মা তাদের বললেন, দেবগণ! তোমরা আরও বহুকাল শম্বর–সেনাদের পরাজিত করতে পারবে না। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তোমরা সেই অসুরদের ধ্বংস ক"রে নিজ দেবলোকে স্বাধীনভাবে বসবাস করতে পারবে। এখন ঐ তিনি সেনার কোন বাসনা, অহঙ্কার, সুখ–দুঃখের অনুভব ইত্যাদি কিছুই না থাকায় অজেয় হয়ে রয়েছে। অহংবোধ না থাকলে বাসনা থাকে না, বাসনা না থাকলে চিত্তে চঞ্চলতা থাকে না, চিত্তচাঞ্চল্য না থাকলে তাকে কে পরাজিত করবে? তাই তোমরা বার বার প্রচ্ছন্ন যুদ্ধের ব্যস্ততা রেখে বার বার পরাজিত হওয়ার অভিনয় কর। বার বার যুদ্ধজয়ে তাদের অন্তরে অহঙ্কার আসবে, ক্রমে ক্রমে অনর্থকারী দোষ সমূহ অন্তকরণে আশ্রিত হয়ে তাদের হীনবল ও দুর্ভোগের পাত্র ক"রে তুলবে। তখনই দাম–ব্যাল–কটের বধ্যকাল উপস্থিত হবে, ততকাল তোমরা ধৈর্য্যের সাথে নকল যুদ্ধ ও পরাজয়ের অভিনয় ক"রে যাও, তাদের অহঙ্কারী হয়ে ওঠার সুযোগ দাও।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

বহরমপুর ও কৃষ্ণনগর: রবিনহুড নাকি শকুনের মৌতাত!

সামনে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার মরিয়া লড়াই। কেমন ছিল গত নির্বাচনের সংখ্যা চিত্র। এবারেই বা হাওয়া কেমন। সেসব নিয়েই ভোটের হাওয়া বুঝতে লোকসভা পরিক্রমায় নেমে পড়েছেন আমাদের বিশ্লেষক সুবীর পাল। এবার ষষ্ঠ কিস্তি...

একটু দূরেই গভীর সবুজ জঙ্গল। যেন মানুষের পা পড়েনি কতকাল। উপরে রৌদ্দুর মাখা ঘন নীল আকাশ। সেখানে বৃত্তাকারে উড়ে চলেছে এক দঙ্গল শকুন। কেন শকুনের দল এভাবে আকাশে উড়ছে ক্রমান্বয়ে তা কিন্তু সহজেই অনুমেয়। কারণ দিন দুয়েক আগে যে এই বনেরই একটা পশু মরেছে সেখানে। ওই মরদেহ জঙ্গলের চরাভূমিতে পড়ে রয়েছে এখনও। দুর্গন্ধে ম ম করছে এলাকাটা। সুতরাং মরদেহ অস্তিত্বের আকস্মাৎ সন্ধান পেয়েই নীল আকাশ জুড়ে এমন আচমকা শকুন সমাবেশ। এই দৃশ্য দেখে মনে পড়ে যায়, মহাকবি কালিদাসের সেই অমর বাংলা শ্লোক। 'নাই তাই খাচ্ছো, থাকলে কোথায় পেতে, কহেন কবি কালিদাস পথে যেতে যেতে।'

হঠাৎ এমন প্রসঙ্গ এখানে উত্থাপন করা হল কেন, এই প্রশ্নটা স্বাভাবিক ভাবেই পাঠকের মনে উঠে আসবে। আসলে অতি সম্প্রতি রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী নজিরবিহীনভাবে আক্রমণ করেছে তৃণমূল দল তথা তৃণমূল নেত্রীকে। তার মতে, 'তৃণমূল দলটা সবসময় মৃতদেহ খুঁজে বেড়ায়। যেখানেই মৃতদেহ মিলবে সেখানেই শকুনের মতো লোভে ব্যস্ত হয়ে পড়বে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর রাজনীতিটাই তো মৃতদেহ কেন্দ্রিক। বিজেপি কখনই কোনও মানুষের মৃত্যু কামনা করে না। যে কোনও মৃত্যুই দুর্ভাগ্যজনক আমাদের কাছে। কিন্তু তৃণমূল নেত্রী যে পন্থায় মৃতদেহ জোগাড় করে নেতিবাচক রাজনীতি করে চলেছেন সেটা আদতে উনি বাংলার ঐতিহ্যকেই অবমাননা করছেন।'

আবার তাহলে প্রশ্ন উঠবেই, এখানে খামোকা শুভেন্দু অধিকারীর এ হেন মন্তব্য এই পটভূমিতে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠলো কেন শুধু শুধু? এমন প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে মূল প্রতিবাদ্যে আসতে হবে। ঘটনাটা একেবারে টাটকা। অর্থাৎ একদম সাম্প্রতিক ঘটে যাওয়া এক বিএলও"র আত্মঘাতীর প্রসঙ্গ। এলাকাটা সেই ঘুরে ফিরে কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্র। মানে কৃষ্ণনগরের ষষ্ঠীতলা। মৃতার নাম রিঙ্কু তরফদার। বয়স ৫২ বছর। চাপড়া বিবেকানন্দ বিদ্যালয়ের পার্শ্ব শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন জীবিত অবস্থায়। ইদানিং এসআইআরয়ের কাজে তিনি বিএলও বা বুথ লেভেল অফিসার হিসেবে ভোটার তালিকায় নিবিড় সংশোধনের কাজে যুক্ত হয়েছিলেন। রিঙ্কুদেবীর পরিজনের অভিযোগ, তিনি এ্যানুমারেশন ফর্ম বিলির কাজ সঠিক পদ্ধতিতে করছিলেন। কিন্তু ডাটা এন্ট্রির কাজে দক্ষ ছিলেন না। এই নিয়ে মানসিক অশান্তিতে ভুগছিলেন। রাতে নিজের ঘরে তাঁকে ঝুলন্ত ও মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। উনি স্যুইসাইড নোটে এসআইআর নিয়ে নিজের আতঙ্কের কথাই উল্লেখ করে গিয়েছেন।

ব্যাস আর যায় কোথায়। এতেই পলিটিক্স জমে ক্ষীর। রিঙ্কুদেবীর আত্মহত্যা ও সেই স্যুইসাইড নোটের কথা ছড়িয়ে পড়তেই রাজ্য রাজনীতিতে যেন যজ্ঞের আগুনে ঘি পড়ার অবস্থা হয়ে উঠেছে। এমনিতেই বাংলায় এসআইআর লাগু করা নিয়ে রাজ্যের শাসক দল তেলে বেগুনে চটে রয়েছে। তার উপর এরকম একেবারে রেডিমেড টগবগে ইস্যু বলে কথা। পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনার মতো। কালক্ষেপ না করে কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র সঙ্গে সঙ্গে বিবৃতি দিয়ে বসলেন, রিঙ্কু তরফদারের মৃত্যুর দায় নিতে হবে দেশের প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে। তিনি আসলে একটা খুনি। মহুয়া মৈত্রের দলীয় সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরেক কাঠি উপরে উঠে বলেন, 'আমি এই ঘটনায় আতঙ্কিত। রাজ্যে এসআইআর আতঙ্কে মৃত্যুমিছিল শুরু হয়েছে। আমি ভারতীয় নির্বাচন কমিশনে চিঠি দিয়ে জানিয়েছি, বাংলায় এখনই এসআইআর যাতে বন্ধ করা হয়।'

বিএলওর আত্মহত্যাকে ক্যাশ করে যখন তৃণমূল তাদের প্রতিবাদ সপ্তমে উঠিয়েছে তখন এই এসআইআরকে সামনে রেখে রাজ্যের বিরোধী দল বিজেপি নিশ্চয়ই চুপ করে বসে থেকে অযথা তৃণমূলের কল্কেতে তামাক সাজাবে না। তাই রাজ্য বিজেপি নেতৃত্বও পাল্টা দেগেছে এই বলে যে, 'মৃতদেহ নিয়ে রাজনীতি করা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিরাচরিত নোংরা খেলা। অথচ উনি বগটুই কাণ্ডের অগ্নিসংযোগ ও গণহত্যা প্রসঙ্গে স্পিকটি নট্ কেন থাকেন সেটাও কিন্তু পশ্চিমবঙ্গবাসী আজ জানতে চায় উনার কাছ থেকে।'

কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রের আভ্যন্তরে যখন এ হেন ভোট কেন্দ্রিক হাওয়া গরম তখন এর অনতিদূরে আরও একটি সংসদীয় অঞ্চল কিন্তু অন্য আলোচনায় মশগুল। সেই লোকসভা আসনের নাম বহরমপুর। বাংলার নবাবের জেলায় অবস্থিত এই আসনটিতে আবার রবিনহুড হল এখানকার আসল বাজিগর। একদা রাজ্য কংগ্রেসের রবিনহুড হিসেবে পরিচিত ছিলেন লোকসভার প্রাক্তন বিরোধী নেতা তথা পূর্বতন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরি। যিনি একসময় বহরমপুর সহ গোটা মুর্শিদাবাদ জেলার একচ্ছত্র রাজনৈতিক আইকন ছিলেন। সেই অধীরবাবু গত লোকসভা নির্বাচনে বহরমপুরে হেরে যান। আসলে এটাই বাস্তব, চিরদিন সবার সমান নাহি যায়। সুতরাং বহরমপুর লোকসভা অঞ্চলে বর্তমানে উঠে এসেছে এক নতুন মসিহা। তিনি হলেন টিএমসি থেকে সদ্য সাসপেন্ড হওয়া তথা ভরতপুর বিধানসভা থেকে সর্বশেষ জেতা হুমায়ুন কবীর। এই বহুল চর্চিত আঞ্চলিক নেতা এখন তৃণমূলেরই ভোট কাটাকুটির খেলার নয়া রবিনহুড। ভোটের নানা পট পরিবর্তন হতে হতে বহরমপুর অতীতের অধীর গড় থেকে এখন হয়ে উঠেছে অপরীক্ষিত জনজনার্দন হুমায়ুন ঘাঁটি। সেই দূর্গের অভিঘাত এতটাই যে, হুমায়ুন নিজের সাম্প্রতিক বক্তব্যের প্রতি আস্থাশীল হলে, তৃণমূলের নিশ্ছিদ্র সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্ক চির ধরতে বাধ্য। ফলে হুমায়ুন কিন্তু এখন বহরমপুরে শাসক দলের কপালে ইতিমধ্যেই ভাঁজ ফেলে দিয়েছেন। কেউ কেউ বলছেন হুমায়ুন কবীর আসলে বিজেপির হয়ে ড্যামি গেম খেলতে শুরু করেছেন। আবার অনেকে সেই দাবি নস্যাৎ করে, তৃণমূলের

সঙ্গে চোরা সেটিংয়ের গোপন বার্গেইন করে চলেছেন এই সংখ্যালঘু নেতা। তাঁর মুঠোর ইস্যুটা যখন সেই ভানুমতির খেলা বাবরি মসজিদের ঘুমন্ত স্মৃতি। ওদিকে আবার শেষমেষ আগামী ভোটের আগে অধীর রঞ্জন চৌধুরি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে চলেছেন তা নিয়েও কিন্তু হাজার দুয়ারীর নানা খাঁজে রকমারি জল্পনার অন্ত নেই। ফলে অধীর, হুমায়ুন নামক জোড়া হাওয়া মোরগ কোন দিকে ঘুরে স্থির হবে পরিশেষে কে জানে।

আগামী দিনে নবান্ন দখলের লড়াইয়ে এই লোকসভার ভিতরে সে ৭টি আসনে ভোটযুদ্ধ সম্পন্ন হবে সেগুলো হল বড়ঞা, কান্দি, ভরতপুর, রানিনগর, বেলডাঙা, নওদা এবং বহরমপুর।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর থেকে এই লোকসভা কেন্দ্রটিতে পরপর ৭ বার জয় হাসিল করে নেয় আরএসপি। ১৯৮৪ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস জিতে গেলেও পরবর্তী ক্ষেত্রে টানা ৪ বার ফের বামপ্রার্থী এখান থেকে জয়যুক্ত হয়। কিন্তু ১৯৯৮ সালের পর আর বামপন্থীদের কপালে বহরমপুরের সোহাগ জোটেনি। ১৯৯৮ সালে সেখানে কংগ্রেসি রবিনহুড জিতে যায়। সেই শুরু। এই লোকসভা থেকে নাগাড়ে ৫ বার সাংসদ হবার ছাড়পত্র পেয়ে যান সেই তথাকথিত রবিনহুড। কিন্তু ফের ছন্দপতন ঘটল ২০২৪ সালে। আপাতত সর্বশেষ লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের ঔপনিবেশিক পাঠান দমকায় কংগ্রেসের দম কিন্তু পুরোপুরি আটকে যায়। এরপরেই ক্রমাগত অধীর গড়ের নিঃসঙ্গ মুষল পর্ব চলছে তো চলছেই। এখনও পর্যন্ত।

২০২৪ সালের বহরমপুর লোকসভা আসনে মোট ভোটার ছিল ১৭,৮৩,০৭৮ জন। যার মধ্যে তৃণমূল প্রার্থীর ব্যাগে জমা হয়েছিল ৫,২৪,৫১৬টি ভোট। অর্থাৎ ৩৭.৮৮% জনসমর্থন পেয়ে যায় ঘাসফুল কর্তা। সেখানে কংগ্রেসের খাতে পুঞ্জিভূত হয় ৪,৩৯,৪৯৪টি ভোটকাস্ট। যা পাটিগণিতের শতকরা হারে দাঁড়ায় ৩১.৭৪% মানুষের পাশে থাকার অঙ্ক। যার জলবৎ তরলং অর্থ হল ৮৫,০২২ ভোটের পার্থক্যে তৃণমূল হারিয়ে দেয় কংগ্রেসকে।

রাজ্যের বিধানসভা ভোট ২০২১ সালে সংঘটিত হলে বহরমপুর আসনটি জিতে নেয় বিজেপি। পক্ষান্তরে বড়ঞা, কান্দি, ভরতপুর, রেজিনগর, বেলডাঙ্গা এবং নওদা কেন্দ্রগুলোতে বিজয় পতাকা উড়িয়ে ছিল একচেটিয়া ভাবে তৃণমূল সমর্থকরা। বহরমপুরে পদ্মফুলে বুক ফুলিয়ে বিজয়ী ভ্রমর ওড়ে ২৬,৮৫২ ভোটের ব্যবধানে। তেমনই বড়ঞা, কান্দি, ভরতপুর, রেজিনগর, বেলডাঙ্গা ও নওদায় ঘাসফুলের একতরফা সৌরভে সবুজ ফড়িং উল্লাস করেছিল ২,৭০০, ৩৮,০৮০, ৪৩,০৮৩, ৭৯,৭০২, ৫৩,৮৩২ এবং ৭৪,১৫৩ ভোটের যথাক্রম ফারাকে।

যেহেতু বহরমপুর লোকসভা এলাকাটি সংখ্যালঘুদের সিংহভাগ দখলদারিত্বে রয়েছে, সেহেতু বিজেপি কিন্তু তৃণমূলের বিরুদ্ধে সিপিএম ও কংগ্রেস বাদে ১:১ লড়াইতে সরাসরি নামতে রাজি নয়। গেরুয়া দলের এখানে একটাই টার্গেট, মুসলিম ভোট জোটে যেভাবেই হোক ফাটল ধরাও। আর সেই বিভাজন করতে পারলেই এই ৭টি আসনের মধ্যে কমসে কম বিজেপি ৪টিতে জয়ের স্বপ্ন দেখতেই পারে আপাতত দৃষ্টিতে। সুতরাং এখানে যত বেশি করে মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত ড্যামি ক্যান্ডিডেট দেওয়া যায় তৃণমূলের বিরুদ্ধে সেই লক্ষ্যেই কমুণ্ডল বাহিনী এখন থেকে উঠে পড়ে লেগেছে তলে তলে। সেই রসায়নে হুমায়ুন কবীর আবার বিজেপির পরোক্ষের অন্ধের যষ্ঠী হয়ে উঠবে কিনা সেটাই দেখার। উল্টো দিকে এসআইআর নিয়ে এমনিতেই প্রবল চাপে রয়েছে টিএমসি। গত বিধানসভার ফলাফল তারা ধরে রাখতে পারবে কিনা এটাই এখন তাদের কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

পার্শ্ববর্তী কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রটি পর্যালোচনা করতে গেলে এখানে যে সাতটি বিধানসভা রয়েছে সেগুলোর নাম হলো কৃষ্ণনগর উত্তর, কৃষ্ণনগর দক্ষিণ, তেহট্ট, পলাশিপাড়া, কালিগঞ্জ, নাকাশিপাড়া এবং চাপড়া। ঘোর বাম জমানা চলছিল এই রাজ্যে। ১৯৯৯ সাল। রাজ্যবাসীকে আচমকা হতবাক করে এই কেন্দ্রটি জিতে নেয় বিজেপি। এটিই ছিল পশ্চিমবঙ্গ থেকে জেতা ভাজপার প্রথম লোকসভা বিজয়। তবে এই আসনটিতে ২০০৪ সালে সিপিএম জয়ের মুখ দেখে। কিন্তু সিপিএমের খরা যোগ তারপর থেকেই আজও লেগেই রয়েছে। ২০০৯, ২০১৪, ২০১৯ সহ ২০২৪ সালের চারটে নির্বাচনেই তৃণমূল নির্বিঘ্নে জিতে সংসদে শপথ নেয়। গত লোকসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্রে মোট ১৭,৫৫,৬৩১ জন ভোটদাতা ছিলেন। এরমধ্যে বিজেপি ৫,৭২,০৮৪টি ভোট পেয়েছিল ৪০.১৩% গণদেবতার সমর্থনে। আবার টিএমসি বিপরীতে ভোট ৪৪.১০% ভোট পায় ৬,২৮,৭৮৯ জনের আশীর্বাদ হাসিল করে। সুতরাং এখানে ২০২৪ সালে ৫৬,৭০৫ ভোটের ব্যবধানে তৃণমূল শেষ হাসিটা হাসে।

বিগত বিধানসভা নির্বাচনে কৃষ্ণনগর উত্তর আসনে বিজেপি ৩৫,০৮৯ ভোটে জিতলেও কিছুদিনের মধ্যেই স্থানীয় বিধায়ক তৃণমূল শিবিরে ভিড়ে যান। তবে দলবদল করলেও বিধানসভার অধ্যক্ষ নিজস্ব ক্ষমতাবলে ওই বিধায়কের সদস্য পদ জিইয়ে রাখেন এতদিন। কিন্তু অতি সম্প্রতি স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন মর্জি সরাসরি বাতিল করে কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয় স্পষ্ট জানিয়ে দেয় যে, ওই বিধায়কের সদস্যপদ খারিজ করে দেওয়া হলো। যদিও কৃষ্ণনগর দক্ষিণ, তেহট্ট, পলাশিপাড়া, কালিগঞ্জ, নাকাশিপাড়া আর চাপড়া আসনগুলো টিএমসি গত বিধানসভা ভোটে নিজেদের দখলে রেখেছিল নির্বাচনী ময়দানের সিকন্দর হয়ে। এই কেন্দ্রগুলোতে তৃণমূল জিতে গিয়েছিল পর্যায়ক্রমে ৯,৩০৫, ৬,৯১৫, ৫১,৩৩৬, ৪৬,৯৮৭, ২১,২৭১ এবং ১২,১১৮টি ভোট অতিরিক্ত পেয়ে।

তৃণমূল ভবনের এবারের ভাবনা, এখানকার এই সপ্তরথী কিভাবে নিজেদের মুঠোয় নিয়ে আসা যায়। তেমনই বিজেপির ধারণা, ৭ টার মধ্যে ৫ টাও জিততে পারলে কিন্তু পরিকল্পিত কেল্লা ফতে করা সম্ভব। পাশাপাশি এখানকার জনগণ কিন্তু এটাও শ্যেন দৃষ্টিতে লক্ষ্য রাখছেন, সদ্য আদালত নির্দেশিত বাতিলের খাতায় লিপিবদ্ধ হওয়া বিধায়ক মুকুল রায় বা সাংসদ মহুয়া মৈত্রের প্রতিশ্রুতি রাখার ধারাবাহিকতার উপর। সুতরাং বৃক্ষ তোমার নাম কি তা ইভিএভ মেশিনের গণনাতে স্পষ্ট হয়ে যাবে। তাই তো?

‘চলাচল’–এর উদ্বোধন

জয়ন্ত চক্রবর্তী, শিলিগুড়ি : ২রা ডিসেম্বর ২০২৫ মঙ্গলবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের ১৫ নম্বর ও ২১ নম্বর ওয়ার্ডে ৭২,২৪,৮৪২.০০ টাকা অর্থানুকূল্যে বয়স্ক নাগরিক এবং শিশুদের বিনোদনের জন্য শিলিগুড়ি পুরনিগমের অধীনস্থ ১৫নং এবং ২১নং ওয়ার্ডের সীমান্তবর্তী স্থানে নবনির্মিত উদ্যান “চলাচল”–এর শুভ উদ্বোধন করেন কাউন্সিলর কুন্তল রায়। শিলিগুড়ি পুরো নিগমের মেয়র গৌতম দেব অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পুরো নিগমের ডেপুটি মেয়র তথা ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর রঞ্জন সরকার মেয়র পরিষদ সদস্যসহ ২১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার প্রমুখ। এই উদ্যানটি বয়স্ক নাগরিক এবং শিশুদের খেলাধুলা বিনোদনের জন্য শিলিগুড়ি পুরো নিগমের এই প্রয়াস তাঁরা ভুয়সী প্রশংসা করেন। উক্ত দুই ওয়ার্ডের বয়স্ক নাগরিক ও শিশুদের অভিভাবকবৃন্দের বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা আজ বাস্তবায়িত হওয়ার দরুণ তারা আপ্লুত।

পূর্ণতা পাক গুপ্ত বৃন্দাবন

প্রথম পাতার পর

সুমন পাড়ুই জানালেন, আগামী ২০২৭ সালের মধ্যে গুপ্ত বৃন্দাবনের কাজ সম্পূর্ণ হবে বলেই আশা করা যায়। তবে এ ব্যাপারে সকলের সহযোগিতা একান্ত ভাবে প্রার্থনা করে বাওয়ালি মন্দির উন্নয়ন কমিটি। আগামীদিনে এই গুপ্ত বৃন্দাবন ধামে গড়ে উঠবে গোশালা, বৃদ্ধাশ্রম, দাতব্য চিকিৎসালয়, শৌচাগার। নৃত্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ইতিমধ্যেই চলছে, আগামী দিনে এখানে অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবার ব্যবস্থা করা হবে এবং একটি ভোগ ঘর করা হবে যেখানে তীর্থযাত্রীরা এখানে প্রতিদিন ভোগ পাবেন। এছাড়া মন্দিরের নিত্যপূজা ভোগ নিবেদনের জন্য ভক্তদের জন্য নানা কর্মসূচি ঘোষণা করেছে মন্দির উন্নয়ন কমিটি। যে কোন ভক্তজন তাদের জন্মদিন বা বিবাহ বার্ষিকী বা প্রিয়জনের উদ্দেশ্যে এখানে ন্যূনতম ৫০০ টাকার বিনিময়ে ভোগ নিবেদন করতে পারেন। তবে যিনি বা যে পরিবার করবেন তাদেরকে অবশ্যই ওই দিন উপস্থিত থাকতে হবে। তাছাড়া বাওয়ালি মন্দির উন্নয়ন কমিটি মন্দির উন্নয়ন বা পরিকাঠামোর জন্য বিভিন্ন এলাকায় ভাণ্ডার প্রদান করে থাকেন যেটা ডিসেম্বর থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত যা ভক্তবৃন্দ ভান্ডারে ফেলবেন সেটা সংগ্রহ করা হয় দান হিসাবে। দোলযাত্রা উদযাপনের পাশাপাশি বাওয়ালিগুপ্ত বৃন্দাবন ধামে রাস পূর্ণিমা উৎসব, দন্ডী উৎসব, রথযাত্রা, উৎসব এবং গোষ্ঠ মেলার ও আয়োজন করা হয় আন্তরিকতার সঙ্গে। বাওয়ালি মন্দির উন্নয়ন কমিটির পক্ষ থেকে ঠিক হয়েছে আগামীদিনে গুপ্ত বৃন্দাবন ধামে প্রবেশ করতে হলে অবশ্যই তিলক সেবা নিয়ে প্রবেশ করতে হবে। ইতিমধ্যেই বাওয়ালি মন্দির উন্নয়ন কমিটিতে ৩০০ জন পুরুষ সদস্য আছেন এবং ৩০০ জন মহিলা সদস্যা আছেন। এছাড়াও হাজার হাজার ভক্ত জন এই বৃন্দাবন ধামের নেপথ্যে সহযোগিতা করছেন। ইতিমধ্যেই মহিলা সমিতির দ্বারা হস্তশিল্পের স্টল, কোল্ডড্রিংস, আইসক্রিমের স্টলেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। যে সমস্ত মহিলা সদস্যরা এখানে বিনাশ্রমে কাজ করছেন আগামী দিনে তাদের জন্য স্টলেরও ব্যবস্থা করা হবে। মন্দির উন্নয়ন কমিটির সম্পাদক সুমন পাড়ুই জানালেন, যদি বাওয়ালি গুপ্ত বৃন্দাবন ধামকে কেউ আর্থিকভাবে বা অন্যভাবে সহযোগিতা করতে চান তাহলে যোগাযোগ করতে পারেন সুমন মণ্ডলের সঙ্গে, তার ফোন নম্বর ৮১০০০৬৭৮৪১ এবং শুভাশিস চক্রবর্তীর সঙ্গে তার ফোন নম্বর ৮৭৭৭৭৯৬০০২। বাওয়ালি মন্দির উন্নয়ন কমিটির সকল সদস্য সদস্যাবৃন্দের একটাই আবেদন সকলের সহযোগিতায় দ্রুত পূর্ণতা পাক বাওয়ালি গুপ্ত বৃন্দাবন ধাম।

বিশিষ্ট সমাজসেবী বাসুদেব কাবড়ি এই প্রসঙ্গে বলেন, বাওয়ালির একটি প্রাচীন ঐতিহ্যকে বাওয়ালি মন্দির উন্নয়ন কমিটি ও গ্রামবাসী সংস্কার করে নব রূপে গড়ে তুলছে এ খুবই আনন্দের কথা। আমি ওদের সঙ্গে আছি আগামীদিনেও থাকবো।

উদ্বেগ বাড়ছে মতুয়াদের

প্রথম পাতার পর

যারা সিএএতে আবেদন করলেও এখনও নাগরিকত্ব পায়নি তাদের সাময়িক ভোটার হিসাবে তালিকাভুক্ত করা যায় কিনা খতিয়ে দেখা হোক। তবে আদালতের এই পর্যবেক্ষণও নিশ্চিত করতে পারছে না মতুয়া সম্প্রদায়কে। তারা উদ্বেগ নিয়ে অপেক্ষা করছেনা খসড়া তালিকায় কি আসে তা দেখার জন্য। অনেকের আশা কেন্দ্রীয় সরকার নিশ্চই কোন বিশেষ নির্দেশিকা প্রকাশ করবে।

সমস্যায় জর্জরিত শুশুনিয়া

প্রথম পাতার পর

এক প্রকার বাধ্য হয়ে সাধারণ মানুষকে এই বিপদজনক সেতুর ওপর দিয়ে নিত্য যাতায়াত করতে হচ্ছে। এই বিষয়ে স্থানীয় গ্রামবাসীরা বারবার প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেও কোন কাজ হয়নি বলে অভিযোগ জানান। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক সবজি ব্যবসায়ী জানান, ‘জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমাদের বর্ষার সময় যাতায়াত করতে হয় এই ব্রিজের উপর দিয়ে। প্রশাসনের নজর দেওয়া দরকার, কতদিন এভাবে বেহাল অবস্থায় পড়ে থাকবে এই সেতুটি। শুশুনিয়া পাহাড়ের মত পর্যটন কেন্দ্রের কাছাকাছি গ্রামে আমরা বাস করি। তাও প্রশাসন আর কতদিন এভাবে অবহেলা করবে আমাদেরকে? কতদিন আর এই ভাবেই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পারাপার করতে হবে আমাদের?’ এই সব গ্রামের মানুষের কাছে সেতুটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, উত্তর নেই কারুর কাছেই সমাধানের আশায় প্রহর গুনছে ১২টি গ্রামের মানুষ।

সুফলা বঙ্গের কৃষি কথা

একই জমিতে একত্রে একাধিক ফসল চাষ হচ্ছে সুন্দরবনে

নিজস্ব প্রতিনিধি, সুন্দরবন : একই জমিতে একই সাথে বিভিন্ন স্তরের একাধিক ফসল চাষ করে লাভের মুখ দেখছেন সুন্দরবনের কৃষকরা। সুন্দরবনের পশ্চিম জটায় মাল্টিলেয়ার ফার্মিং করে লাভ পাচ্ছেন কৃষকরা। একই জমিতে এক সঙ্গে বিভিন্ন স্তরে একাধিক ফসল চাষ করে বেশি আয় পাওয়ার লক্ষ্যে এই কাজ করা হয়।

মূলত ৪টি স্তরে চাষ হয় এখানে। প্রথমে একেবারে নীচের স্তরে আদা, হলুদ, বীট, আলু এই জাতীয় ফসল চাষ হয়। তার উপর দ্বিতীয় স্তরে পালং শাক, ধনেপাতা জাতীয় সবজি। তৃতীয় স্তরে টমেটো, বেগুন জাতীয় গাছ এবং একেবারে উপরে চতুর্থ স্তরে ঝিঙে, লাউ, শসরে এই ধরনের লতা জাতীয় গাছকে লাগানো হচ্ছে। এর ফলে একই জমিতে বিভিন্ন স্তরে চাষ করে কম সময়, স্বল্প খরচে ও সীমিত জায়গাতেও বেশি ফসল উৎপাদিত হচ্ছে, ফলে লাভের পরিমাণও হচ্ছে বেশি।

এ ব্যাপারে সুন্দরবনের এক চাষী বলেন, ‘এই চাষ গ্রামের প্রায় ৯০ শতাংশ মানুষজন করছেন। ফলে একটি জমিতেই সব রকম ফসল ফলছে। এছাড়াও এই গ্রামের চাষের

জন্য কোনো ও রাসায়নিক সার ব্যবহার করা হয় না। ফলে লাভ হয় বিস্তর। সমস্ত রকমের জৈব সার ও ঔষধ ব্যবহার করা হয়। ফলে সেই দিক থেকে দেখতে গেলে এটি একটি জৈব গ্রাম ও বলা যায়। এই চাষে লাভের দিক লক্ষ্য করে গ্রামের বহু কৃষক এই চাষ করছেন।’

মাল্টিলেয়ার ফার্মিং এখন খুবই জনপ্রিয়। এক্ষেত্রে একটি ফসলে ক্ষতি হলেও অন্য ফসল থেকে লাভ পাওয়া যায়। আবার এই পদ্ধতিতে চাষ করলে জলের ব্যবহালও কম হয়, ফলে জলের সঞ্চয়ও হয় আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় আসুবিধা কিছুটা কম হয়। অন্যদিকে, বছর জুড়ে চাষের পাশাপাশি জমির সর্বোত্তম ব্যবহারের জন্য এই মাল্টিলেয়ার ফার্মিং এখন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। আগামী দিনগুলিতে এই চাষ সুন্দরবনের সব জায়গায় হবে বলে মনে করছেন কৃষি বিশেষজ্ঞরা।

নোনা মাটিতে কমলালেবু চাষে দিশা দেখাচ্ছেন মহান্তি পরিবার

সুভাষ চন্দ্র দাশ, সুন্দরবন: পৃথিবীর বৃহত্তম ব–দ্বীপ ম্যানগ্রোভ অরণ্য তথা বাঘের আস্তানা সুন্দরবন নোনা আবহাওয়া ও মাটিতে ভরা। সুন্দরবনের অধিকাংশ জলাজমিতে এক ফসলি চাষ হয়। এছাড়াও সুন্দরবনের মাটিতে কমলা লেবু কিংবা মৌসুমি লেবু ফলন একেবারেই অসম্ভব। যেটা দার্জিলিংয়ের পক্ষে উপযুক্ত স্থান। সেই অসম্ভবকে সম্ভব করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন ক্যানিংয়ের হেড়োভাঙার মহান্তি পরিবার। সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার ক্যানিং থেকে সামান্য দূরত্বে গোপালপুর পঞ্চায়েতের হেড়োভাঙ্গা মহান্তি পরিবারের বসবাস। বিগত দিনে পরিবারের সদস্যরা যে সমস্ত ফল–ফুল ভীন রাজ্য কিংবা ভীন জেলায় অনায়াসে ফলন সম্ভব, সেই সমস্ত ফল–ফুল চাষে উদগ্রীব হয়েছিলেন। কোন রকম ফল না পেয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। গত বছর তিনেক আগে ক্যানিং বাজার থেকে ১০ টাকা পিস দরে কয়েকটি দার্জিলিংয়ের কমলালেবু কিনেছিলেন। সেই লেবুর বীজ দিয়ে চারাগাছ তৈরি করেছিলেন। প্রায় ৪টি চারা গাছ হয়েছিল। সেই

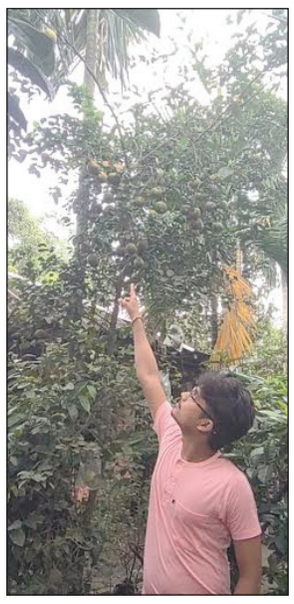

সমস্ত চারাগাছ পরিচর্যা করে বড় করছিলেন। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগ সমস্ত চারা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। একটি মাত্র চারা বেঁচেছিল। সেই চারাগাছ সযত্নে পরিচর্যা করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলেন মহান্তি পরিবার। ইদানিং আগষ্টের শেষ লগ্নে লেবু গাছের শাখাতে কুঁড়ি ধরেছিল। বর্তমানে ওই একটি গাছে সুগন্ধে ভরপুর বড় বড় শতাধিকেরও বেশি কমলালেবু ফলেছে। এছাড়াও মহান্তি পরিবারের বাগানে রয়েছে জাপানের বিখ্যাত আম গাছ, ড্রাগন গাছ, মৌসুমি লেবু, আঙুর গাছ ইত্যাদি।

মহান্তী পরিবারের সদস্য নয়ন ওরফে দেবাশীষ মহান্তি জানিয়েছেন, ‘ছোট থেকে ফল ফুলের চারাগাছ রোপণ করার ইচ্ছা পরিবারের সকলের। ইদানিং কমলালেবু, মৌসুমি লেবু গাছ রোপণ করে পরিচর্যা করেছিলাম। তিন বছর পর লেবু গাছে ফল হয়েছে। সুগন্ধ রয়েছে। এছাড়াও অতিরিক্ত ফলন হয়েছে ঠিকই, তবে লেবু অত্যন্ত টক। কৃষি দপ্তরের বিভিন্ন জায়গায় পরামর্শ নিয়েছি। কি ভাবে মিষ্টি কমলালেবু চাষ সম্ভব হয় সেই চেষ্টা চলছে এবার।’

অন্নপূর্ণা পুজোয় রক্তদান শিবির

রুমা খাতুন : বীরভূম–মুর্শিদাবাদ সীমান্তের দ্বারকা নদীর তীরঘেঁষা ছোট্ট জনপদ কামারপুর। ধান কাটার মরসুমে ঘরে–বাইরে কাজের চাপ তুঙ্গে। তবু সেই ব্যস্ততার ফাঁকেই মানবিক কর্তব্যকে অগ্রাধিকার দিল গ্রামবাসী। নবান্ন বা অন্নপূর্ণা পুজোর আবেগমাখা দিনে গ্রামের যুবকদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল একটি স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির। প্রায় ৬০–৭০ পরিবারে ভরা এই ঝিল্লি অঞ্চলের গ্রামে ৩ ডিসেম্বর সকালে থেকেই উৎসবের আবহ। কৃষিকাজের ব্যস্ত সময়েও গ্রামের মানুষ কাজ থামিয়ে হাজির হন শিবিরে। পুরুষ–মহিলা মিলিয়ে মোট ২৩ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করা হয়, যা গ্রামবাসীর সচেতনতা

এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার বিরল উদাহরণ হিসেবে সামনে এসেছে। সহযোগিতায় ছিল বীরভূম ভলান্টিয়ার ব্লাড ডোনার্স অ্যাসোসিয়েশন। ৮ বছরের শিশু থেকে শুরু করে ৮০ বছরের প্রবীণ—সবাই উপস্থিত হয়ে রক্তদাতাদের উৎসাহ দিয়েছেন। এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও অনুষ্ঠানে যোগ দেন এবং গ্রামের এই মানবিক উদ্যোগের প্রশংসা করেন।

এবার জেলা বইমেলা ফলতায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : এবছর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা বইমেলা অনুষ্ঠিত হবে ফলতা ব্লকের বাসুদেবপুর ফুটবল মাঠে আগামী ৮ ডিসেম্বর। মেলা চলবে ১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত। গত বুধবার ডায়মন্ডহারবার মহকুমায় আসন্ন জেলা বইমেলা নিয়ে একটি বিশেষ বৈঠক হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাধিপতি নীলিমা মিস্ত্রি বিশাল, এসডিও ডায়মন্ড হারবার শুভ্রজিত গুপ্ত, ফলতার বিধায়ক শংকর নস্কর, এবং জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক শেখ সাইদুল্লা প্রমুখ। এবছর জেলা বইমেলা ৩১ তম বর্ষে পদার্পণ করতে চলেছে। জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক শেখ সাইদুল্লা জানান, এ বছর জেলা বইমেলা ৮ ডিসেম্বর উদ্বোধন হবে। উদ্বোধন করবেন পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী। মেলাতে মোট ৭৫ টি স্টল থাকবে। টাউন ও জেলা গ্রন্থাগারের জন্য পৃথক স্টল এবং লিটিল ম্যাগাজিনের জন্য পৃথক স্টল থাকবে। প্রথম দিন একটি সুদৃশ্য র‍্যালি অনুষ্ঠিত হবে তারপর বিভিন্ন দিনে সেমিনার, কবি সম্মেলন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন থাকবে। এবারের জেলা বইমেলার মূল থিম– ‘বাংলা ভাষাকে উদ্বুদ্ধ করা আমাদের অধিকার।’ মেলায় প্রতিদিনই বিশিষ্ট মানুষজন গুণীজন কবি সাহিত্যিক এবং জনপ্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকবেন। জেলা বইমেলা উপলক্ষে একটি স্মরণিকাও প্রকাশ করা হবে। জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক শেখ সাইদুল্লা সকলকে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা বইমেলায় আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

ধর্মীয় মাতামাতি

প্রথম পাতার পর

এর ফলে হয়তো বিরোধী বিজেপি শিবিরের মুখে হাসি ফুটতে পারে। তবে বিশেষজ্ঞ রাজনৈতিক মহলের অভিজ্ঞতা বিধানসভার নির্বাচনের আগে এই ধর্মীয় মেরুকরণ বাংলা জুড়ে আরো প্রকট হবে। এর আগে কোন নির্বাচনের আগে ধর্ম নিয়ে মাতামাতি এত প্রকট হয়নি। কর্মসংস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামগ্রিক উন্নয়ন চুলোয় যাক এখন ধর্মই হচ্ছে মানুষের মূল হাতিয়ার। বাঙালি ঘরপোড়া গরু। ধর্মীয় উন্মাদনা, দাঙ্গার সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়। ধর্মের হানাহানিতে যদি ভোটের ময়দানে আরও কিছু বাঙালির প্রাণ যায় তাহলে তা হবে নতুন আর এক ট্র্যাজেডি।

বঙ্গে সাফল্য নিয়ে ধন্দ চরমে

প্রথম পাতার পর

বিক্ষোভ ধর্ণায় অশান্তি সৃষ্টি করে এ সুযোগ করে দিলেন বাংলার কিছু বিএলও এবং তাদের কিছু সর্মথক। এত দাবি থাকতেও আদালতও পাত্তা দেয়নি বিএলওদের চাপকে। এসআইআর করে কমিশন ইতিমধ্যেই চিহ্নিত করে ফেলল এ রাজ্যের কিছু অফিসার ও কর্মীকে যাঁদের হয়তো দূরেই থাকতে হবে আগামী নির্বাচনের কাজ থেকে। চাপের কাছে নতি স্বীকার করে এরা নিজেদেরকেই কলঙ্কিত করল নিজেরা। আরও আশ্চর্যের হল এ রাজ্যের বিএলওরা শুধু নিজেদের নয়, রাজনৈতিক দৈন্যতায় কোনো বাদ ছাড়াই ১০০% ফর্ম ফেরত দিয়ে কমিশনের হাতে তুলে দিল ২২০৮টি ভোটকেন্দ্রের তালিকা। পরে কমিশন সতর্ক করায় সেই সংখ্যা ৭–এ নেমে এলেও আগামী নির্বাচনে এই ২২০৮টি বুথে যে কমিশনের বাড়তি নজর থাকবে তা বলাইবাহুল্য। তবে এতকিছুর পরেও বাংলার এই কলুষিত রাজনৈতিক কালচারে নির্বাচন কমিশনের প্রাণপণ চেষ্টার পরেও ত্রুটিমুক্ত স্বচ্ছ ভোটার তালিকা আদৌ তৈরি হবে কিনা তা নিয়ে ধন্দে রয়েছে বঙ্গবাসী।

বছরভর বাংলা–বাঙালি সংস্কৃতি নিয়ে আকাশ বাতাস মুখরিত করলেও আসলে বাংলার রাজনৈতিক নেতা নেত্রী ও সরকারি কর্মচারীরা এসআইআর নিয়ে যা করলেন তা সারা ভারতে দৈন্য করল এই বাংলাকেই। একদিন এসআইআর শেষ হয়ে যাবে, তালিকাও বেরিয়ে যাবে কিন্তু ইতিহাসে রয়ে যাবে বাংলার ভূমিকা। সামনে বাংলাকে আরও একটা লড়াই লড়তে হবে বিহারের সঙ্গে। এসআইআর–এর পর নির্বিঘ্ন নির্বাচন করে দেখিয়ে দিয়েছে বিহার। পশ্চিমবঙ্গ কি পারবে এই লড়াইতে জিততে?

বন্যাতত্ত্ব উড়িয়ে পর্যটনে ডিভিসি

প্রথম পাতার পর

যার মধ্যে মাইথন ভারতের প্রথম ভূগর্ভস্থ জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র হিসেবে চির পরিচিত। এছাড়া বোকারো, চন্দ্রপুরা, দুর্গাপুর ও মেজিয়ায় এই সংস্থার নিজস্ব তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র রয়েছে। অন্যদিকে, দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন দামোদর নদের উপর তিলাইয়া, মাইথন, পাঞ্চেত, কোনার ও দুর্গাপুরে অত্যাধুনিক এবং বৃহদাকার ব্যারেজও নির্মাণ করেছে।

এ হেন ডিভিসি এবার পর্যটন শিল্পের উদ্যোগ নিয়েছে। এমন ভাবনাটা কিন্তু মোটেই মনগড়া নয়, এই ট্যাগ লাইনের নির্যাস কিন্তু বেরিয়ে এসেছে ডিভিসির চেয়ারম্যান এস সুরেশ কুমারের মুখ থেকে। গত ২১ নভেম্বর তিনি জানালেন, কলকাতার একটি বণিকসভা আয়োজিত আলোচনাচক্রে, প্রধান অতিথি হিসেবে আলোচনায় অংশ নিয়ে তিনি বলেন, দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন তো বিদ্যুৎ উৎপাদনের মসিহা। তবু প্রতিষ্ঠানের বহুমাত্রিক বাণিজ্যিক ভাবনাকে আরও প্রসারিত করতে আমরা সম্প্রতি এবার পর্যটন শিল্পে মনোনিবেশ করেছি। তাঁর মতে, মাইথন, পাঞ্চেত ও কোনারে ডিভিসি নিজের মতো করে ‘পর্যটন কেন্দ্র’ গড়ে তুলবে। ওই সব ব্যারেজ সংলগ্ন এলাকায় প্রচুর মানুষ এমনিতেই ঘুরতে আসেন। আমরা তাঁদের কথা চিন্তা করেই ওই সব অঞ্চলে অত্যাধুনিক ‘পর্যটন কেন্দ্র’ তৈরি করবো বলে মনস্থির করেছি। উক্ত তিন এলাকায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য প্রকৃতই দৃষ্টিনন্দন। তাই সেখানে পর্যটকদের নিরাপত্তা দানের পাশাপাশি আধুনিক রিসর্ট নির্মাণ করা হবে। বিভিন্ন রাইডের ব্যবস্থাও থাকবে পর্যটকদের মনোরঞ্জনের জন্য। ডিভিসির চেয়ারম্যানের বক্তব্য, আমরা নীতিগতভাবে ইতিমধ্যেই এই প্রসঙ্গে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। একইসঙ্গে ওই সব দামোদর বাহিকা স্থানে সংস্থার প্রচুর জমিও রয়েছে। ফলে সেখানে পর্যটন শিল্পকে বাহবা দিলে সাধারণ মানুষ যেমন উপকৃত হবেন তেমন আমাদের সংস্থাও আর্থিক দিক থেকে লাভবান হবে। বাণিজ্য বসতে লক্ষ্মীর সুযোগ কে ছাড়তে চায়?

আলোচনা চলাকালীন কথাপ্রসঙ্গে ডিভিসির তরফে এস সুরেশ কুমার কার্যত হুঁশিয়ারি দেন, পশ্চিমবঙ্গ সহ ঝাড়খণ্ডের একাংশ বিদ্যুৎ গ্রাহকদের বিরুদ্ধে। তিনি একপ্রকার ক্ষোভ উগরে জানান, এই দুই রাজ্যে আমাদের কিছু কিছু গ্রাহক আছে যারা বিদ্যুৎ গ্রহণ করবে কিন্তু পরিষেবার মূল্য চোকাতে যথেষ্ট অনীহা প্রকাশ করেন। আমরা বারবার তাগাদা দিলে তারা আদালতে দৌড়ায়। ডিভিসিও এই বিষয়ে আদালতে শেষ দেখে ছাড়বে। তিনি ঝাড়খণ্ডের ‘বোকারো স্টিল প্ল্যান্টে’–এর নাম সরাসরি উচ্চারণ করে বলেন, ওই কারখানা থেকে আমাদের পাওনা পাহাড় সমান। আমরা ধৈর্য ধরছি মানে এই নয় যে, ডিভিসি দাতা কর্ণ হয়ে গেছে। পরিস্থিতি সেরকম গড়ালে, আমরা ‘বোকারো স্টিল প্ল্যান্টে’–এর সঙ্গে আমাদের বিদ্যুৎ সরবরাহের সংযোগ ছিন্ন করে দিতে দ্বিধা বোধ করবো না। আর সেই দায় ওই কারখানাকেই নিতে হবে। এই রাজ্যেও গ্রাহকদের কাছ থেকে প্রায় একই সমস্যা আমরা ক্রমাগত পেয়ে চলেছি। কেউ যেন এটা না ভেবে থাকে যে আমরা চ্যারিটি করছি। আমাদের প্রচুর ব্যয় করতে হয় কাঁচামাল ক্রয়ে, শ্রমিক শ্রমে ও বিদ্যুৎ সরবরাহ সিস্টেম রক্ষণাবেক্ষণের জন্য।

সুতরাং বকেয়া দাও, পরিষেবা নাও– পশ্চিমবঙ্গেও লাগু করা হবে কঠোর ভাবে। সেখানে রাজ্য সরকারি সংস্থাকেও কোনও রেয়াত করা হবে না বলে– বিদ্যুৎ গ্রাহকদের সতর্ক করে দেন দ্ব্যর্থহীন ভাষায়।

কথাপ্রসঙ্গে, তিনি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কড়া সমালোচনা করে বসেন। তিনি মন্তব্য করেন, বর্ষার সময় অতি বর্ষণ হলেও ডিভিসি কখনই চায় না ইচ্ছাকৃতভাবে কাউকে প্লাবিত করতে। যে সমস্ত এলাকায় দামোদরের জল পৌঁছায় না, সেখানেও প্লাবনের জন্য কেউ কেউ ডিভিসিকে দোষারোপ করেন। এ সব যাঁদের কাজ তাঁরা করবেনই। ডিভিসি এ ব্যাপারে মাথা ঘামাতে যায় না অনর্থক। তাঁর ভাষ্য, প্রবল বর্ষণ হলে প্রাকৃতিক কারণে ডিভিসি বিভিন্ন ব্যারেজ থেকে জল ছাড়তে বাধ্য হয় নির্দিষ্ট বিধির মধ্যে দিয়ে। ব্যারেজগুলো ভেঙ্গে যাবে আর আমরা ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে থাকবো– কারও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে সামাল দিতে, এটা চলতে পারে না। প্রয়োজনে জল ছাড়ার আগে আমরা পশ্চিমবঙ্গের সংশ্লিষ্ট দফতরকে ফোনে, মেইলে ও হোয়াটসঅ্যাপে পর্যায়ে পর্যায়ে সমস্ত তথ্য জানিয়ে দিই যাবতীয় আইন ও চুক্তি মেনে। এরপর কেউ তা অস্বীকার করলে সেটা তিনিই বলতে পারবেন কোনও ভাবনার মধ্যে দিয়ে এই অসত্য বলে চলেছেন। এইটুকু বলবো, আমরা আমাদের কাজটা নিয়ম মেনেই করে থাকি।

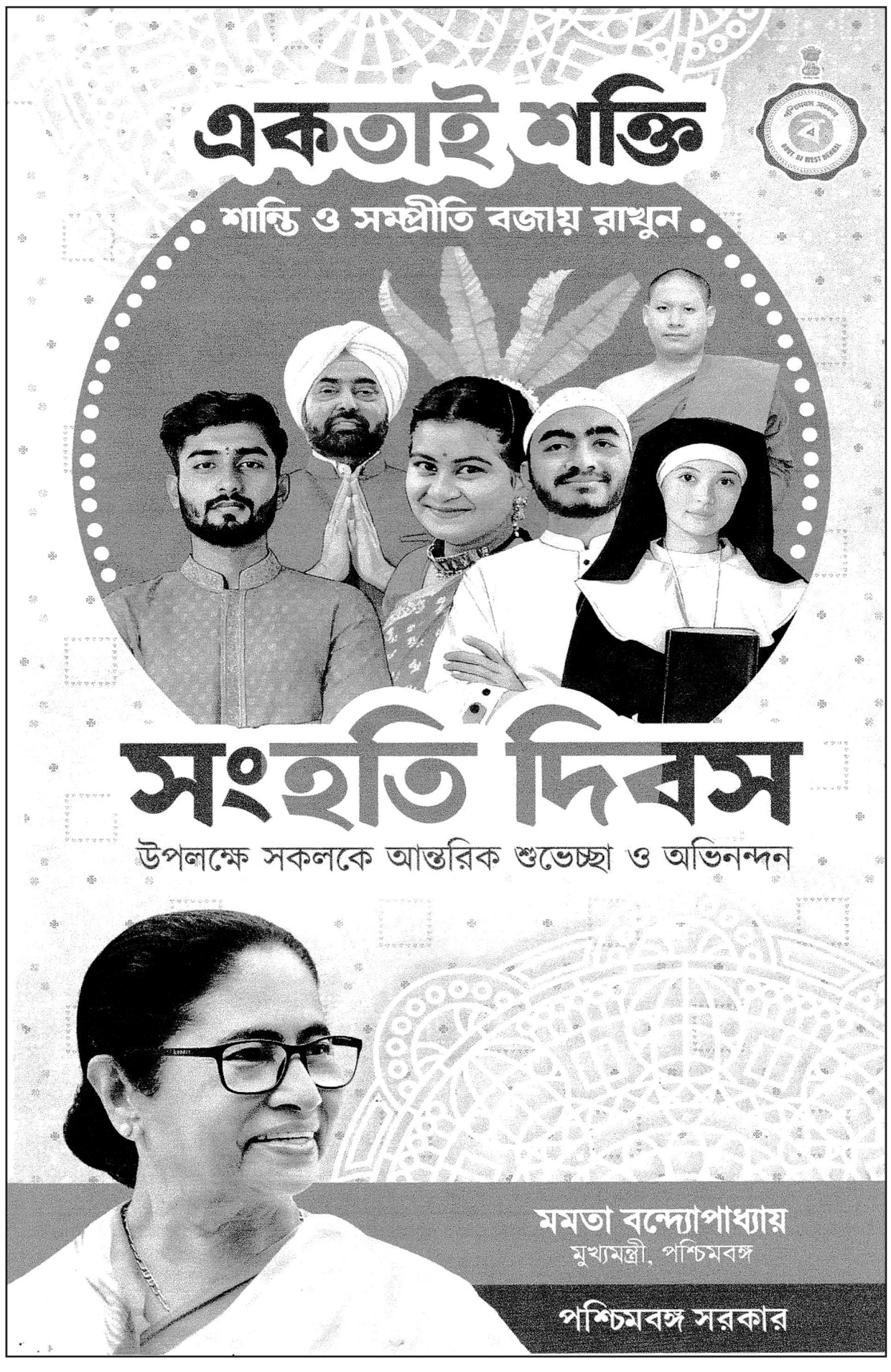

এক প্লটের দুটি ঠিকানা

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌরসংস্থার দেওয়া প্রেমিসেস নম্বর ধরেকলকাতা পৌরসংস্থাকে বাড়ির সম্পত্তি কর দেওয়া হয় আর বাড়িতে পোস্ট অফিস থেকে চিঠিপত্র আসে মেলিং অ্যাড্রেস নম্বরে(পোস্টাল অ্যাড্রেসে)। এক সম্পত্তির দু'টি ঠিকানা নম্বর। কলকাতা পৌরসংস্থার সংযোজিত এলাকার ১০১ – ১৪৪ এই ৪৪টি ওয়ার্ডের বাসিন্দারা এই সমস্যা নিয়ে গত প্রায় ৪০ বছর ধরে ভুগছে।

জোকার বাসিন্দারা অবশ্য কমবেশি এক দশক ধরে ভুগছে। অভিযোগ, জোড়া ঠিকানার জন্য এই এলাকায় অনেক বাসিন্দাকে কলকাতা পৌরসংস্থার বাড়ির মিউটেশন করতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'আমি অনেকবার অনুরোধ করেছি এই সব সংযোজিত এলাকায় কলকাতা পৌরসংস্থার সম্পত্তি করের বিলে যে প্রেমিসেস নম্বর আছে, তা পোস্টাল অ্যাড্রেস হিসাবে ব্যবহার করতে। কিন্তু সেটা কিছুতেই কার্যকর হচ্ছে না।'

তবে পূর্ব কলকাতার ১০৮ ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি ১২ নম্বর বরোর অধ্যক্ষ সুশান্ত কুমার ঘোষ বলেন, 'এই সমস্যা পুরো সংযোজিত কলকাতা এলাকায়। এই সমস্যার সমাধান হবে বলে আমি আশাবাদী।' পাশের ১০৯ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি অভিনেত্রী অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'বাড়ির ঠিকানা একটা হলেই ভালো হয়। অনেক অসুবিধা দূর হবে। বাড়ির মিউটেশন করতে সুবিধা হবে।'

সিরিটি শ্মশানের পুনর্নির্মাণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেহালার ১১৬ নম্বর ওয়ার্ডস্থিত 'সিরিটি' শ্মশানের পুনর্নির্মাণ ও ক্রমোন্নয়নের কাজ ২৬ নভেম্বর পরিদর্শন করলেন কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম, মেয়র পারিষদ তারক সিং, স্থানীয় পৌরপ্রতিনিধি কৃষ্ণা সিং, বরো ৯-এর অধ্যক্ষা দেবলীনা বিশ্বাস ও পৌর আধিকারিকরা। কমবেশি ৮ কোটি টাকা ব্যয় করে এই শ্মশানের উন্নয়নের কাজ করছে পৌরসংস্থা। আবার নতুন রূপে শীঘ্রই 'সিরিটি' শ্মশান সর্বসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হবে। এবার নতুন সাজে সিরিটিতে শবদেহ অন্ত্যেষ্টির পর পুকুরের জলে অস্থি বিসর্জনের হুগলি নদীর জলে পূর্ণ জলাশয়সহ থাকছে একটি পরিবেশবান্ধব কাঠের চুল্লি ও চারটি ইলেকট্রিক চুল্লি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, সিরিটি শ্মশান চালু হলে কালীঘাট মহাশ্মশানের ওপর চাপ কমবে। আত্মীয় বিয়োগের পর পরিজনেরা যাতে একটু নিরিবিলিতে থাকতে পারেন, সেজন্য প্রতীক্ষালয়ও থাকছে।

সিঙ্গল পেরেন্টদের চিন্তা সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে

বরুণ মণ্ডল : সিঙ্গল মাদাররা সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত। সিঙ্গল ফাদাররাও সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত। যাঁরা হয় বিবাহ-বিচ্ছিন্না বা বিবাহ-বিচ্ছিন্ন। নয়তো তাঁদের স্বামী বা স্ত্রী ছেড়ে চলে গিয়েছেন। সন্তান জন্মের আগেই বাবা মাকে ছেড়ে চলে গিয়েছে এমন মায়েদের সন্তান জন্মের পরে হাসপাতাল যে 'ডিসচার্জ সার্টিফিকেট দেয়, সেই সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে সিঙ্গল মাদারকে কলকাতা পৌরসংস্থা আসল ডিজিটাল বার্থ সার্টিফিকেট দেবে? তা নিয়ে সিঙ্গল মায়েরা ধন্দে। কলকাতা পৌরসংস্থা থেকে অনাথ ছেলেমেয়েদের বার্থ সার্টিফিকেট পেতে গেলে কী প্রক্রিয়া আছে? মধ্য কলকাতার বউবাজার এলাকার ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি বিশ্বরূপ দে পৌর অধিবেশনে প্রশ্ন রেখেছেন কলকাতা পৌর এলাকার অনাথ ছেলেমেয়েদের এবং সিঙ্গল্ মাদারের ছেলেমেয়েদের জন্ম নথি পাওয়ার কী পদ্ধতি আছে? এবিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার উপমহানাগরিক পৌর স্বাস্থ্য পরিষেবা দফতরের মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ বলেন, 'দ্যা রেজিস্ট্রেশন অব বার্থ অ্যান্ড ডেথ অ্যাক্ট ১৯৬৯ সেকশন-৩৩ সাব-সেকসন্-৩' ধারানুযায়ী হাসপাতালে জন্ম-মৃত্যু সংক্রান্ত যে তথ্য 'ফর্ম-২'য়ে থাকবে, সেই তথ্যানুযায়ী কলকাতা পৌরসংস্থা জন্ম-মৃত্যু নথিভুক্ত(রেকর্ড) করে। আর যদি কোনও শিশু বাড়িতে জন্ম নেয়, তাহলে পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি জন্মের তথ্য 'ফর্ম-২' পূরণ করে জমা দেবে, এবং কলকাতা পৌরসংস্থা তা নথিভুক্ত করবে। আর 'ফর্ম-২'তে বাবা-মায়ের যা যা তথ্য দেওয়া থাকবে, কলকাতা পৌরসংস্থা তাই তাই নথিভুক্ত করবে। যদি

'ফর্ম-২'য়ে কেবল মায়ের নাম থাকে, তাহলে কলকাতা পৌরসংস্থা কেবল মায়ের নামই নথিভুক্ত করবে। ২০২২ সালের মে মাসের ৫ তারিখ থেকে জন্ম-মৃত্যু সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জন্ম-মৃত্যু ওয়েবসাইট অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু পোর্টালে সরকারি ভাবে নথিভুক্ত করা হয়। 'ডিজিটাল বার্থ সার্টিফিকেট'পাওয়ার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি তখন সরলীকরণ করা হবে, যখন রাজ্য সরকার সেই মর্মে ভবিষ্যতে কোনও নিয়মাবলি বা নির্দেশিকা প্রকাশ করবে। এই নিয়ম(চ্যাট বট ৮৩৩৫৯ ৯৯১১১) কলকাতা পৌরসংস্থার ১৪৪টি ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

অতিরিক্ত প্রশ্নে বিশ্বরূপ দে বলেন, ধরুন একটা অনাথ ১০ – ২০ দিনের সন্তান রাস্তা থেকে কুড়িয়ে পাওয়া গেছে। আমার নিজেরই দু'টি কেস আছে। এদের জন্ম সার্টিফিকেট কীভাবে পাবো?

স্বাস্থ্য পরিষেবা দফতর মেয়র পারিষদ বলেন, 'এটা পাওয়ার ক্ষেত্রে একটা পদ্ধতি আছে। আপনি নিশ্চয়ই কোনও একটা সংস্থা থেকে নিয়েছেন। আপনার যে নির্দিষ্ট সংস্থাটি আছে। তাহলে ওই সংস্থার মাধ্যমে আবেদন করলে কোনও একজন চিকিৎসককে দিয়ে একটা নথি আপনাকে তৈরি করতে হবে, তাতে ওই চিকিৎসক লিখে দেবেন যে, এই শিশুটির পথে জন্ম হয়েছে। বাবা- মা তাকে পরিত্যাগ করে চলে গেছে। এবার ওই সার্টিফিকেটটিকে দিয়েই কলকাতা পৌরসংস্থার জন্ম-মৃত্যু দফতরে আবেদন করলে ওই দফতর সঠিক ভাবে সেটা বিবেচনা করবে।

তবে যে সিঙ্গল মায়েরা বা সিঙ্গল বাবারা একা হাতে সন্তান মানুষ করছেন, তাঁদের সন্তানের জন্ম শংসাপত্রের কপি পাওয়ার বিষয়ে সমস্যা বেশ পোয়াতে হয়। সন্তানের জন্ম শংসাপত্রের কপি দেওয়ার ক্ষেত্রে সন্তানের হেফাজত মা না বাবার, এই বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনার রেওয়াজ রয়েছে। একতরফাভাবে জন্ম শংসাপত্র দিলে অভিভাবকদেরই কেউ ভবিষ্যতে কলকাতা পৌরসংস্থার বিষয়ে আদালতের দ্বারস্থ হতে পারেন।

দূষণ রুখতে ২০টি স্প্রিংকলার মেশিনের

নিজস্ব প্রতিনিধি : শহর কলকাতাকে জঞ্জালমুক্ত রাখতে আগেই যান্ত্রিক ব্যবস্থা শামিল করার পরিকল্পনা নিয়েছে, এর ফলে দ্রুত সাফাই কাজ ও আরও বেশি করে দূষণমুক্ত পরিবেশ তৈরি করা যাবে। কেন্দ্রীয় পৌরভবন এক সাংবাদিক সম্মেলনে কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, প্রাথমিকভাবে এজন্য দুই পর্যায়ে ২০টা করে মোট ৪০টি মেকানিকাল সুইপিং মেশিন আনতে চলেছে কলকাতা পৌরসংস্থা। যে মেশিনগুলি অটোমেটিক সুইপ করে সঙ্গে স্যাকশন করে নেবে। মহানাগরিক আরও বলেন, শহর কলকাতায় দূষণ রুখতে ২০টি স্প্রিংকলার মেশিনের সাহায্যে দিনেরাতে শহরে গাছে জল দেওয়ার কাজ চলছে। কলকাতা পৌরসংস্থার তরফ থেকে, এছাড়াও ২টি ফগ মেশিনও ব্যবহার করা হচ্ছে জায়গা বিশেষে। প্যারামিটারে দেখা হয়, কোথায় পলিউশন লেভেল বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেখানে এই ফগমেশিনগুলি ব্যবহার করা হচ্ছে। কলকাতা পৌরসংস্থার ভাবনাচিন্তা রয়েছে বলে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম জানিয়েছেন এবং দাবি করেন 'কলকাতায় বাতাসের গুণমান দেশের অন্যান্য মহানগরের তুলনায় ভালো, ১০০ শতাংশ দূষণমুক্ত পরিবেশ তৈরি করা কঠিন কাজ। ফসিল ফুয়েল গাড়ির ব্যবহার যতোদিন থাকবে, ততোদিন দূষণ থাকবে। পাশাপাশি শহরে রাতে আবর্জনা জঞ্জাল সরিয়ে ফেলার বিষয়টি নিয়ে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কলকাতা পৌরসংস্থার তরফ থেকে আলোচনা করা হবে বলেও তিনি জানান।' এ কাজে সফল হলে সকালে আবর্জনা মুক্ত শহর দেখা যাবে। তবে রাত্রিকালীন আবর্জনা সাফ করার বিষয়টি সহজসাধ্য কাজ নয় বলেও মন্তব্য করেন ফিরহাদ হাকিম।

বাড়ছে জন্ম-মৃত্যু শংসাপত্রের চাহিদা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন শুনানি ও খসড়ায় দাবি-আপত্তি জানানোর দিন (আগামী ১৬ডিসেম্বর – ১৫ জানুয়ারি) যতো এগোচ্ছে, ততোই কলকাতা পৌরসংস্থা থেকে জন্ম-মৃত্যু শংসাপত্রের কপির চাহিদা বাড়বে বলে মনে করেছে কলকাতা পৌর কর্তৃপক্ষ। এখন জন্ম-মৃত্যুর শংসাপত্রের কপি পেতে ৮৩৩৫৯ ৯৯১১১(চ্যাট বট সার্ভিস) এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে 'হাই' পাঠিয়ে কপালজোরে স্লট বুকিং করতে হয়। এরপর সংশ্লিষ্ট কপি দেওয়ার প্রক্রিয়া হয় অনলাইনে। অনলাইনে জন্ম-মৃত্যুর শংসাপত্র দেয় রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর। কলকাতা পৌরসংস্থা কাজ করে কেবল একটি সাধারণ নোডাল এজেন্সি হিসাবে। কিন্তু স্লট বুকিংয়ের সমস্যা হল একদিনে সর্বোচ্চ ১৫০টি স্লট বুকিংয়ের সুযোগ ছিল এতোদিন। ১ ডিসেম্বর থেকে সেটা বাড়িয়ে সর্বোচ্চ ৫০০টি স্লট বুকিংয়ের সুযোগ করে। কিন্তু তাতেও কলকাতার একাধিক ব্যক্তি অভিযোগ করছে 'নো স্লট অ্যাভেল্যাবল প্লিজ ট্রাই অ্যাগেন আফটার সাম টাইম মেসেজ'-এ বলা হচ্ছে বলে জানাচ্ছে। যদিও ২৮ নভেম্বর মহানাগরিক এই স্লট বুকিং বাড়িয়ে অন্তত ১০০০ করার নির্দেশ দিয়েছিল পৌর স্বাস্থ্য পরিষেবা দফতরকে।

এদিকে আবার যাবতীয় নথি ঠিকঠাক থাকলে অনেককে হাতে হাতে জন্ম-মৃত্যুর শংসাপত্রের কপি দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। এজন্য ওই দফতরে ১ ডিসেম্বর থেকে আগামী ৪০ দিনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। কলকাতা পৌরসংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, যতদিন এসআইআরে-র শুনানি চলবে ততদিনই কেন্দ্রীয় পৌরভবনে এই বিশেষ ব্যবস্থা চলবে। পৌর স্বাস্থ্য পরিষেবা দফতরের এক কর্তা জানায়, এই সুযোগ কেবল কলকাতা পৌর এলাকার যাঁদের জন্ম-মৃত্যু হয়েছে, তারাই এই সুযোগ পাবে। এতোদিন জন্ম-মৃত্যুর শংসাপত্র অনলাইনে দেওয়া হত।

হাইকোর্ট ক্লাবে গেরুয়া প্রাধান্য

কল্লোল গুহঠাকুরতা : গত ২৪, ২৫ এবং ২৬ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হাইকোর্ট ক্লাবের নির্বাচনের ফল বেরোলো ১ ডিসেম্বর। ১০টি পদের মধ্যে ৭টি পদই দখল করলো গেরুয়া শিবির। সভাপতি, সহ-সভাপতি, সচিব, সরকারি সচিব, কোষাধ্যক্ষ এবং কার্যকারী কমিটি সদস্যের দুটি পদে জিতলো গেরুয়া শিবিরের প্রার্থীরা। শুধুমাত্র এক সহকারি সচিব এবং কমিটি সদস্যের দুটি পদ গিয়েছে শাসক এবং বিক্ষুব্ধ শাসক দলের দখলে। এই নির্বচনের ফলাফলকে ঘিরে এক সপ্তাহ জুড়ে হাইকোর্ট চত্বর সরগরম।

শুরু হল পথ কুকুরদের নির্বীজকরণ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুরের ৭০ নম্বর ওয়ার্ড থেকে রাজ্যর প্রাণীসম্পদ বিকাশ দফতরের আর্থিক সহায়তায় ও কলকাতা পৌরসংস্থার স্বাস্থ্য পরিষেবা দফতরের উদ্যোগে কলকাতার ১৪৪টি ওয়ার্ডের প্রতিটিতে একটি করে পথকুকুরদের জলাতঙ্ক রোগ প্রতিরোধের ভ্যাকসিনেশন ও পথ কুকুরের বংশবৃদ্ধি রোধে নির্বীজকরণ প্রক্রিয়া ২ ডিসেম্বর থেকে শুরু হল। এদিন ভবানীপুরের কলকাতা পৌরসংস্থার মেয়র পারিষদ অসীম কুমার বোসের ৭০ নম্বর ওয়ার্ডের ডাঃ রাজেন্দ্র রোডস্থিত নর্দার্ন পার্ক ও বিদ্যাঞ্জলী স্কুলের এলাকা থেকে 'ওয়ার্ড-বেসড স্ট্রে ডক ভ্যাকসিনেশন ও নির্বীজকরণ প্রক্রিয়া' শুরু করলেন কলকাতা

পৌরসংস্থার উপমহানাগরিক অতীন ঘোষ। মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ জানান, 'প্রতিটি ওয়ার্ডেই ক্যাম্প করে পথকুকুরদের নির্বীজকরণ হবে। একবছরের মধ্যে কমবেশি ৪০ হাজার পথকুকুরের নির্বীজকরণের লক্ষ্য মাত্রা ধার্য করা হয়েছে। প্রতিটি ওয়ার্ডেই ক্যাম্প করে নির্বীজকরণের পর পথকুকুরদের সুস্থ করে সেই এলাকাতেই ফিরিয়ে দেওয়া হবে।' তিনি আরও বলেন, 'ধাপার বর্তমান ডগ পাউন্ডে কমবেশি ২০০টি এবং এন্টালি ডগ পাউন্ডে কমবেশি ৫০টি পথকুকুর রাখা সম্ভব। তাই নতুন ডগ পাউন্ড গড়ে তিন – চার হাজার পথকুকুর রাখার পরিবেশবান্ধব ব্যবস্থার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। আরও অন্তত পাঁচজন ভেটেরিনারি ডাক্তার মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে নিয়োগ করা হবে। কলকাতা পৌরসংস্থা বর্তমানে ১৮টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে নিখরচায় কুকুর কামড়ের ভ্যাকসিন দেওয়া হয়। এদিকে, গৃহপালিত পোষ্য কুকুরদের লাইসেন্স নিয়ে কলকাতা পৌরসংস্থা কড়া অবস্থান নিয়েছে। বাড়িতে কুকুর পুষলে লাইসেন্স আবশ্যিক করা হয়েছে। রেজিস্ট্রেশন নাম্বার না-থাকলে আইনি ব্যবস্থা নিতে হতে পারে। বাড়িতে এক মাসের বেশি বয়সের কুকুর রাখলে রেজিস্ট্রেশন আবশ্যিক। কলকাতা পৌরসংস্থার তরফ থেকে এক বছরের জন্য পেট রেজিস্ট্রেশন(লাইসেন্স) দেওয়া হয়। অফলাইন – অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করা যায়। প্রতি বছর নবীকরণ করতে হয়। লাইসেন্স না করলে দু'টি ধারায় মামলা করার নিদান রয়েছে। লাইসেন্সের জন্য ওয়ার্ডভিত্তিক ক্যাম্প কলকাতা জুড়ে আয়োজিত হবে। তবে পথ কুকুরের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের বিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থাকে আরও বেশি দায়িত্বশীল হতে হবে।

বার্তা

বিশেষ দিন: ৩ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষে আমতা দীপকল্যাণ রিহ্যাবিলিটেশন সোসাইটি ও আমতা দীপকল্যাণ স্পেশাল স্কুলের উদ্যোগে এক অনুষ্ঠানের প্রভাতফেরিতে অংশগ্রহণ করেন শতাধিক বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন পড়ুয়ারা। **ছবি : দীপংকর মান্না**

হস্তান্তর: বিএসএফের দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের ইন্সপেক্টর জেনারেলের দায়িত্ব হস্তান্তরিত হল ভূপেন্দ্র সিংয়ের (ডানদিক) হাতে। পূর্বতন অনীশ প্রসাদ শ্রীসিংয়ের হাতে ব্যটন তুলে দিলেন বিএসএফের কার্যলয়ে।

প্রশিক্ষণ: ৪ ও ৫ ডিসেম্বর দুদিন ব্যাপী সবুজ আতশবাজি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হল মহেশতলা পৌরসভার ৩০ নম্বর ওয়ার্ডে। এমএসএমই দপ্তরের আর্থিক সহায়তায় অল বেঙ্গল তৃণমূল গ্রীণ ফায়ার ক্র্যাকার্স ম্যানুফাকচারিং ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের পরিচালনায়। মূল উদ্যোক্তা ছিলেন সংগঠনের সম্পাদক সুকদেব নস্কর। এই প্রশিক্ষণ শিবিরে ১৬০ জন অংশগ্রহণ করেন।
ছবি : অরুণ লোধ

শীতের বার্তা: পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলীতে সাতসকালে খেজুরের রস আস্বাদনে ব্যস্ত বসন্তবৌরি। **ছবি : অঞ্জন চৌধুরী**

আত্মলিঙ্গ দর্শন

শর্মিষ্ঠা সাহা

মনপবনের দাঁড় বেয়ে মন ছুটে যায় প্রকৃতির বুকে। কখনও তা ছুটে যায় পর্বতশিখরে, কখনও তা আছড়ে পড়ে সাগর পাড়ে, বা যেতে চায় গহন-অরণ্যে। সেই তাগিদেই এবারের গন্তব্য ছিল ভিন – রাজ্যে কর্ণাটক। বেঙ্গালুরু আমাদের কাছে চিকিৎসা করানো বা এরাজ্যের ছেলেদের কারিগরী শিক্ষার পাঠ বা কর্মসূত্রেই প্রসিদ্ধ। কিন্তু দর্শনায় হিসাবে কম লোকই যায় সেখানে। আমাদের গন্তব্য ছিল কোস্টাল কর্ণাটক – আরব সাগরের পাড়ের কয়েকটি দর্শনীয় স্থান। কলকাতা থেকে উড়ানে সাগরের পাড়ের কয়েকটি দর্শনীয় স্থান। কলকাতা থেকে উড়ানে বেঙ্গালুরু। শহরের কয়েকটি স্থান ঘুরে রাতের ট্রেনে চড়ে পরদিন সকালে উদুপি পৌঁছলাম। এখানকার প্রতিটি বীচ আলাদা তার বিশেষত্বে। মালপে বীচ, মাট্টু বীচ, কাপু বীচ, ডেলটা বীচ – প্রতিটি বীচ আলাদা তার বিশেষত্বে। গাড়ি করেই প্রতিটি বীচ ঘুরলাম। প্রতিটিই স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে একে অন্যের

থেকে। রাত্রিবাস করলাম মালপে বীচে। পরদিন ভোরে বীচ থেকে সমুদ্রের পাথরের পথে সী-ওয়াক করলাম। প্রাতঃরাশ গোকর্ণের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। সন্ধ্যে নাগাদ গোকর্ণে পৌঁছলাম। এখানে মহাকাল শিবমন্দির দর্শন করলাম। কথিত আছে, রাক্ষসরাজ রাবণ শিবের ধ্যান করেছিলেন শক্তি লাভের আশায়। দেবাদিদেব সন্তুষ্ট হয়ে বর প্রদান করতে চাইলেন। রাবণ তখন শিবের আত্মলিঙ্গ চাইলেন। কথামত শিব তা দিতে সম্মত হন। রাবণ আত্মলিঙ্গ লাভ করেন। এদিকে সকল দেবাতারা দেখলেন মহাদেবের আত্মলিঙ্গ লাভ করে রাবণ জগতের সেরা শক্তিধর হয়ে উঠবেন। সেই কারণে আত্মলিঙ্গ লাভের পর দেবতারা প্রকৃতিতে ঘন অন্ধকার সৃষ্টি করেন। তখন রাবণ পথ খুঁজে পান না যাবার। গণেশ ঠাকুর তখন বালকের রূপ ধারণ করে তাঁর সামনে আসেন। রাবণ তখন আত্মলিঙ্গ সেই বালকের হাতে প্রদান করেন। সেই মুহূর্তে পৃথিবীতে আলো ঝলমল করে ওঠে। রাবণ তখন বুঝলেন যে এটা দেবতাদের কারসাজি। তখন বালকরূপী গণেশ ঠাকুর সেই আত্মলিঙ্গ নিয়ে পলায়ন করেন। পলায়নের সময় যে স্থানে তা রাখেন সেই স্থান গুলোই পীঠস্থান হয়ে ওঠে। এদের মধ্যে রয়েছে গোকর্ণ, মুরুদ্বেশ্বর, সাজেশ্বর, গুনুভাস্টেশ্বর,দারেশ্বর। গোকর্ণ আর মুরুদেশ্বর আমাদের দর্শনীয় স্থানের মধ্যে ছিল। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সোজা পথে গোকর্ণের মহাকাল মন্দিরটি পড়ে। বহু প্রাচীন মন্দির। পরদিন ভোরে মন্দিরের ভিতরের গর্ভগৃহে গিয়ে আত্মলিঙ্গ স্পর্শে এক অনন্য অনুভূতি লাভ করলাম। প্রাচীন এই ঐতিহ্যপূর্ণ মন্দিরটি স্বমহিমায় বিরাজমান। এরপর বীচে কিছু সময় কাটালাম। গোকর্ণ সমুদ্রপৃষ্ঠ অসাধারণ দ্রষ্টব্য। দূরে লাল পাথরের ঢিবি। কোথাও পাথরের গায়ে শৈওলা ও গাছগাছালির সৌন্দর্য প্রকাশিত।

আমরা যেমন গয়ায় গিয়ে ফল্গুনদীর তীরে পিতৃপুরুষের পিন্ডদান করি তেমন গোকর্ণের মহাকাল মন্দিরের পিছনে একটি কুন্ডে এই পিন্ডদান হয়। কথিত আছে, গয়ায় পিন্ডদান করলে আত্মা নাকি মর্ত্যলোক পাকাপাকিভাবে অমৃতলোকে চলে যায়। সুদূর গোকর্ণে এসে ওই কথা শুনে একটু অবাকও হয়েছিলাম। বহু দূর-দূরান্ত থেকে এসে এখানে পিন্ডদান করেন।

তারপর আমরা গেলাম মুরুদেশ্বর মন্দির দর্শনে। সমুদ্রের পাড়ে বিশালাকার শিবমূর্তি ১২৩ ফুট উচ্চতা। সামনে গোপুরম্ অর্থাৎ বিশাল ফটক। লিফটে করে ১৭ তলায় উঠলাম গোপুরমের। তখনই শিবমূর্তিটি সুন্দর দেখা যায়। মূর্তিটির নীচের মন্দিরে আত্মলিঙ্গ আবারও স্পর্শ করলাম। চারপাশের দেয়ালে আত্মলিঙ্গ প্রাপ্তির কাহিনীটি পাথরের মূর্তি দিয়ে সজ্জিত।

মহাদেবের আত্মলিঙ্গ স্পর্শ করে মনে এক অনাবিল প্রশান্তি অনুভব করেছিলাম। এক মুহূর্তে সর্বশরীরে এক স্ফূলিঙ্গ বয়ে গিয়েছিল। ভ্রমণ পিপাসুদের কাছে এবং অনন্ত দিগন্ত খুলবে আশা করি।

বারাণসীতে থাকা খাওয়ার আদর্শ জায়গা ভারত সেবাশ্রম সংঘ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাঙালিদের প্রথম পছন্দের তীর্থক্ষেত্র যদি পুরী হয়, তাহলে দ্বিতীয়টা অবশ্যই বারাণসী। বারাণসীতে দশাশ্বমেধ ঘাটের পাশেই দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম কাশি বিশ্বনাথ মন্দির অবস্থিত। সেই কাশি বিশ্বনাথ মন্দিরের টানে প্রতিদিনই হাজার হাজার বাঙালি পর্যটক ভিড় জমাচ্ছেন বারাণসীতে। দশাশ্বমেধ ঘাটের গঙ্গারতি সহ আরো যে সমস্ত পর্যটন ক্ষেত্র আছে তা দেখতে হাজার হাজার বাঙালি বারাণসীতে আসছেন। যার মধ্যে অন্যতম গঙ্গা মন্দির, ত্রিপুরা ভৈরবী, অন্নপূর্ণা মন্দির, শিবের কাছারি, বিপত্তারিনী, কপিল মুনি, জ্ঞানব্যাপী পুরাতন বিশ্বনাথ মন্দির, মনিকর্ণিকার মহাশ্মশান, ভারতমাতা মন্দির, মেনকা মন্দির, স্বামী ভাস্করানন্দ মন্দির, দুর্গা বাড়ি, তুলসী মানস মন্দির, সংকটমোচন, বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি, বিড়লা মন্দির, হরিশচন্দ্র মহাশ্মশান ও ঘাট। এছাড়াও ১৪ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত বৌদ্ধ প্যাগোডা, মৃগদার জৈন মন্দির, প্রাচীন অবশেষ চাইনিজ টেম্পল, জাপানিজ টেম্পল, তিব্বতি মন্দির, মূল বঙ্গ কোটি, সারনাথ প্রভৃতি।

সম্প্রতি বারাণসীতে এসে চোখে পড়ল সিরগা বারাণসীতে অবস্থিত ভারত সেবাশ্রম সংঘের বিশাল আশ্রম। অধিকাংশ বাঙালি তীর্থযাত্রী ও পর্যটকদের থাকা খাওয়ার আদর্শ স্থান এই ভারত সেবাশ্রম সংঘ। যার প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ। এই আশ্রমে প্রচুর ঘর আছে। এসি, নন এসি সাধারণ সব ধরনেরই ঘর এখানে আছে পর্যটকও তীর্থ যাত্রীদের জন্য। ৫০০ টাকা থেকে ঘর শুরু যেখানে তিনজন অনায়াসে থাকতে পারেন, এটাচ পায়খানা বাথরুম। এছাড়া ৫ থেকে ৬ জন থাকতে পারবেন ৮০০ টাকা দিলে নন এসি ঘরে। আশ্রমে দুপুরে এবং রাত্রে খাবার সুব্যবস্থা আছে ভোজনালয়ে। ৫০ টাকা দিয়ে আশ্রম

থেকে কুপন সংগ্রহ করতে হয়। সম্পূর্ণ নিরামিষ আহার। তবে ৩-৪ দিন এই আশ্রমে খেয়ে অনুভব হয়েছে খাবারের গুণমান খুবই উন্নতমানের। সুশৃঙ্খলভাবে তীর্থযাত্রীরা ভোজনালয়ে ঢোকার আগে থালা পরিষ্কার করে নিজেরাই খেয়ে আবার সেই থালা পরিষ্কার করে থালা রাখার জায়গায় রেখে যাচ্ছেন নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে। আশ্রম চত্বরে ঢুকে বাঁদিকে অফিসের পাশেই আছে স্বামী প্রণবানন্দের একটি মন্দির, তারপরে দুর্গা মন্দির এবং শিবের মন্দির। সকাল সন্ধ্যা এখানে নিত্য পূজা হয়। বিশেষ করে সন্ধ্যার আরতি মনে রাখার মত। একটা আধ্যাত্মিক পরিবেশের মধ্যে সুন্দরভাবে বাঙালিরা এখানে কাটিয়ে দিচ্ছেন হেসে খেলে। তবে আশ্রমের নিয়ম-শৃঙ্খলা সকলকে মেনে চলতে হবে। এখানে কোন আমিষ খাবার চলবেনা। কোন নেশার দ্রব্য এখানে বৈধ নয়। সকাল সাতটায় আশ্রমের গেট খুলে আবার রাত্রি দশটার মধ্যে গেট বন্ধ হয়ে যায়। এখানকার আশ্রমের দায়িত্বে আছেন পুন্যানন্দ মহারাজ। মহারাজের ব্যবহার এবং আতিথেয়তা সকলকে মুগ্ধ করবে। ভারত সেবাশ্রম সংঘে ঘর বুক করা অনলাইনে হয় না। সরাসরি আশ্রমে এসে ঘরের জন্য অনুরোধ করতে হয়। যদি ঘর থাকে তাহলে অবশ্যই আপনারা পাবেন।

নাটককে ভালোবেসেই নাটক

নিজস্ব প্রতিনিধি : থিয়েটার। ৪ অক্ষরের একটা ছোট শব্দ। কিন্তু তার বিস্তার ব্যাপক। একে বাংলা করলে আরেকটু ছোট হয়ে ৩ অক্ষরে পরিণত হয়– নাটক। শুধু অক্ষরগত ক্ষেত্রে আকার আয়তন কমে তা নয়, এর পরিসর ব্যাপ্তি অর্থবল লোকবল দর্শক সবই হয়তো কিছু কিছু করে কমে। যুগে যুগে কোন না কোন মাধ্যমের সাথে লড়ে থিয়েটারকে টিকতে হয়েছে। একসময় বাংলা চলচ্চিত্রে যখন স্বর্ণযুগ ছিল তখন নাটক ছিল প্রফেশনাল। সিনেমার তারকারাই বিভিন্ন স্টেজে অভিনয় করতেন। এর পরে এলো গ্রুপ থিয়েটার। নানান পেশার সাধারণ মানুষেরাই যার অভিনেতা। সিনেমা হলগুলো ছিল তার বড় প্রতিদ্বন্দ্বী। পরে যোগ হল দূরদর্শন তারপর প্রাইভেট চ্যানেল। তাতেও থিয়েটারের কিস্যু যায় আসেনি। তার নিজের নিয়ম নিজের ব্যাকরণ মেনেই সে চলছিল। কিন্তু আজকের মোবাইল যুগে থিয়েটারের লড়াই অনেক গভীর। ভোগবাদী সমাজ যেখানে কার বাড়ি কত বড়, কার কটা গাড়ি, কে কোথায় চাকরি করে, বেতন কত, কত ভালো জামাকাপড় পড়ে, কত দামী ফোন ব্যবহার করে এটাই মুখ্য হয়ে উঠেছে, একজন নাট্যকর্মীর মূল্যবোধ সেখানে ধাক্কা খায়। এ আমরা যারা প্রত্যেকে নাটকের সাথে যুক্ত তাদের রোজকার কাহিনী। আর এই কাহিনীকেই মঞ্চে তুলে ধরে নাটকের সাথে যুক্ত প্রত্যেকটা মানুষের হৃদয়ে ধাক্কা মারলেন সরস্বতী নাট্যশালার লেখক নির্দেশক অভিনেতা জয়েশ ল।

জয়েশ সম্বন্ধে দুটো কথা বলি। জয়েশ কে আমি খুব বিস্তারিত ভাবে চিনি না। দুবার রায়গঞ্জে নাটক দেখতে গিয়ে ও একবার কালিয়াগঞ্জে তাঁর আগমনের সুবাদেই যেটুকু জানা। মানুষের ব্যবহারই তাঁর পরিচয়, কাজেই সামনে থেকে যেটুকু জেনেছি, এর বেশি জানার দরকার নেই। রায়গঞ্জ থিয়েটার মহলে তিনি যথেষ্ট জনপ্রিয়। প্রথমত নিজের আন্তরিক ব্যবহারের জন্য, যা সবসময় পাই। দ্বিতীয়ত, সহজ কিন্তু বার্তাবহ প্রোডাকশানের জন্য যা আগেরবার পেয়েছি আর তৃতীয়টা এবার দেখলাম। সেটা হল অভিনয়ের জন্য।

রায়গঞ্জ ইন্সটিটিউট হলের সুন্দর পরিবেশে দেবীনগর জাগরী আয়োজিত একরজনীতে চারনাটকের কুলিক নাট্যোৎসবে হাজির হয়েছিলাম নাট্যবন্ধু আবুল আলীর সাথী হয়ে। প্রথম নাটকের নাম–সবটাই অভিনয় নয়। পার্থ নামে একটি নাটক পাগল পেশাদার অভিনেতা একটি বাড়িতে থাকে তার বোনের সাথে। বোন আয়ার কাজ করে। পার্থ অভিনয়টুকু ছাড়া আর কিছু করে না। তাতে যৎসামান্য আয় তার। তবু থিয়েটারই তার ধ্যান জ্ঞান সেটাই তার বেঁচে থাকবার রসদ। পারিপার্শ্বিক দেখে সে যে হতাশ হয় না সেটা নয়, কিন্তু ভালো নাটক সৃষ্টির আনন্দ, মানুষের সদর্থক প্রতিক্রিয়ার ফ্যান্টাসি এই রিয়ালিস্টিক ও মেটিরিয়ালিস্টিক সমাজেও তাকে টিকিয়ে রাখে। এ কেবল এক পার্থের কাহিনী নয়। দর্শকাসনে বসা প্রত্যেকটা পার্থের গল্প এটা। কিছুটা শুধু একটু এদিক ওদিক করতে হবে। বাদ বাকিটা সবটাই প্রায় সেম। হায় সমাজ, তোমার কোলে পার্টটাইমার হোলটাইমার নাট্যশিল্পীরা এত অবহেলিত, উপেক্ষিত, শেম।

ক্রিকেট লিখিয়ে নেভিল কার্ডাস বলেছিলেন স্কোরবোর্ডটা গাধা। ইন্টারনেট নামক স্কোরবোর্ড আরো বড় গাধা। অন্তত থিয়েটারি ক্ষেত্রে। উইকিপিডিয়ায় সিনেমা অভিনেতাদের ফিল্মোগ্রাফি পেলেও নাট্যাভিনেতাদের থিয়েটারোগ্রাফি পাবেন না। নাট্য অভিধানে শুধু নাটকের নামগুলো পাবেন। কিন্তু তার মাঝে মাঝে পরতে পরতে কত জীবন নাটক লুকিয়ে আছে, কে রাখে খোঁজ এ বুকের ব্যথার, কার আছে সময়! অথচ প্রতিটি নাট্যশিল্পীর জীবন লিপিবদ্ধ করলে তা থেকে শিক্ষনীয় ও গ্রহনীয় জিনিসের অভাব নেই। কে লিখবে, কে নেবে! সবই বল হরি বোল!

থিয়েটারি জগতের বাইরে পার্থর একটা

জগত আছে। সেখানে তার সাথী বোন মোনা ও সহযোগী বল্টু। স্বপ্নজগতের বাইরে বড়োই বাস্তব সেই জগত। সেথায় সংসার নাটক অভিনীত হয়। বাড়ি মর্টগেজ দেওয়া পার্থর কাছে ব্যাঙ্কের নোটিস আসে। লোন শোধ করার ক্ষমতা তার নেই। বোন তাকে গঞ্জনা দেয়। সেটা পার্থর যন্ত্রনাকে আরো কয়েক গুন বাড়িয়ে দেয়। তবু নিরবে সহ্য করে সে কারণ এসব গা সওয়া হয়ে গিয়েছে। যখন আর সইতে পারে না, মোনার গায়ে হাত তোলে সে। মোনা কিন্তু উপরে যতই কঠোর হোক, দাদার নাট্যস্বত্বা নিয়ে প্রচ্ছন্ন গর্ব ও আগ্রহ আছে তারও। সে জানে দাদা যেটা করে সেটা চুরিডাকাতি নয়। যদিও সমাজের চোখে সেটা চুরিডাকাতির চেয়েও বড় অপরাধ হয়তো। পেশাদার চোর ডাকাতেরাও তো মাসের শেষে একটা মোটা রোজগার করে। কিন্তু মঞ্চের সম্রাট চাঙর খসা বাড়িতে থাকা ফ্রিল্যান্সার থিয়েটার অ্যাক্টর পার্থর রোজগার কত? হাজার তিনেক বড়জোর। সেটাও জল মেশানো ও অনিশ্চিত। তার মধ্যে চা বিস্কুট সিগারেট আছে, থিয়েটারের টুকটাক খরচ আছে। সব মিলিয়ে সংসারে কটা টাকাই বা সে দেয়! কথা শোনাটাই যে রুটিন, সেটাই যে ডেস্টিনি এই পার্থদের!

বোন মোনার ভূমিকায় সুব্রতা সাহা অসাধারণ। সুব্রতার অভিনয় আগেও দেখেছি। জয়েশেরই আগের একটা নাটক 'বিবেকনামা'তে চমকে গিয়েছিলাম তাঁকে দেখে। এখানেও খুবই সহজাত লাগে তাঁর অভিনয়। আবেগ হাসি সংলাপ সবই খুব স্বাভাবিক। এরকম অভিনেত্রী থাকলে থিয়েটারের মান উঁচুতে উঠতে বাধ্য। ছোট্ট হালকা চালের বল্টুর ভূমিকায় সৌরজিৎ বসুর উপস্থিতি ভীষণ মিষ্টি লাগে, ভালো লাগে। বল্টুরা আসলেই হল দৃশ্য, শব্দ ও ভাবনার দূষণে ভরা জীবনের অক্সিজেন। তবে আরেকটু হাসি মজা স্বতস্ফূর্ততা যদি তার সিনগুলোয় তৈরি করা যায়, নাটকটায় আরো প্রাণ আসবে ও দর্শক আরো কিছুটা রিলিফ পাবেন। নির্দেশক চেষ্টা করেননি তা নয়, তবে এখানে আরেকটু ভাবনার দরকার আছে। বাবলু সরকারের ডিজাইন করা সৌমেন হালদারের প্রেক্ষাপণে আলোর কাজ বেশ ভালো। আবহ ভাবনা ঠিক আছে, নাটকের সাথে যায়। শেষে ভিনদেশী তারা গানটিও বেশ ভালো লাগে। আবহ সৃষ্টি ও প্রক্ষেপণের জন্য সন্দীপ মুখার্জীকে সাধুবাদ জানাতে হয়।

এবার আলোচনা শুধু জয়েশকে নিয়ে। তিনি এই নাটকের প্রাণ পুরুষ, মাস্টারমাইন্ড। এর লেখক তিনি, পরিচালক তিনি এবং মূল অভিনেতাও তিনি নিজেই। তিনজন চরিত্রকে নিয়ে নাটক করাটা কল শো এর পক্ষে ভীষণ সহায়ক। কিন্তু সেটাকে দাঁড় করানো টাফ। লেখক জয়েশ সেটা সৃজন করার দু:সাহস দেখিয়েছেন। লিখেছেন ভালো। নাট্যকর্মীর হৃদয়ের কথা যেভাবে তাঁর কলমে উঠে এসেছে সেটা দারুন। নিজে একজন থিয়েটারকর্মী হওয়ায় তাঁকে এর জন্য ধন্যবাদ ও আন্তরিক উষ্ণতা জানাই। তবে পরিচালক জয়েশের জন্য আরেকটু খাটুনি আরেকটু ভাবনার পরিসর নাটকটিতে আছে। মঞ্চসজ্জা নিয়ে একটু ভাবা দরকার। আলনা রাখাটা ঠিক আছে, বেশ অভিনবত্ব তবে জামাকাপড় টাঙিয়ে রাখাটা একটা বহুদর্শিত ব্যাপার। বাড়িটা ভঙ্গুর তার কিছু নিদর্শন সংলাপের মতো মঞ্চেও পেলে ভাল লাগতো। তবে নাটকের সব থেকে হিট এলিমেন্ট হল অভিনেতা জয়েশ। সব খামতিগুলো তিনি একাই মিটিয়ে দিয়েছেন। নাটক শুরুর ১০ মিনিট অবধিও মনে হচ্ছিল নাটকটা দাঁড়াবে না। কিন্তু মহাভারতের পার্থের মতো তিনি একাই খেলাটা ঘুরিয়ে দিলেন। ফর্মালিটি ছেড়ে বলি, যেভাবে সহজভাবে সে সবার সাথে মেশে, কথা হলে, ঠাট্টা রসিকতা করে, সেই সহজ স্টাইলেই নিজের দু:খ ব্যথা যন্ত্রনার কথার বিবরণ দিয়ে গেল। দম লাগে জয়েশ। সত্যিই দম লাগে। আর তোমার সেই দম আছে। আর আমরা যারা তোমার সহকর্মী, আমাদেরও নেবার দম আছে। দেবার মানে অ্যাপ্রিসিয়েট করারও দম আছে।

পুস্তক সমালোচনা

নীতি কথা নির্ভর গল্পমালা

বিধান সাহা

অনেক বিদগ্ধজন মনে করেন, 'পঞ্চতন্ত্র' হলো ভারতবর্ষের সবচেয়ে প্রাচীন নীতিমূলক গল্প। দাক্ষিণাত্যের রাজা অমরশক্তির তিন পুত্রের শিক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত হয় পণ্ডিত বিষ্ণুশর্মার উপরে। তিন রাজপুত্রের শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যেই 'পঞ্চতন্ত্র'রচনা করেন বিষ্ণুশর্মা। 'পঞ্চতন্ত্র'–এর গল্পগুলোতে মানুষ ও পশুর বৈশিষ্ট্য মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। প্রতিটি গল্পেই রয়েছে নীতিকথার আভাস। সংস্কৃত ভাষায় 'পঞ্চতন্ত্র' রচিত হয় যীশু খ্রিস্টের জন্মের প্রায় দুই শত বছর আগে।

'পঞ্চতন্ত্র' থেকে নেওয়া আটচল্লিশটি গল্পের বাংলা ও ইংরেজি অনুবাদ যুগপৎভাবে পরিবেশন করেছেন সাহিত্যিক প্রবীর জানা 'পঞ্চতন্ত্রের গল্প গ্রন্থে'। তিনি সম্পাদকের নিবেদন অংশে 'পঞ্চতন্ত্র গ্রন্থে'–র পরিচয় তুলে ধরার পাশাপাশি বর্তমান সংকলন গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন, 'পঞ্চতন্ত্রের গল্প' সব বয়সের পাঠকের কাছে আকর্ষণীয়। তবে ছোটোদের খুবই প্রিয় এই গল্পগুলি। আমি চেষ্টা করেছি সহজবোধ্য বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় গল্পগুলি অনুবাদ করতে।

বাংলা গল্পের পাশাপাশি ইংরেজি গল্প পরিবেশিত হওয়ায় পাঠকের পড়তে ও বুঝতে খুবই সুবিধা হয়েছে। অনুবাদ করার কৌশলও চোখে পড়ার মতো।

গ্রন্থের প্রথম গল্প 'রাজার বোকা দেহরক্ষী'। ইংরেজিতে সেটা হয়েছে 'The foolish body-guard of the king'. রাজা বিক্রমাদিত্যের একটি পোষা বানর ছিল। তিনি বানরকে দেহরক্ষীর দায়িত্ব দিয়েছিলেন। একটি মাছি তাড়াতে গিয়ে বানর নিদ্রিত রাজাকে তরোয়ালের আঘাত করে বসলো।রাজার মৃত্যু হলো মূর্খ বানরের বুদ্ধিহীনতায়। অতি পরিচিত গল্পকেও পরিবেশনের গুণে লেখক মনোগ্রাহী করে তুলেছেন।

'দুমুখো পাখির গল্প,' 'বানরের বোকামি,' 'গাধার গান,' 'বানর ও কুমিরের গল্প,' 'বেজি ও সাপ,' 'একতাই শক্তি,' 'ধার্মিক ও অধার্মিকের গল্প,' 'রাজহাঁস ও পেঁচা' প্রভৃতি পরিচিত গল্পগুলির সাথে ইংরেজি অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছে।

লেখকের ইংরেজি অনুবাদ স্বভাবতই সহজবোধ্য। সহজ কথায় তিনি গল্প পরিবেশন করেছেন ছোটোদের কাছে। একটি নমুনা নেওয়া যেতে পারে —

ঘটনাটি অনেক বছর আগের।এক গরিব ব্রাক্ষ্মণ বাস করতো গ্রামে । তার আর্থিক অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয়। দিন আনে–দিন খায়। সকাল থেকে বেরিয়ে যায় ভিক্ষা করতে। (বোকা ব্রাক্ষ্মণের গল্প)

Once upon a time there lived a brahmin in a village. He was very poor and maintain his livehood by begging from door to door. (Dream of foolish brahmin)

বাংলা ও ইংরেজি গল্পগুলিকে একত্রিত করে পরিবেশনের জন্য লেখককে সাধুবাদ জানাতেই হয়। লেখক দ্বারা অলংকৃত প্রতিটি গল্পের সঙ্গে চিত্র গল্পগুলিকে মূর্ত করে তুলেছে।

প্রণব হাজরার রঙিন প্রচ্ছদ আকর্ষণীয়। গ্রন্থের ছাপা অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন। বোর্ড বাঁধাই প্রশংসার দাবি রাখে।

পঞ্চতন্ত্রের গল্প –প্রবীর জানা। প্রকাশক –কার্তিক গরাই, জয়গুরু পুস্তকালয়, ভবানী দত্ত লেন, কলকাতা –৭০০০৭৩, মূল্য –১৩০ টাকা মাত্র।

শান্তিনিকেতনে নন্দন মেলায় শিল্প–উৎসবের অনন্য রূপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বোলপুর : পৌষ মেলার আগে শান্তিনিকেতনের সাংস্কৃতিক পটে রঙ ছড়িয়ে দেয় আরও একটি ঐতিহ্যবাহী উৎসব– বিশ্বভারতীর কলাভবনের 'নন্দন মেলা'। প্রতি বছর ১ ও ২ ডিসেম্বর দু'দিন ধরে কলাভবন চত্বরে বসে এই শিল্পসম্মত মেলা, যা দেখতে শল্পপ্রেমীরা দেশ–বিদেশ থেকে ভিড় জমান।

নভেম্বরের শেষ এবং ডিসেম্বরের শুরুতেই শান্তিনিকেতনের লালমাটির পথে পথে তৈরি হয় উৎসবের আবহ। শহরের কোলাহল, নিত্যদিনের চাপ থেকে মুক্তি পেতে শান্তিনিকেতন সফর যেন মন ভালো

করার নিখুঁত টনিক। আর সেই অভিজ্ঞতাকে আরও সমৃদ্ধ করে নন্দন মেলা–শিল্প, সৃজনশীলতা এবং নান্দনিকতার এক অনন্য মিশেল।

এই মেলার নামকরণ শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুকে স্মরণ করে। ১৯২২ সালে তিনি বিশ্বভারতীর কলাভবনের প্রিন্সিপাল হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। নন্দলাল বসুর জন্মদিন ৩ ডিসেম্বর ভারতীয় চিত্রকলার ইতিহাসে এক বিশাল অধ্যায় হয়ে রয়েছে। তাঁর জন্মদিনকে ঘিরেই প্রতি বছর আগের দুই দিন–১ ও ২ ডিসেম্বর–আয়োজিত হয় নন্দন মেলা।

শিল্পভাবনা এই মেলার মূল পরিচয়। তাই সাধারণ মেলার থেকে নন্দন মেলার রূপ আলাদা। প্রতিটি কোণায় ছড়িয়ে থাকে শিল্পের গন্ধ, সৃজনের আনন্দ। কলাভবনের ছাত্রছাত্রীরা নিজের হাতে তৈরি করা নানান শৌখিন সামগ্রী নিয়ে বসেন স্টল সাজিয়ে–গয়না, পেন্টিং, মাটির কাজ, সেরামিক, ডোকরা, নানা ধরনের হস্তশিল্পের সামগ্রী–কী নেই এই মেলায়!

শিল্পের পাশাপাশি মেলা জুড়ে থাকে সঙ্গীত, নাচ, প্রযুক্তিভিত্তিক প্রদর্শনীসহ নানা সাংস্কৃতিক আয়োজন, সব মিলিয়ে কলাভবন চত্বরে তৈরি হয় এক অনন্য উৎসবের পরিবেশ। শিল্প, সৃজন, রঙ ও আনন্দে ভরা নন্দন মেলা– শান্তিনিকেতনের সংস্কৃতির অন্যতম উজ্জ্বল পরিচয়। একবার যারা এই মেলায় যান, তাদের মন ভালো হয়ে যাওয়া অনিবার্য।

সেবা ফার্মার্স সমিতির ৭২তম সাহিত্য আসর

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৯ নভেম্বর গোবরডাঙাসেবা ফার্মার্স সমিতির ৭২তম সাহিত্য আসর সমিতির নিজস্ব তৃতীয় তল ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। পৌরহিত্য করেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও গবেষক বাসুদেব মুখোপাধ্যায়। সংবর্ধনা দেওয়া হয় বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক বাসুদেব সেনকে। তাঁকে উত্তরীয় পরিয়ে পুষ্পস্তবক, মানপত্র, স্মারক ও অন্যান্য উপহার সামগ্রী দিয়ে সম্মাননা জ্ঞাপন করলেন সমিতির সভাপতি হিমাদ্রী গোমস্তা, প্রতিমা চক্রবর্তী প্রমুখ। অনুভূতি সম্পর্কে বাসুদেব সেন বলেন, দেশভাগের পর বাবা–মা এদেশে চলে আসেন ১৯৫২ সালে এবং ক্যাম্পে থাকার পর সরকার জায়গা দেন। আমডাঙায় বেড়ার ঘরে খুবই কষ্টে দিন কাটে। আমি অষ্টমগর্ভের সন্তান। প্রথম তিন ভাই মারা যায়। ১৯৬১তে এদেশে জন্ম এবং পরে দুটি বিষয়ে স্নাতক হই। পরে ব্যাঙ্কে কর্মজীবন শুরু করি এবং বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত। সাহিত্যের প্রতি নেশা স্কুল লাইফ থেকে। আজকের এই সংবর্ধনা আমাকে

দায়বদ্ধতা বাড়িয়ে দিল। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ সাংবাদিক 'যমুনাবতী' পত্রিকার সম্পাদক সরোজ কান্তি চক্রবর্তী এবং সাহিত্যিক ঋতুপর্ণ বিশ্বাস। অনুষ্ঠানে নভেম্বর মাসে শতবর্ষ প্রাপ্ত ঋত্বিক ঘটক, সলিল চৌধুরি ও অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন।বিবর দত্ত, স্বপনকুমার বালা, নবকুমার বিশ্বাস, সুরঞ্জন টিকাদার, টুলু সেন, শর্মিলা পাল, সুদিন গোলদার, কাকলি হালদার প্রমুখ প্রায় ৩০ জন কবি–কবিতা পাঠে অংশ নেন। সংগীতে প্রবীর কুমার হালদার,ধন্ত বিশ্বাস ইত্যাদি প্রশংসনীয়। স্বাগত ভাষণ দেন হিমাদ্রী গোমস্তা। সম্পাদক গৌতম মন্ডল।

আমতায় বৈচিত্র্যময় 'দামোদর মেলা'

অসীম কুমার মিত্র : পশ্চিম বাংলার প্রচুর চমকপ্রদ সাংস্কৃতিক বা লোক উৎসবের উপকরণ হাওড়া জেলার চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। ছড়িয়ে থাকা ওইসব লোক উৎসবের নানাবিধ উপাদান থেকে মানুষ আনন্দ বিনোদনের বিবিধ রসদ খুঁজে পায়।পুজো ও মেলা তারই অঙ্গ,যেখান থেকে জনসাধারণ খুঁজে পায় তাদের বাঁচার রসদ। সেরকমই এক লোক উৎসব বা লোক মেলার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো আমতার রসপুরে অগ্রগতি পরিচালিত 'দামোদর মেলা'। বর্তমানে হাওড়া জেলার লোক উৎসবের সব থেকে বড় মেলা হিসাবে ইতিমধ্যেই 'দামোদর মেলা' সমাদৃত হয়েছে। ধর্মীয় চেতনা থেকে মুক্ত হয়ে দামোদর মেলা ক্রমশ লোক উৎসবের আঙিনায় স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।হাওড়া জেলার কলিকাতা গ্রামের

'অগ্রগতি গণ সংগঠন' এলাকার সর্বস্তরের মানুষের বুকভরা ভালোবাসায় মেলা সংগঠিত করে চলেছে দীর্ঘ বত্রিশ বছর ধরে। ১৯৯২ সালের ৭ই ডিসেম্বর 'দামোদর মেলা'র যাত্রা শুরু হয়। সেই থেকে প্রতিবছর ৭–১৩ই ডিসেম্বর আমতা থানার অন্তর্গত রসপুর উচ্চবিদ্যালয় ফুটবল মাঠে এই 'দামোদর মেলা' জনজোয়ারে পরিপূর্ণ থাকে। উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার সুখ–দুঃখের দোল–দোলানোয় এলাকার কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতির উৎকর্ষ বিধানের এই মেলা মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।ভিন্ রাজ্যের এমনকি প্রতিবেশী রাষ্ট্র ও জেলার লোকসংস্কৃতি দলের মিলনস্থল হয়ে ওঠে দামোদর মেলা প্রাঙ্গন। জেলা, রাজ্য এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্র থেকে লোকসংস্কৃতি দল তাদের নিজস্ব দেশজ সংস্কৃতি–যেমন বাউল, তরজা, ঘেঁটু, ঢোলবাদ্য, রায়বেঁশে, গম্ভীরা, ছৌ–নাচ, মুখোশ, ফকিরিগান, কেষ্টযাত্রা, ইন্দ্রজাল, মানবপুতুল, নাটিকা, জিমনাস্টিক, নৃত্য–গীতি–আলেখ্য, নৃত্যনাট্য, হারানো দিনের গান প্রভৃতি পরিবেশন করে থাকে। প্রতিবছরই মেলায় ৫০টিরও অধিক প্রদর্শনী হয়ে থাকে। শিক্ষাবাহী এইসব প্রদর্শনী মণ্ডপে সরকারী ও বেসরকারী বিভাগগুলি অংশগ্রহণ করে থাকে। সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং ধর্মীয় বিধিনিষেধের গণ্ডীর বাইরে শিক্ষা ও সংস্কৃতিবাহী 'দামোদর মেলা'য় সব ধর্মের মানুষের সমাগম ঘটে। সেই পরম্পরার ধারা অব্যাহত আগামী ৭–১৩ ডিসেম্বর ২০২৫ দামোদর মেলার ৩৩তম বর্ষেও। এবারের থিম বা ভাবনা– আমার সোনার বাংলা।মেলার মূল মঞ্চের নামকরণও তাই। প্রাণ উথালী সম্ভারে সুরের উজানে মৈত্রী উৎসবের আঙিনায় সৃজনকর্ম আর আন্তরিকতার নান্দনিক প্রয়াসে একগুচ্ছ বর্ণময় সাংস্কৃতিক সমারোহে মুখরিত হয়ে উঠবে অগ্রগতি পরিচালিত সপ্তাহব্যাপী দামোদর মেলা।

পরম্পরা

নতুন ধানের পরব, প্রাণের উৎসবের সুবাসে মাতোয়ারা গ্রামবাংলা

দেবাশিস রায়

'আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে– এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়–হয়তো বা শঙ্খচিল শালিখের বেশে;
হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল ছায়ায়;'

অমর কবি জীবনানন্দ দাস তাঁর কবিতার ক্যানভাসে নানান রঙে রূপসী বাংলার ছবি এঁকেছেন। গ্রামবাংলার নদীনালা, মাঝিমাল্লা, ধুলোমাখা পথপ্রান্তর, সবুজ ধানখেত। গাঁয়ের বধূ আর আদুল গায়ে শিশুদের ছুটোছুটি। হরেক উৎসব পার্বণের সঙ্গেই তাঁর লেখনীতে উঠে এসেছে নবান্নের কথাও। নব অন্নে নবান্ন; সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী পার্বণের প্রসঙ্গ উঠলেই নবান্নের ছবিটা মনে পড়বেই। শারদোৎসবের পরপরই হেমন্তের হিমেল হাওয়ায় ভেসে আসে নবান্ন উৎসবের সুর। কার্তিক–অঘ্রাণ মাস নিয়ে বঙ্গের হেমন্ত ঋতু। এই সময়ে খেজুর গাছের রস সংগ্রহের জন্য বঙ্গের মাঠেঘাটে শিউলীদের ব্যস্ততা চোখে পড়ে। মাঠ থেকে সোনালী ফসল আমন ধান ঘরে তোলার জন্য চাষির চোখে ঘুম নেই। গোলাভরা ধান দেখে কিষাণ পত্নীর চোখে খুশির ঝিলিক। নতুন এই ধানের চাল নিয়েই তো অগ্রহায়ণ মাসভর গ্রামবাংলায় ঐতিহ্যবাহী নবান্ন উৎসবের প্রস্তুতি চলবে। একসময় অবিভক্ত বঙ্গদেশ জুড়ে প্রতিটি হিন্দু বাঙালি পরিবারেই এই উৎসব পালনের রীতি ছিল। কিন্তু, কালের স্রোতে সেই ঐতিহ্যের ভাঁটা পড়েছে অনেক জায়গাতেই। দুই বাংলার কিছু কিছু জায়গায় এখনও অনেক কৃষিজীবী পরিবারের মধ্যে নবান্ন উৎসব পালনের রেওয়াজ চোখে পড়ে। তার মধ্যে রাঢ়বঙ্গ অর্থাৎ অজয়–দামোদর–কংসাবতী–ভাগীরথী নদীর তীরবর্তী দুই বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, হুগলি এবং নদিয়া জেলার একাংশে এখনও বিপুল উৎসাহ সহকারে নবান্ন উৎসব উদযাপিত হয়। তবে রাঢ়বঙ্গের অনেক জায়গায় কৃষক পরিবারগুলিতে এই উৎসবের প্রথম বার্তাটি কিন্তু বয়ে আনে মুঠোপুজো বা মুঠপুজো। কার্তিক সংক্রান্তিতে সূর্য ওঠার আগেই কৃষিজীবী পরিবারগুলি মুঠপুজোর প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। পরিবারের কোনও সদস্য স্নান সেরে শুচিবস্ত্র পরে কাস্তে সহ নানাবিধ মাঙ্গলিক উপাচার হাতে নিয়ে ধানের জমিতে উপস্থিত হন। তারপর ঈশান কোণে দাঁড়িয়ে ভক্তি ভরে জমি থেকে আড়াই গোছ শিষ সহ ধান কাটেন এবং সেই ধান যথাবিহিত রীতি মেনে বাড়ি নিয়ে আসেন। এই সময় গৃহবধূ সহ অন্যান্যরা শঙ্খ বাজিয়ে উলুধ্বনী সহকারে এই ধানের শিষকে বরণ করার পর গোছাটিকে একটি পবিত্র জায়গায় স্থাপন করে। তারপর সেখানেই নানা উপাচার সাজিয়ে ধান শিষের পুজো করেন একজন পুরোহিত। এই মুঠো পুজোই চাষিকে জানান দেয় তাঁর খেতের সোনার ফসল গোলাভরতি করার সময় চলে এসেছে। ফলে আমন চাষিদের ঘরে ঘরে ব্যস্ততা বাড়ে। নিয়মিত খেত পরিদর্শন সহ ফসল কাটার তদারকি, খামার ও গোলা পরিচর্যায় কৃষক পত্নীর ব্যস্ততা তুঙ্গে ওঠে। মূলত এদিন থেকেই কৃষক পরিবারগুলিতে কার্যত প্রাণপ্রিয় নতুন ফসল তোলার প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। সেইসঙ্গে অঘ্রাণের নবান্ন উৎসবের প্রহরও গুনতে থাকে সকলেই।

'এসেছ বন্ধু? তোমার কথাই জাগছিল ভাই প্রাণে,–
কাল রাতে মোর মই প'ড়ে গেছে ক্ষেতভরা পাকা ধানে।
ধানের ঘ্রাণে ভরা অঘ্রাণে শুভ নবান্ন আজ,
পাড়ায় পাড়ায় উঠে উৎসব, বন্ধ মাঠের কাজ।..'

কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত তাঁর এই 'নবান্ন' কবিতায় এক দরিদ্র কৃষকের দুঃখ কষ্টভরা জীবনের কথা তুলে ধরার মধ্য দিয়ে বঙ্গের দুর্দশাগ্রস্ত মানুষেরই একটা করুণ দৃশ্য ফুটিয়ে তুলেছেন। কৃষকেরা অনেক প্রত্যাশা নিয়ে নতুন ধানের চাষ করেন। কিন্তু, কারও ভাগ্যলক্ষ্মী সহায় হয় তো, কেউ প্রকৃতির নিষ্ঠুর পরিহাসের কবলে পড়েন। কবির এই ভাবনার ছাঁচে আজও বঙ্গের দুর্দশাগ্রস্ত কৃষকের প্রতিরূপ ফুটে উঠছে। তবুও ছাপোষা মানুষজন একবুক প্রত্যাশা নিয়ে নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখবে। দুঃখকষ্টের মধ্যেই প্রাণের উৎসবকে আঁকড়ে ধরবে।

এই মুহূর্তে দুই বাংলায় দিগন্ত বিস্তৃত খেতে সোনালী আমন ধানের শিষ হেমন্তের হিমেল হাওয়ায় মাথা দোলাচ্ছে। বঙ্গদেশে অগ্রহায়ণ মাসে নতুন আমন ধান ওঠার পর সেই ধানের চাল থেকে কৃষিজীবী পরিবারে প্রথম যে পুজোর নৈবেদ্য

কিংবা রান্নার উৎসবমুখর আয়োজন হয় সেটাই আক্ষরিক অর্থে নবান্ন উৎসব রূপে প্রচলিত। নতুন ধানের চালগুঁড়োর সঙ্গে নলেনগুড়, দুধ, ক্ষীর, মাখাসন্দেশ, খেজুর, কিসমিস, কাজুবাদাম, পেস্তা, কর্পূর প্রভৃতি উপকরণ মিশিয়ে সুবাসিত নৈবেদ্য প্রস্তুতের পর তা যথাবিহিত রীতি মেনে গৃহদেবতাকে নিবেদন করা হয়। তারপর সেই প্রসাদ সহ নতুন চালের তৈরি অন্ন পূর্বপুরুষ এবং কাকপক্ষীর উদ্দেশে কলাপাতায় ভরে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় রেখে দিয়ে আসা হয়। হিন্দু ধর্মপ্রাণা কৃষকদের বিশ্বাস, পূর্বপুরুষগণ এই নবান্নের জন্য সারাটা বছর উন্মুখ হয়ে থাকেন। তাই পরলোকগত পরিজনের উদ্দেশে নবান্ন নিবেদন করা অত্যন্ত পূণ্যের কাজ এবং পূর্বপুরুষ সহ কাকপক্ষী এই নবান্ন গ্রহণ করলে পরিবার সুখসমৃদ্ধিতে ভরে উঠবে। এই পরম বিশ্বাসকে নির্ভর করে সামনের দিকে এগিয়ে চলেন বঙ্গের খেটেখাওয়া কৃষক ও ছাপোষা খেতমজুররা।

রাজ্যের 'শস্যগোলা' পূর্ব বর্ধমান জেলাজুড়ে এবারও ব্যাপকভাবে আমন ধানের চাষ হয়েছে। তবে, জুলাই–আগস্ট মাসের অস্বাভাবিক বর্ষণজনিত কারণে বন্যাপরিস্থিতিতে এই জেলার কয়েক হাজার আমন চাষিকে একাধিকবার প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে হয়েছিল। বন্যা পরিস্থিতিতে শত শত হেক্টর বীজতলা সহ রোয়া ধানজমি ক্ষতিগ্রস্ত, বাদামী শোষকপোকার সাংঘাতিক আক্রমণ সবমিলিয়ে আমন চাষিদের কপালে দুঃশ্চিন্তার ভাঁজ পড়েছিল। চাষিদের সেই দুঃসহ পরিস্থিতির মোকাবিলায় সরকার সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। তবে, জেলাজুড়ে শেষপর্যন্ত আমন ধানের ফলন মোটের ওপর ভালো হয়েছে বলেই একাধিক সূত্র মারফৎ জানা গিয়েছে। বিস্তর প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বিঘা প্রতি ধানের ফলন ১৮–২০ মণ হওয়ায় বিভিন্ন এলাকার চাষিদের মুখে স্বস্তির হাসি দেখা যাচ্ছে। তাই বিগত বছরের মতো এবারেও রাঢ়বঙ্গের নবান্ন উৎসব যে জমজমাট হয়ে উঠবে এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। নবান্ন উপলক্ষ্যে পূর্ব বর্ধমান জেলার একাধিক জায়গায় জমজমাট উৎসবের আয়োজন করা হয়। বর্ধমান, খণ্ডঘোষ, রায়না, মেমারি, জামালপুর, আউশগ্রাম, ভাতাড়, মঙ্গলকোট, কাটোয়া, কালনা, মন্তেশ্বর, কেতুগ্রাম, পূর্বস্থলী প্রভৃতি এলাকায় নবান্ন উৎসব নজর কাড়ে। কাটোয়া শহরে মহাপ্রভুর স্মৃতি বিজড়িত গৌরাঙ্গ বাড়িতেও ঐতিহ্যবাহী নবান্ন উৎসবে শামিল হন অসংখ্য মানুষ। এছাড়াও এই উপলক্ষ্যে কাটোয়ার পাঁচঘড়া, চাণ্ডুলী, জগদানন্দপুর, মঙ্গলকোট সহ পূর্ব বর্ধমান জেলার বহু জায়গায় অন্নপূর্ণা সহ বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি পুজোকে কেন্দ্র করে নজরকাড়া মণ্ডপ, চোখধাঁধানো আলোকসজ্জা, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা এবং জমজমাট মেলার আয়োজন নবান্ন উৎসবের আকর্ষণ বহুগুন বাড়িয়ে তোলে। এককথায় বলা যায়, 'নবান্ন' হল গ্রামবাংলার কৃষিজীবী পরিবারগুলির কাছে 'প্রাণের উৎসব'।

আতশ কাচে

খেলবেন কো-রো

দীর্ঘ ১৫ বছর পর বিজয় হাজারেতে ফিরছেন কোহলি। ২০১০ সালের ফেব্রুয়ারিতে শেষ বার সার্ভিসেসের সঙ্গে খেলতে দেখা যায় তারকা ক্রিকেটারকে। ২৪ ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে এই ঘরোয়া টুর্নামেন্ট। দিল্লির হয়ে খেলবেন বিরাট। অন্যদিকে, মুম্বইয়ের হয়ে বিজয় হাজারেতে খেলবেন রোহিত শর্মা।

ইডেনে রেকর্ড

ইডেনে এলিট গ্রুপ বি ম্যাচে মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ৬১ বলে ১০৮ রান করেন বৈভব সূর্যবংশী। ইনিংসে ছিল সাতটি চার এবং ছয়। পুরো ২০ ওভার খেলে বিহারকে ১৭৬ রানে পৌঁছে দেয়। শতরানের ফলে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে সর্বকনিষ্ঠ প্লেয়ার হিসেবে ১০০ করার নজির গড়লেন। ১৪ বছর ২৫০ দিনে এই রেকর্ড করেন।

থাকছেন রাসেল

কলকাতা নাইট রাইডার্স এবার আন্দ্রে রাসেলকে ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু আন্দ্রে রাসেল তারপরেও থেকে গেলেন কেকেআর-এই। এবার অন্য অবতারে। মাঠে ব্যাট হাতে না নামলেও তাঁর বিশ্বখ্যাত পাওয়ার হিট ব্যাটিংকে এবার কাজে লাগাতে চাইছে কেকেআর। রাসেল এই মরসুমে কেকেআর-এর খেলোয়াড় নন, বরং পাওয়ার কোচ।

৩ মেয়ের চাকরি

বিশ্বকাপ জয়ের প্রায় এক মাস কেটে গিয়েছে। বিশ্বমঞ্চে দেশের নাম উজ্জ্বল করার স্বীকৃতি পেয়েছে ভারতের মেয়েরা। এবার আরও একটি পুরস্কার পেলেন ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের তিন কন্যা। ভারতীয় রেলে চাকরি পেলেন প্রতীকা রাওয়াল, স্নেহ রানা এবং রেণুকা সিং ঠাকুর।

হঠাৎ পদত্যাগ কোচের

ভারতীয় মহিলা হকি দলের প্রধান কোচ হরেন্দ্র সিং আচমকা পদত্যাগ করেছেন। হকি ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে নিজেই তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তবে সূত্রের খবর, দলের ক্রমাগত খারাপ পারফরম্যান্স এবং প্লেয়ারদের সঙ্গে আচরণগত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে হরেন্দ্র সিংকে কোচের পদ থেকে সরানোর কথাও বিবেচনা করা হয়েছিল।

প্রয়াত কেষ্ট

প্রয়াত বাংলার ফুটবলের অবিস্মরণীয় স্ট্রাইকার কেষ্ট মিত্র। সাতের দশকে কলকাতার ফুটবলে খ্যাতিমান বাঙালি স্ট্রাইকারদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন তিনি। মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলে খেলার সুবাদে তিনি নিজের দক্ষতা প্রমাণ করলেও কখনও বাংলা দল বা জাতীয় দলে সুযোগ পাননি, যা তাঁর কাছে আজীবন এক আক্ষেপ হিসেবে থেকে গিয়েছে। ফুটবল মহলে তাঁকে সবাই তাঁর ডাক নাম কেষ্টদা-ই চিনতেন। মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল ছাড়াও তিনি খেলেছেন বিএনআর, এরিয়ান এবং এফসিআই ক্লাবেও।

স্বস্তিতে এআইএফএফ

ফেডারেশনের বিশেষ সাধারণ সভায় স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে নতুন সংবিধানকে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মতো সংবিধান গ্রহণ করা হয়েছে। এই সংবিধান পাশ হওয়ার ফলে ফিফার যে ব্যানের আশঙ্কা ছিল, তা এড়ানো গিয়েছে। কিন্তু তারপরও সংবিধানের বেশ কয়েকটি পয়েন্ট নিয়ে উত্তর মেলেনি।

ডি লিট অনিশ্চিত

বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌরকে ডিলিট দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। আগামী ২৪ ডিসেম্বর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে ওই সম্মান ক্যাপ্টেন হ্যারির হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কর্তৃপক্ষ। কিন্তু হরমন ওইদিন উপস্থিত থাকতে পারবেন না-বলে জানিয়েছেন যাদবপুরের উপাচার্য চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য্য। তিনি বলেন, 'হরমনপ্রীত কৌর আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু বোর্ডের অনুমতি না-থাকায় তিনি অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পারছেন না।'

বিশ্বকাপে সেরা ডিএসপি দীপ্তিকে নিয়েই টানাটানি ডব্লুপিএল নিলামে!

সুমনা মণ্ডল: উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগের নিলামে দীপ্তিময় দীপ্তি শর্মা। মেয়েদের বিশ্বকাপে সেরা ক্রিকেটার দীপ্তিকে নিয়েই টানাটানি। ৩ কোটি ২০ লক্ষ টাকায় নিজের পুরনো দল ইউপি ওয়ারিয়র্সে ফিরলেন তিনি। প্রত্যাশিতভাবেই সবচেয়ে বেশি দাম পেলেন সদ্যসমাপ্ত বিশ্বকাপের সেরা ক্রিকেটার। দীপ্তিকে দলে নিতে দিল্লি ক্যাপিটালস ও ইউপি ওয়ারিয়র্সের মধ্যে রীতিমতো দড়ি টানাটানি চলে। শেষ পর্যন্ত রাইট টু ম্যাচ কার্ড প্রয়োগ করে ইউপি ওয়ারিয়র্স দলে নেয় দীপ্তি শর্মাকে। এর আগে টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী সংস্করণে সবচেয়ে বেশি ৩ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা পেয়েছিলেন স্মৃতি মান্ধানা। তাঁকে কিনেছিল

আরসিবি। এবার মান্ধানাকে রিটেন করে রেখেছিল আরসিবি। বাংলার রিচা ঘোষকেও রিটেন করা ছিল আরসিবির। দিল্লি শেফালি ভার্মা, জেমাইমা রডরিগেজকেও রিটেন করা ছিল। ফলে নজর ছিল দীপ্তির দিকেই। বাংলার তিতাস সাধুকে ৩০ লাখ টাকায় দলে নেয় গুজরাট। বেস প্রাইসেই তাঁকে নেওয়া হয়। এবারের উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগের মেগা নিলামে সবচেয়ে বেশি দাম পাওয়া ৫ ক্রিকেটারের মধ্যে দীপ্তি ছাড়া রয়েছেন অ্যামেলিয়া কের (৩ কোটি টাকা), যাঁকে নিয়েছে হরমনপ্রীত কৌরের মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। শিখা পান্ডেকে ২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা দিয়ে নিয়েছে ইউপি ওয়ারিয়র্স। সোফি ডিভাইনকে ২ কোটি টাকা দিয়ে নিয়েছে গুজরাট জায়ান্টস। মেগ ল্যানিংকে ১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা দিয়ে নিয়েছে ইউপি ওয়ারিয়র্স।

নিলামের আসর বসেছিল দিল্লিতে। মেগা নিলামে মোট ২৭৭ জন ক্রিকেটারের ভাগ্যপরীক্ষা হয়েছে।

নিলাম শেষে দল পেয়েছেন ৬৭ জন ক্রিকেটার। মোট ৪০ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা খরচ করেছে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলি। এদিনের নিলামে সবচেয়ে বেশি অর্থ খরচ করেছে ইউপি ওয়ারিয়র্স। অপ্রত্যাশিতভাবেই অবিক্রীত থেকে গিয়েছেন অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক অ্যালিসা হিলি। দল পাননি বিশ্বজয়ী উমা ছেত্রী, অমনদীপ কৌররা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের আরও বেশ কয়েকজন।

নিলামের পাশাপাশি ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড জানিয়েছে, উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগের চতুর্থ সংস্করণ আগামী ৯ জানুয়ারি থেকে ৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত নভি মুম্বই এবং গুজরাটের ভদোদরায় অনুষ্ঠিত হবে।

ভারোত্তোলনে একইসঙ্গে সোনা জিতলেন বাংলার মা ও মেয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাংলার ক্রীড়াক্ষেত্রে একই প্রতিযোগিতায় একই দিনে সোনা জিতলেন মা ও মেয়ে। ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে খেলো ইন্ডিয়া ভারোত্তোলনের পূর্বাঞ্চলীয় লিগে মেয়েদের ৫৮ কেজি বিভাগে সোনা জিতে নেন রাজ্যশ্রী হালদার। ৯৯ কেজিতে সোনা জিতলেন মা রাখি হালদার।

'খেলো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি গেমসে'র পর মেয়েকে প্রস্তুত করেছিলেন মা রাখি হালদার। পরে ৯৯ কেজি বিভাগে নামেন যিনি নিজেও এবং শুধু নামলেনই না। ঝুলিতে সোনা পুরে পোডিয়াম ছাড়লেন তিনিও।

ভারোত্তোলনে রাখি হালদার

কোনও নতুন নাম নয়। ৬ টি আন্তর্জাতিক পদকজয়ী রাখি হালদার দীর্ঘদিন ধরেই বাংলা ও ভারতের পরিচিত মুখ। নানা বাধা-সমালোচনার মধ্যেও নদীয়ার হবিবপুর থেকে উঠে এসেছেন তিনি। মায়ের পথ অনুসরণ করেই ভারোত্তোলনে হতেখড়ি রাজ্যশ্রীর। ১৮ বছর বয়সেই খেলো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি গেমসে রুপো জিতেছেন। একটুর জন্য হারান স্বর্ণপদক। পূর্বাঞ্চলীয় লিগে সোনা জিতে সেই হতাশা মিটিয়ে ফেললেন এই তরুণী ভারোত্তোলক। প্রমাণ করে দিলেন তিনি লম্বা রেসের ঘোড়া।

একইসঙ্গে একইদিনে এরকম নজির গড়ার পর রাখি বলেন, রাজ্যশ্রীর ইভেন্ট শেষ না হওয়া পর্যন্ত নিজে কিছুই ভাবতে পারিনি। তবে বিশ্বাস ছিল ও পারবে। অন্যদিকে, রাজাশ্রীর মেখে তীয় আইলে ঘ-ই। আনন্দে চোখে জল আসে তার। তরুণী বলেন, 'মাকে দেখেই ভারোত্তোলনে এসেছি। একই মঞ্চে দুজনে নামা এক আলাদা অনুভূতি।' চোট-আঘাতের সম্ভাবনা থাকায় রাখি চাননি রাজাশ্রী ভারোত্তোলন বেছে নিক। তবু ছোট বয়স থেকেই মেয়ের আগ্রহ দেখে ট্রেনিং দিতে শুরু করেন মেয়েকে। সেই মেয়েই আজ সিনিয়র-জুনিয়র দুই বিভাগেই সোনার মতো ঝলমলিয়ে উঠল। লিগে মেয়ের সোনরা নিশ্চিত হওয়ার পর আরও খোলা মনে নিজের ইভেন্টে নেমেছিলেন রাধি। হাজারও প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও উচ্ছ্বসিত রাখি বলেন, 'মেয়ের সাফল্যই বেশি তৃপ্তি দিয়েছে। মা-মেয়ের এই সোনালী সাফল্যের দিন তাই ব্যান্ড তথা দেশের ক্রীড়াক্ষেত্রে এক অনন্য অনুপ্রেরণার অধ্যায় হয়ে রইল।'

টিটি চ্যাম্পিয়নশিপে সাফল্য উত্তর ২৪ পরগনার

নিজস্ব প্রতিনিধি : সদ্যসমাপ্ত রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপে সাফল্যের জন্য উত্তর ২৪ পরগনা দলকে সংবর্ধিত করল সেই জেলার টেবল টেনিস সংস্থা। জেলা টেবিল টেনিস সংস্থার সচিব শান্তনু সাহা, ক্রীড়াগুরু মিহির ঘোষ, আন্তর্জাতিক টেবল টেনিস কোচ প্রসেনজিৎ সরকার, জাতীয় কোচ মৌসুমী পাল, সংস্থার ভাইস-প্রেসিডেন্ট সুব্রত নন্দীর উপস্থিতিতে এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।

শিলিগুড়িতে রাজ্য টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপে পুরুষদের সিঙ্গলসে খেতাব হুগলির আকাশ পালের। তিনি ৪-১ গেমে উত্তর ২৪ পরগনারই অনিকেত সেন চৌধুরীকে হারিয়ে শিরোপা জেতেন। রাজ্য চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরেই আকাশ পাল চিনে বিশ্ব মিক্সড ডাবলস চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিতে উড়ে গিয়েছেন। রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপে মহিলাদের বিভাগে খেতাব উত্তর ২৪ পরগনার মুনমুন কুণ্ডুর ঝুলিতে। তিনি ৪-৩ গেমে হুগলির পয়মন্তী বৈশ্যকে হারিয়ে শিরোপা জিতে নিয়েছেন অনূর্ধ্ব ১৯ ছেলেদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হুগলির রূপম সর্দার। সে ৪-২ ব্যবধানে উত্তর কলকাতার সোহম মুখোপাধ্যায়কে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। এই বিভাগে মেয়েদের চ্যাম্পিয়ন উত্তর কলকাতার আবিশা কর্মকার। সে ৪-০ গেমে সৌম্যা দাসকে হারিয়ে সহজেই খেতাব জিতে নেয়।

অনূর্ধ্ব ১৭ বিভাগে অবশ্য চ্যাম্পিয়ন উত্তর কলকাতার সোহম মুখোপাধ্যায়। সে ৪-৩ গেমে দক্ষিণ কলকাতার সৌনভ বর্মনকে হারিয়ে খেতাব জেতে। এবারের রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপে জোড়া খেতাব আবিশা কর্মকারেরও। অনূর্ধ্ব ১৭ মেয়েদের বিভাগেও খেতাব আবিশার। সে ৪-১ গেমে উত্তর ২৪ পরগনার আরোহি রায়কে হারিয়ে শিরোপা জিতে নিয়েছে।

মোহনবাগানকে বিদায় মোলিনার

নিজস্ব প্রতিনিধি : এই মরসুমে ব্যর্থ মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। ফুল ফোটাতে পারেননি হোসে মোলিনা। তাই তাঁকে সরিয়ে নতুন কোচ ঠিক করে ফেলল মোহনবাগান কর্তৃপক্ষ। আইএসএল এবার এখনও পর্যন্ত অনিশ্চিত। তবে আশ্বাস পাওয়া গিয়েছে আইএসএল হবে। ওড়িশা এফসি ৫ আগস্ট থেকে সমস্ত খেলোয়াড় এবং কর্মীদের সঙ্গে চুক্তি স্থগিত করেছিল। এই পরিস্থিতিতে ওড়িশা এফসি ছেড়েছেন সের্জিও লোবেরা। ওড়িশার পক্ষ থেকে বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, 'ওড়িশা এফসি এবং হেডকোচ সের্জিও লোবেরার সম্পর্ক শেষ হয়েছে। উভয়ের পারস্পরিক সম্মতিতেই এই সিদ্ধান্ত। কোচ হিসাবে অবদানের জন্য ক্লাবের তরফ থেকে ধন্যবাদ।' এই সুযোগ নষ্ট করেনি মোহনবাগান। আইএসএল জয়ী কোচ মোলিনাকে সরিয়ে নতুন কোচ করা হল সের্জিও লোবেরাকে। বাকি মরসুমের জন্য তিনিই দলের কোচিং দায়িত্ব সামলাবেন। বুধবার তাঁর সঙ্গে চুক্তি হল মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের। জেমি ম্যাকলারেন, জেসন কামিন্স, বিশাল কাইথদের নিয়ে ৩০ নভেম্বর থেকেই অনুশীলনে নেমে পড়ছেন তিনি।

ভারতীয় ফুটবল হাতের তালুর মতো চেনেন এই স্প্যানিশ কোচ। তাঁর ঝুলিতে রয়েছে আইএসএল শিল্ড এবং লিগ জয়ের অভিজ্ঞতা। রয়েছে বার্সেলোনার মতো ক্লাবে কোচিং করানোর অভিজ্ঞতাও। এই কারণেই বাকি মরসুমের জন্য সের্জিওর উপর আস্থা রাখছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ম্যানেজমেন্ট। চুক্তিতে সই করার পর এমবিএসজি মিডিয়া টিমকে সের্জিও বলেন, 'মোহনবাগান সুপার জায়ান্টে দায়িত্ব নেওয়া আমার কাছে বিরাট সম্মানের। এই ক্লাবের অনেক ইতিহাস রয়েছে, রয়েছে আবেগ আর উচ্চাকাঙ্ক্ষা। আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এমন একটি দল গড়ে তুলতে, যারা খেলবে সাহসিকতা, নিজস্ব পরিচয় এবং জয়ের মানসিকতা নিয়ে। আমরা একসঙ্গে কাজ করব, যাতে এই অধ্যায় হয়ে ওঠে অবিস্মরণীয়।' একই সঙ্গে তিনি বলেছেন, 'এই দলে আছে প্রতিভা আর হৃদয়ের শক্তি, যা ভারতীয় ফুটবলে আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম। আমি এখানে এসেছি সেই সম্ভাবনাকে আরও উচ্চতায় তুলে নিয়ে যেতে। মোহনবাগান শীর্ষে থাকার যোগ্য, আর আমরা প্রতিদিন কাজ করব সেই স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করতে।'

ভলিবল খেলতে চিনে তারকেশ্বরের সহেলি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ইন্টারন্যাশনাল স্কুল স্পোর্টস ফেডারেশনের ওয়ার্ল্ড স্কুল ভলিবল চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণ করতে তারকেশ্বর থেকে চিনে পাড়ি দিল ভঞ্জিপুর দেশবন্ধু বিদ্যানিকেতন হাই স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী সহেলি সামন্ত। ১৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত চিনের সংগলু শহরে অনুষ্ঠিত হবে অনূর্ধ ১৫ ওয়ার্ল্ড স্কুল ভলিবল চ্যাম্পিয়নশিপ। সেখানে ভারতীয় দলের হয়ে খেলবে তারকেশ্বর ভঞ্জিপুরের বাসিন্দা সহেলী। ১০ বছর বয়স থেকে ভলিবল অনুশীলন শুরু করে সহেলি। তারকেশ্বরের মহাবিদ্যালয় মাঠে কোচ শংকর পালের কাছেই তার হাতে খড়ি।

অনুশীলের শুরুর প্রথমে একের এক প্রতিযোগিতায় ভালো ফল করে। লিবেরোতে দুর্দান্ত সাফল্য পায় সহেলি।

প্রথমে জেলা, রাজ্য, জাতীয় স্তরের স্কুল ভিত্তিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে সাফল্য পেয়ে জাতীয় স্তরে নিজের স্থান পাকা করে সহেলি।

শুভেন্দুর শুভেচ্ছা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিশ্বকাপ জয়ী রিচা ঘোষের সঙ্গে দেখা করলেন বিজেপি দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শিলিগুড়ির সুভাষপল্লিতে রিচার বাড়িতে গিয়ে তাঁর হাতে রুপো দিয়ে তৈরি ভারতের মানচিত্র-সহ সোনার চেন ও আরও একাধিক উপহার তুলে দেন তিনি। বেশ খানিকক্ষণ কথা বলেন রিচার সঙ্গে। তবে শুধু খেলাধুলা নয়, রিচা ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে আরও অনেক বিষয়েই আলোচনা করেন বিরোধী দলনেতা।

মুখোমুখি

অর্জুন পুরস্কার প্রাপ্ত প্রথম মহিলা ফুটবলার। জাতীয় দলকে দু'বার তুলেছিলেন এএফসি কাপের ফাইনালে। মেয়েরাও ফুটবল খেলতে পারে এই ভাবনাটাই ছিল না অনেকের মধ্যে। তিনি শুধু ফুটবলই নয়, হ্যান্ডবল, ক্রিকেট, হকি, সেপাকটাক্রো সব খেলাতেই পারদর্শী ছিলেন। ভারতীয় দলের অধিনায়কত্ব করেছেন। ছিলেন এশিয়ান অল স্টার দলেও। তিনিই শান্তি মল্লিক। তাঁর আমল থেকে প্রায় ৫ দশক পেরিয়ে গেছে সময়। মেয়েদের খেলোধুলোয়, বিশেষত ফুটবলে কি ভারত এগোতে পেরেছে! অকপটে আলিপুর বার্তার প্রতিনিধির মুখোমুখি হয়ে সেকথা জানালেন অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রাক্তন মহিলা ফুটবলার শান্তি মল্লিক।

প্রশ্ন : ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল, এমনকি দৃষ্টিহীনরাও করেছে বিশ্বজয়। কিন্তু মেয়েদের ফুটবল দলের কী অবস্থা?

ক্রিকেট আর ফুটবলকে এক করে ফেললে চলবে না। অনেক পার্থক্য দু'খেলায়। ফুটবল বিশ্বের বহু দেশ খেলে, আর ক্রিকেটে ৯টা বা ১০টা দেশ হয়তো খেলে। ফুটবলে অনেক, অনেকটা লড়াই করলে একটা জায়গায় পৌঁছনো যায়, সেখানে ক্রিকেটের লড়াইটা অনেকটা কম। তাও জিতেছে, সেটা আনন্দের ব্যাপার।

২০ বছর পর অনূর্ধ্ব ২০ দল এএফসি এশিয়ান কাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে। তাহলে কি ফুটবলেও নিজের লক্ষ্যে এগোচ্ছে মেয়েরা?

অবশ্যই, সে ব্যাপারে সন্দেহ নেই। অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন ও স্টেট অ্যাসোসিয়েশন যদি ভাবনাচিন্তা করে, তাহলে মেয়েদের ফুটবলও আরো এগোবে। এর জন্য অ্যাকাডেমি করতে হবে। কোচিংয়ে জোর দিতে হবে। তাতে মেয়েরা আরও এগিয়ে আসবে। উৎসাহিত হবে। আমাদের সময়ে তো আরও বেশি লড়াই ছিল।

আপনাদের সময়ের পর আরও ৫-৬ দশক পেরিয়ে গিয়েছে। কিন্তু এখনও আক্ষেপ কোচিং সেন্টারের অভাব, অ্যাকাডেমির অভাব। আদৌ কি সদিচ্ছা আছে?

আমি এ ব্যাপারে একমত। তবে মনে রাখতে হবে ফেডারেশন তো আছেই, তার সঙ্গে সরকারও কিন্তু আছে। তারাই বা কী করছে। খেলাটাকে নীচে নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছে শুধু। আগে বাংলার ৮-৯ জন করে জাতীয় দলে ফুটবল খেলত। এখন একজন হয়তো টিমটিম করে জ্বলে ওঠে। সুযোগ পায়। নাহলে নীচেই পড়ে রইল।

◆ বাংলায় তো কন্যাশ্রী কাপ চালু করেছে রাজ্য সরকার

কন্যাশ্রী কাপ হয়েছে তাতে আমার কোনও আপত্তি নেই। আইএফএ'র নিজস্ব একটা কাপ ছিল, সেটা বন্ধ করে দিয়ে কন্যাশ্রী চালু হল। যদি আইএফএ'র টুর্নামেন্ট ও কন্যাশ্রী কাপ একসঙ্গে চালু হতো তাহলে আরও উন্নত হত। দুটো ট্রফি খেলার সুযোগ থাকত মেয়েদের কাছে। আমার মনে হয় লাভের লাভ কিছুই হয়নি। ওই একটা টুর্নামেন্ট খেলে ন্যাশনালে কেউ খেললে তো ভাল, না হলে ওদের কিছু করার নেই। এভাবে মেয়েদের কোনওদিনও উন্নতি হবে না। আমাদের সময় কত টুর্নামেন্ট হত। আর এখন টাকা আছে ফুটবল নেই।

◆ স্কুল ফুটবলও তো হয় না মেয়েদের?

স্কুল লেভেলেই তো যে কোনও খেলার শুরুটা হওয়া উচিত। এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকার কিংবা ফেডারেশন কেউই চিন্তা করে না। একটা স্পোর্টসের ক্লাস তো বাধ্যতামূলক করা উচিত। টিচার হবে কোনও স্পোর্টস পার্সন বা খেলোয়াড়, সেখানে দেখি অঙ্কের টিচাররাও স্পোর্টস ক্লাস নিচ্ছে।

◆ কোচিং করান আপনিও, উৎসাহ দেখেন মেয়েদের?

আমার একটা নিজস্ব কোচিং সেন্টার আছে। ৩ থেকে ১৮ বছরের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কোচিং নেয়। আমার মনে হয়েছিল ভারত আমাকে একসময় অনেক সম্মান দিয়েছে। আমারও কিছু দেওয়া উচিত। ডঃ অমৃতলাল চক্রবর্তী, অনামিকা সেনের মতো বিখ্যাত কোচেরা আমার এখানে রয়েছেন। ফুটবলার গড়ে তোলার স্বপ্ন এখনও দেখি।

◆ এইমুহূর্তে ক্লাব ফুটবলের কী অবস্থা, মহিলা ফুটবলকে প্রাধান্য দেয়?

আমরা তো সত্তর দশকের ব্যাচ। মোহনবাগান কোনওদিনও মেয়েদের দল করেছে বলে জানি না। আমাদের সময় তাও টুটু বোস কিছু টাকা দিতেন। যদিও সামান্যই। এখন আর মহিলাদের নিয়ে ভাবেই না। তবু ইস্টবেঙ্গল দল করেছে। লড়াই করছে, আনন্দ লাগছে। মহমেডান এবার টিম করেছে। মোহনবাগান টিম করলে ভাল হয়।

আর কেন্দ্রীয় সরকারকেও এগিয়ে আসতে হবে। শুধু মেয়েদের জন্য করছি করছি বললে চলবে না।

◆ বাংলায় মেয়েদের ক'টা অ্যাকাডেমি রয়েছে?

আছে মনে হয় একটা, বাঁকুড়ায় না কোথায় যেন। সব খেলা তো মফস্বলেই নিয়ে চলে গিয়েছে। কলকাতায় ভাটা পড়ে গিয়েছে। কলকাতার লোকেরা ভাবতেই পারে না ফুটবল হয়। কলকাতার খেলা তো কলকাতাতেই আনতে হবে। মফস্বলেও করতে হবে। কলকাতায় না খেলা হলে এই ফুটবলটাই বাঁচবে না।

◆ আপনার প্রসঙ্গে আসি। আপনার খেলোয়াড় জীবনে একটাও কার্ড দেখেননি। এটা কীভাবে সম্ভব হয়েছে?

আসলে, আমার বাবা নিজে ফুটবলার ছিলেন। বাবা উপদেশ দিতেন, ফুটবল যদি তোমার মাথা গরম করিয়ে দেয়, তাহলে তুমি মাথা গরম করবে না। তোমাকে ঠাণ্ডা মাথায় নিজের কাজটা করে আসতে হবে। মাথা গরম করলেই খেলা শেষ। বিভিন্নভাবে আমায় বোঝাতো। আমার প্লাস পয়েন্ট ছিল আমার স্পিড আর আমার পায়ের কাজ। এই দুটোই আমায় ধৈর্য্য ও সাফল্য এনে দিত। আর ছিল ফিটনেস। তার জন্যই হয়তো সাফল্য এসেছে।

◆ আপনি তো শুধু ফুটবলই নন, হকিও খেলেছেন!

আমি আসলে অ্যাথলিট। হ্যান্ডবল, ক্রিকেট, হকি, ফুটবল, সেপাকটাক্রো সব খেলেছি। ক্রিকেটে ন্যাশনালে চান্স পেয়েছিলাম, যাইনি। ফুটবলে তখন ধ্যানজ্ঞান ছিল। ১৯৭৮ সালে হ্যান্ডবলে ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন হয়েছি। ক্রিকেটে অলরাউন্ডার ছিলাম। আর হকি খেলে চাকরিই পেয়েছি। সেপাকটাক্রোতে বিশ্বকাপও খেলেছি।

◆ আর কি কোনও আক্ষেপ আছে?

আমার কোনও আক্ষেপ নেই। ৯৭ সালে বেঙ্গল টিমকে চ্যাম্পিয়ন করেছি। তারপর আর চ্যাম্পিয়ন হয়নি। এটা দুঃখ লাগে, একবার অল্পের জন্য পারেনি। মেয়েদের ফুটবল আরও এগিয়ে যাওয়ার ছিল, তাও হয়নি। কিন্তু নিজের জন্য আক্ষেপ নেই।

আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চায় নতুন সংযোজন

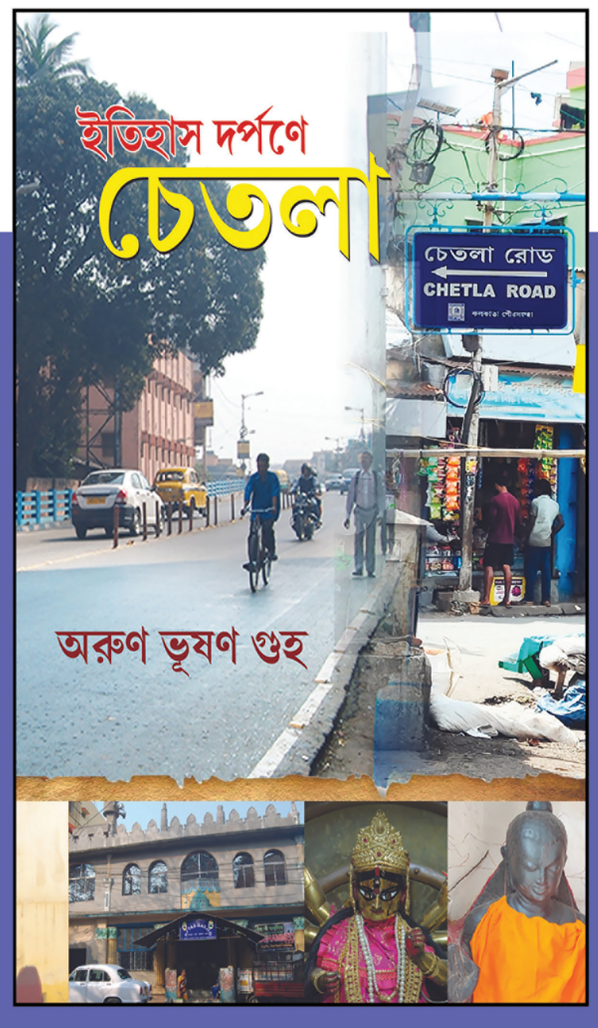

চেতলার বহু অজানা ইতিহাস জানতে

এখনই সংগ্রহ করুন

দোকানে ও স্টলে পাওয়া যাচ্ছে

দাম মাত্র ২০০/- টাকা

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9088703044 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com